পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 74 Thursday, 13 February, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৭৪ সংখ্যা ✱ ৩০ মাঘ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বিএ কমিটির বৈঠকে বিরোধীদের অনুপস্থিতিতে উষ্মা মমতার, জবাব শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভায় বাজেট পেশের আগে কার্য উপদেষ্টা কমিটির (বিএ) বৈঠক। সেই বৈঠকে বিজেপির কোনও প্রতিনিধি নেই। এই নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিজেপি প্রতিনিধিদের বৈঠকে অনুপস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীরা কেন এই বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বাজেট অধিবেশনের আগে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে শাসকদলের প্রতিনিধিরা ছাড়া আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু, বিজেপির কেউ ছিলেন না। তা নিয়ে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমরা এই সব বৈঠকে সংসদে যোগ দিই। কিন্তু এখানে ওরা (বিরোধীরা) আসে না।'' তিনি আরও বলেন, ''এই ধরনের বৈঠকে উপস্থিত থাকা উচিত। এটাই সংসদীয় রাজনীতিতে রীতি। এখানকার বিরোধীরা এই ধরনের বৈঠকে আসে না কেন আমি বুঝতে পারি না।'' দীর্ঘদিন বাদে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নানা বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। বৈঠকের মাঝে নওশাদের সঙ্গেও কথা বলতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষকে মমতা নির্দেশ দেন, দলের নতুন বিধায়কদের আরও বেশি বলার সুযোগ দিতে হবে। বাজেট নিয়ে আলোচনার সময়সীমাও বেশ কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। বিএ কমিটিতে বিরোধীদের না থাকা নিয়ে মমতার মন্তব্যের জবাব দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''অশোক লাহিড়ীর নাম পিএসি চেয়ারম্যান হিসাবে আমরা দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই নাম তো শোনা হয়নি। ফলে আমাদের যাওয়া বা না যাওয়ায় কোনও পার্থক্য হয় না।''

বাংলার বাড়ি, ডিএ থেকে ঘাটাল প্ল্যান, গঙ্গাসাগর সেতু

বাজেটে সব প্রান্তকে ছোঁয়ার চেষ্টা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ প্রতিকূলতা নেহাত কম নয়। রাজ্যের বিপুল প্রাপ্য মেটায়নি কেন্দ্র। ১০০ দিনের কাজ, বাংলার বাড়ির মতো প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পুরোপুরি বন্ধ। অথচ রাজ্য থেকে প্রাপ্ত বিপুল করের টাকার ভাগ আগের মতোই দিতে হচ্ছে কেন্দ্রকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেন, রাজ্যকে আর্থিকভাবে অবরুদ্ধ করা হচ্ছে। তবে এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছাব্বিশের ভোটের আগের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেটে সাধ্যমতো রাজ্যের সব ইস্যুতে

আলোকপাত করার চেষ্টা করল তৃণমূল সরকার। এমনিতে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের আমলে প্রায় শ'খানেক জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি চলে। সেই প্রকল্পগুলি চালাতে নিতান্ত কম খরচ হয় না। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের খরচ সত্ত্বেও সুপরিকল্পিত বাজেটে, সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও রাজ্যের সব প্রান্তের সব শ্রেণির মানুষকে কোনও না কোনওভাবে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হল। সরকারি কর্মী থেকে প্রান্তিক কৃষক, বন্যা রোধে পদক্ষেপ থেকে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন। রাজ্যের যে যে প্রান্তে টুকটাক সমস্যা ছিল, সবটাই সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে বাজেটে। রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ বাড়ানোর দাবি দীর্ঘদিনের। মুখ্যমন্ত্রী আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাজেটে সাধ্যমতো সরকারি কর্মীদের ডিএ'র কথা ভাবা হবে। সেই মতো এবারের বাজেটে আরও ৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করা হল। যদিও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, রাজ্যের ডিএ বৃদ্ধি সত্ত্বেও কেন্দ্রের সঙ্গে ফারাকটা অনেকটাই। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, দেশের অন্যান্য প্রান্তের তুলনায় রাজ্যের জীবনযাপনের খরচ অনেকটাই কম। তাছাড়া কেন্দ্রের পেনশন প্রকল্প এবং রাজ্যের পেনশন প্রকল্পের মধ্যেও আকাশ-পাতাল ফারাক। সব দিক বিবেচনা করলে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি নিতান্ত কম নয়। শুধু সরকারি কর্মীদের জন্য নয়, এই বাজেট সুখবর বয়ে এনেছে প্রান্তিক নাগরিকদের জন্যও। এবারের বাজেটে ১৬ লক্ষ নতুন বাংলার বাড়ি তৈরির জন্য বরাদ্দ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সাম্প্রতিক কালে কলকাতার বেশ কিছু বহুতলে বাড়ি হেলে পড়া নিয়ে একটা সমস্যা দেখা গিয়েছে। ওই আবাসনগুলির বাসিন্দারাও এই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় আসবেন। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য গত কয়েক বছরে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এ বছর সেই বরাদ্দের পরিমাণ আরও দেড় হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। চলতি বছর গত দেড় দশকের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে রাজ্য। সেই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়েছে বাজেটে। ২০০ কোটি টাকা খরচে 'নদী বন্ধন' প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। বন্যা রোধে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি হবে ওই প্রকল্পে। সঙ্গে হবে কর্মসংস্থানও। ঘাটালবাসীর দীর্ঘদিনের দুর্দশা ঘোচানোর উদ্যোগও দেখা গেল পঁচিশের রাজ্য বাজেটে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য আলাদা নতুন করে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে ৩৪০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ করা হয়েছে। আগামী ৩ বছরে ওই প্রকল্পে বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে

বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এছাড়া উত্তরবঙ্গের জন্য চা শিল্পে কৃষি আয়কর ছাড়ের সুবিধা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মোবাইল ফোন দিতে ২০০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে উত্তর থেকে দক্ষিণ, একেবারে প্রান্তিক থেকে চাকুরীজীবী, রাজ্যের সব প্রান্তের সব শ্রেণির মানুষকে কোনও না কোনওভাবে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে এই বাজেটে। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নও করা হয়েছে। বাজেটের পর সেভাবে ইস্যু না পেয়ে কর্মসংস্থানের দাবি তুলে ওয়াকআউট করতে বাধ্য হয়েছে বিজেপি। যদিও কর্মসংস্থানের দিকটিও নজর রাখা হয়েছে বাজেটে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন দেউচা-পচামি কয়লা প্রকল্পে এক লক্ষ কর্মসংস্থান হবে।

আমরা ভোট দেখে বাজেট করি না
কেন্দ্রকে খোঁচা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য বাজেটকে সামনে রেখে ফের কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠক থেকে কেন্দ্রের বাজেটের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, ''দুটো বাজেটকে পাশাপাশি রেখে দেখুন। ওরা অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়, ভোট মিটলে সেগুলো করে না। আমরা ভোট দেখে বাজেট করি না। আমরা নিজেদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও মানুষের জন্য সার্বিক উন্নয়নের কাজ করি।'' মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ''আমাদের এই বাজেটে দিশা রয়েছে। মনে রাখবেন জন্ম থেকে মৃত্যু, মানুষের জন্য ৯৪টি প্রকল্প চালু রয়েছে বাংলায়।'' ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রের বাজেট পেশ হয়েছে। সামনে বিহারে বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবারের বাজেটে সিংহভাগ প্রকল্প বিহারকে কেন্দ্র করে ঘোষণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই ওই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেব, তারপর ভোট মিটলে আর মানুষকে চিনব না, আমরা কেন্দ্রের মতো নই। ভোটের লক্ষ্যে নয়, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই বাজেট তৈরি করি। কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের মতো প্রকল্পগুলিকে চালু রেখে রাজ্যের প্রান্তিক মানুষের পাশে থাকার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''জিএসটি থেকে সবটা তুলে নিয়ে যায়। আমাদের প্রাপ্য টাকাটুও দেয় না। তা সত্ত্বেও আমরা যথাসাধ্যভাবে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, নদী বন্ধন-সহ একাধিক প্রকল্পের জন্য এদিন আমরা নতুন করে বরাদ্দ করেছি।'' লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, ''আমাদের প্রকল্প গুলি টুকলি করা হয়েছে। বিশেষ করে বিজেপি শাসিত জায়গায়। ওরা ভোটের কথা ভেবে এসব করে। তাও বিভিন্ন কনডিশন দেয়। আমরা কিন্তু এসব করি না। আমরা সর্বস্তরের মহিলাদেরই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে থাকি।'' এর আগে বাজেট অধিবেশনে যখন রাজ্যপাল ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার উল্লেখ করেছিলেন তিনি। রাজ্যপাল যখন জল স্বপ্ন প্রকল্পের কথা বলছিলেন সেই সময় শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন কেন্দ্রের জল জীবন মিশনের নাম বদলানো হয়েছে বাংলার প্রকল্পে। সেই অভিযোগের রেশ টেনে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেট শেষে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, ''কেন দিল্লি একটা নাম চাপিয়ে দেবে, সেই চাপে প্রকল্পের নামকরণ করতে হবে? বাংলার কি ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাবে? বাংলার কি নিজস্ব ভাষা নেই? নাকি বাংলার কোনও সংস্কৃতি নেই? আমরা তো এখানে হিন্দি, উর্দু, নেপালি, অলচিকি... সব ভাশাকেই সম্মান দিই। সব ভাষাকে স্বীকৃতি দিই।'' মুখ্যমন্ত্রী খোলসা করে বলেন, ''কেন আমরা জল স্বপ্ন কেন বলি? কারণ এটা বাংলা শব্দ। মিশনটা ইংরেজি শব্দ। যেখানে যেখানে দেওয়া সম্ভব সেখানে কোথাও কোথাও ব্যবহার করি। আমরা বাংলার বাড়ি কেন বলছি? কারণ এটার মধ্যে আমার রাজ্যের নাম যুক্ত থাকছে, প্লাস এটা সহজ কথা। যেটা গ্রামের মানুষ বুঝতে পারবে। কথার মধ্যেও বাঁধনি থাকে। কথা যত সহজ হবে সেখানে মানুষের কাছে তত তাড়াতাড়ি পৌঁছবে।'' মহাকুম্ভে ইতিমধ্যে একাধিক বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তো আতঙ্ক ছড়িয়েছিল, পদপিষ্টের ঘটনায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছিল সেই ঘটনায়। তবে সেই সংখ্যা আদৌ কতটা সত্যি তা নিয়েই কার্যত প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুললেন, ''কত মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে কে জানে?'' তিনি বলেন, ''কুম্ভমেলায় ভিআইপিদের জন্য এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে সাধারণ মানুষই যেতে পারছিল না। আর যারা গেছেন তাঁদের অনেক জনের মৃত্যু হয়েছে। আমি টিভিতে দেখেছি লক্ষ লক্ষ জুতো গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কত মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে আমি তো জানি না। আমি শুধু জানি, কোভিডের সময়ে অনেক মৃতদেহ বিহারে, বাংলায় মিলেছিল। সেগুলি ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।''

'আজ আমার দ্বিতীয় জন্মদিন', কংগ্রেসে ফিরেই বললেন প্রণবপুত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ 'অরাজনৈতিক ভুল কাজ করেছিলাম কংগ্রেসে ছেড়ে'। তৃণমূল ছেড়ে ফের কংগ্রেসে ফিরে বললেন প্রণবপুত্র। প্রসঙ্গত, একুশ সালের জুলাইয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। ৫ বছরের মাথায় এদিন দুপুর ১টা নাগাদ বিধান ভবনে হয়ে গেল তাঁর ঘরওয়াপসি। ছিলেন প্রদেশ সংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিধায়ক গুলাম আহমেদ মীর-সহ কংগ্রেসের একঝাঁক প্রথম সারির নেতা। হাত শিবিরে যোগ দিয়েই কংগ্রেসের ভূয়সী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন প্রণবপুত্র। বললেন, ''আমার আজ দ্বিতীয় জন্মদিন। কংগ্রেসে আসা সম্ভব হল সেনিয়া গান্ধিজি, রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধিদের জন্য। কংগ্রেস ছাড়া ভারতবর্ষে সকলকে ধরে রেখে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আর কোনও দল আর নেই।'' পুরনো সতীর্থকে কাছে পেয়ে খুশি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও। তাঁর সাফ কথা, ''কংগ্রেস ছাড়া বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার কেউ নেই। অভিজিৎ মুখাপাধ্যায়ের কংগ্রেসে এসে সেটাই প্রমাণ করলেন।'' অভিজৎ বলছেন, ''আমায় যে কাজ দেওয়া হবে সেটা তো করবই। তাছাড়াও প্রত্যন্ত জায়গায় গিয়ে যাঁরা যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে গিয়েছেন তাঁদের ফিরিয়ে আনার কাজ করব।'' যদিও এই দলবদলকে বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল। এতে দলের কোনও ক্ষতিই হবে না বলে মনে করছেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি সুভাষ লালা। উল্টে খোঁচা দিয়েছেন অধীরদের। তাঁর কথায়, ''অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে দল ছেড়েছিলেন। কিন্তু, তৃণমূলে যোগদান করার পর তাঁকে খুব একটা সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। হয়তো ভেবেছিলেন লোকসভায় টিকিট পাবেন!''

বাজেট পড়ার সময়ই বেরিয়ে গেলেন বিজেপি বিধায়করা, শুভেন্দু বললেন, 'অসত্য বাজেট'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে শেষ বাজেট তৃণমূল সরকারের। সেই বাজেট যখন ঘোষণা করছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সেই সময় বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট বিজেপির। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা ওয়াক আউট করেন বিধানসভা থেকে। তাঁদের বক্তব্য মহার্ঘ ভাতা আরও বাড়াতে হবে। এ দিন, চন্দ্রিমা যখন বাজেট পড়ছেন সেই সময় ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। এরপর পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করেন প্রত্যেকে। সেই চিরকুটে লেখা 'বেকারদের চাকরি চাই'। চিরকুটি দেখিয়ে বিধানসভার মূল ফটকে বিক্ষোভ প্রদর্শন তাঁরা। ডিএ-র পাশাপাশি বিজেপি বিধায়কদের বক্তব্য, গোটা বাজেটে কোথাও কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়নি। পে কমিশনের কোনও উল্লেখ করা হয়নি। এ দিন, সাংবাদিকদের মুখোমুখি শুভেন্দু বলেন, ''এই সরকার দেউলিয়া হয়ে গেছে। ছত্রে-ছত্রে প্রমাণিত। এই বাজেট বেকার বিরোধী বাজেট। ২ কোটি ১৫ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। যে মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালে মঞ্চে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই বাজেটে একটিও কর্মসংস্থানের কথা নেই। এই বাজেট উত্তরবঙ্গ-সুন্দরবন-জঙ্গলমহল বিরোধী বাজেট। এই বাজেটে সমগ্র উত্তরবঙ্গে নদী ভাঙন, চা বাগানের উন্নয়ন, চা শ্রমিকদের পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলা নেই। এই বাজেট কৃষক বিরোধী বাজেট। তাঁদের কোনও অর্থ বরাদ্দ নেই। এই বাজেটে আমাদের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির লোকজনকে নিয়ে কোনও প্রস্তাবনা নেই। এই বাজেটে কুর্মী, নমঃশূদ্রদের নিয়ে কোনও উল্লেখ নেই। মতুয়াদের জন্য একটা বাক্য খরচ হয়নি। এটা অসত্য বাজেট।''

কিছু নথি জমা দিতে চায়! ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় হঠাৎ 'সুপ্রিম' দুয়ারে এসএসসি

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ যোগ্য-অযোগ্যদের পৃথকীকরণ কি সম্ভব? সোমবার সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই এর উত্তরে 'হ্যাঁ' বললেও, সদুত্তর দিতে পারেনি এসএসসি। মামলার শুনানি আগেই শেষ হয়েছে। অপেক্ষা শুধু রায় ঘোষণার। এরই মধ্যে নতুন করে নথি জমা দিতে চেয়ে মামলা করল এসএসসি। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে এসএসসি। উল্লেখ্য, পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি গিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সেই শুনানির সময় বুধবার এসএসসি কোর্টের কাছে

আবেদন করে যে, ২৬ হাজার চাকরি বাতিল এই মামলায় তারা নতুন করে কিছু নথি জমা দিতে চায়। প্রাথমিকভাবে এই আবেদনে প্রধান বিচারপতি উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এই বিষয়ে দীর্ঘ শুনানি হয়েছে। নথি জমা দেওয়ারও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আবার নতুন করে কেন তারা নথি জমা দেবেন? কিন্তু তার মধ্যেও আগামী সোমবারের মধ্যে যাবতীয় নথি জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শেষ শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে প্রায় ২ ঘণ্টা শুনানি হয়। মামলার শুনানিতে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেছিলেন, ''নায়সা আমাদের জানায় যে কোনও ডেটা নেই। তারপর আমরা ডেটা স্ক্যানটেক থেকে ডেটা সংগ্রহ করি। এরপর আমরা পঙ্কজ বনশলের (নায়সার প্রাক্তন কর্তা) কাছ থেকে ডেটা সংগ্রহ করি। দুটো ডেটাকে মিলিয়ে দেখি।'' ডেটা স্ক্যানটেক (ওএমআর উত্তরপত্র স্ক্যানিংয়ে এই সংস্থা যুক্ত ছিল) থেকে পাওয়া হার্ডডিস্ক ও পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে পাওয়া ৩টি হার্ডডিস্কের হ্যাশ ভ্যালু মিলে গিয়েছে বলে সিবিআই আইনজীবী জানান। সিবিআইয়ের আইনজীবী আরও বলেন, ''এসএসসির কাছে যে ডেটা ছিল, তাতে কারসাজি হয়েছিল। আমাদের তদন্তে স্পষ্ট, পঙ্কজ বনশলের কাছে যে ডেটা রয়েছে, তাতে কারসাজি হয়নি।'' পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে পাওয়া ডেটার ভিত্তিতে যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণ সম্ভব বলে সিবিআইয়ের আইনজীবী সওয়াল করেন। শুনানিতে এসএসসি-র আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত জানালেন, যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণ করে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। এদিন সুপ্রিম কোর্টে তিনি জানান, র‍্যাঙ্ক জাম্পিং ও আউট অব প্যানেল নিয়ে তাঁদের কাছে তথ্য রয়েছে। কিন্তু, ওএমআর মিসম্যাচ নিয়ে কোনও তথ্য নেই। এরপর আবার কী নথি জমা দেবে এসএসসি? সেই সদুত্তর মেলেনি।

পুলিশি তদন্তে প্রশ্ন, প্রয়োজনে বিভাগীয় তদন্ত হতে পারে, পর্যবেক্ষণ বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ পুলিশের ভূমিকায় বেজায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। তদন্তে গাফিলতিতে বিরক্ত বিচারপতি। প্রশ্ন তুললেন যোগ্যতা নিয়ে। পুলিশের তদন্ত দেখে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের স্পষ্ট মন্তব্য, এইসব অফিসারদের কলকাতা পুলিশে থাকার কোনও যোগ্যতা নেই। এদের জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। শুক্রবার কেস ডায়েরি-সহ তদন্তকারী অফিসারকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। মূল ঘটনা আদপে গল্ফগ্রিনের। সূত্রের খবর, গত সেপ্টেম্বর মাসে বাড়ির সামনে পোষ্য কুকুরকে নিয়ে ঘুরছিলেন

স্থানীয় যুবক অভিনব সাহা। সেই সময় এলাকারই কিছু যুবকের সঙ্গে বচসা বাঁধে অভিনবের। কথা কাটাকাটি থেকে শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিও হয়। সেই সময় অভিনবের মা ছেলেকে বাঁচাতে গেলে তিনিও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হন বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় অভিনবকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় পুলিশ শোভন দত্ত, আদিত্য মণ্ডল নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে জামিনও পেয়ে যায়। এখানেই প্রশ্ন তুলছেন অভিনবের মা ভারতী সাহা। একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসা চললেও শেষ পর্যন্ত প্যারালাইজড হয়ে যান অভিনব। ভারতী দেবীর দাবি, ছেলে যে প্যারালাইজড হয়েছে সেটা পুলিশ উল্লেখই করেনি। ওই নথি মামলায় যুক্ত না করায় অভিযুক্তদের সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে অভিযোগ ভারতী দেবীর আইনজীবীদের। এতেই বেজায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি ঘোষ। আদালতের নির্দেশ, শুক্রবার কেস ডায়রি-সহ আইও-কে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। তাঁকে এসে জানাতে হবে কোন সাক্ষী নিম্ন আদালতে মেডিক্যাল ডকুমেন্ট প্রডিউস করেছে? না হলে ওই তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংসের নির্দেশ দেওয়া হবে। এমনটাই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। সূত্রের খবর, ঘটনার পর প্রথমে আহত ওই যুবককে পরিবার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হওয়ায় তাঁকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ওই হাসপাতাল অভিনবের প্যারালাইজড হওয়ার কথা জানায়। অভিযোগ, পুলিশ প্রথম হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার নথি সংগ্রহ করলেও দ্বিতীয় হাসপাতালের কোনো নথি সংগ্রহ করেনি। ফলে অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেফতার করলেও নিম্ন আদালত তাদের জামিন দিয়ে দেয়।

শেখ হাসিনার নির্দেশে কমপক্ষে ১৪০০ গুলিতে নিহত, রাষ্ট্রসংঘ রিপোর্ট

নিউ ইয়র্ক, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ বঙ্গবন্ধুর কন্যা গণহত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত। রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার কমিশন তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করল, গতবছর (২০২৪) সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শেখ হাসিনার নির্দেশে গণবিক্ষোভ দমনে গুলি করে হাজারের বেশি জনকে খুন করা হয়েছে। বাংলাদেশে গত জুলাই-অগাস্টে প্রায় ১৪০০ জনের মতো নিহত হয়েছেন। তাদের বেশিরভাগের মৃত্যু হয়েছে রাইফেল ও শটগানের গুলিতে। ওই সময় নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সমন্বয়কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাদের নির্দেশেই বিক্ষোভ দমনে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক জেনেভায় এই রিপোর্ট প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার কার্যালয় তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশে গত জুলাই-অগাস্টে প্রায় ১৪০০ জনের মতো নিহত হয়েছেন। তাদের বেশিরভাগের মৃত্যু হয়েছে

রাইফেল ও শটগানের গুলিতে। ওই সময় নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সমন্বয়কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাদের নির্দেশেই বিক্ষোভ দমনে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে

নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, হাজার হাজার মানুষ গুরুতর আহত হয়েছে। এছাড়া পুলিশ ও র‍্যাবের তথ্য অনুযায়ী ১১ হাজার ৭০০ জনকে তখন আটক করা হয়েছিলো। যারা নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে ১২-১৩ শতাংশ শিশু। পুলিশ ও অন্য নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা শিশুরা টার্গেট কিলিংয়ের শিকার হয়েছে ও পঙ্গু হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি চাকরিতে কোটা নিয়মের সংস্কার চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন দমনে শেখ হাসিনার সরকার গুলি চালিয়েছিল এমনই অভিযোগ করেছিলেন নিহত আহতদের আত্মহনন। গণবিদ্রোহে গতবছর ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রিত। তবে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের দাবি, এই রিপোর্ট একপেশে। শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গণবিক্ষোভের সময় গণহত্যা চালানোর অভিযোগেলে শেখ হাসিনাসহ তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী নেতাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হত্যাসহ বিভিন্ন অপরাধের বিচার কার্যক্রম শুরু করেছে।

মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্ন, গঙ্গাসাগরে আস্থার ডুব দিলেন লক্ষাধিক পুন্যার্থী

গঙ্গাসাগর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর মেলার পর আবারও পুণ্য লাভের আশায় দুরদূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা এসে ভিড় জমিয়েছেন গঙ্গাসাগরে। মাঘী পুর্ণিমা উপলক্ষ্যে বুধবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে পুণ্যস্নান। পুণ্যস্নানের পর কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিয়েছেন ভক্তরা। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে নামানো হয়েছে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের। এছাড়াও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে একাধিক ব্যবস্থা। স্থলপথ ও জলপথে চলছে নজরদারি।পুণ্যস্থান ছেড়ে যাতে পুণ্যার্থীরা সুষ্ঠুভাবে বাড়ি ফিরতে পারে সেই দিকে নজর রেখেছে প্রশাসন। পুন্যার্থীদের আশা ও যাওয়ার সুবিধার্থে বাড়ানো হয়েছে বাস ও ভেসেল। এছাড়াও ২টি বার্জ চলছে মুড়িগঙ্গা নদীতে। জন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের পক্ষ থেকে পানীয় জল ও ভ্রাম্যমান শৌচাগার তৈরী করা হয়েছে। মেলা চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১ এবং ৫, ও ৬ নম্বর স্নানের ঘাটে চলছে পুণ্যস্নান। আলোর রোশনায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে কপিল মুনির আশ্রম। রয়েছে প্রায় ১৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা, তিনটি যাত্রী নিবাস।হিন্দু ক্যালেন্ডারের মাঘ মাসে পূর্ণিমা হওয়ার দিনটিকে মাঘী পূর্ণিমা বলা হয়। এই দিনটি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মাবলম্বীই পালন করেন। মাঘী পূর্ণিমার বিশেষত্ব এই দিনে ঋষি ও সন্ন্যাসীরা এক মাস ব্যাপী বিরত থাকার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই দিনে চাঁদের উপাসনা করা হয়। এই দিনে বুদ্ধ ও বিষ্ণু পূজা করা হয়। এই দিনে তীর্থ স্নান করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এই দিনে উপবাস ও প্রার্থনা করলে জীবনের সমস্ত উদ্বেগ দূর হয়। তাই দূরদূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা এসে পুণ্য লাভের আশায় ডুব দিচ্ছে গঙ্গাসাগরে।

এএপি-র এবার চলে যাওয়ার সময়ঃ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে বিজেপির জয়ে খুশি ব্যক্ত করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। পাশাপাশি তিনি নিশানা করলেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-কে। তিনি বলেন, এএপি-র এবার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, বিজেপি দিল্লিতে সরকার গঠন করছে। দিল্লির মানুষ বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে। সম্পূর্ণ ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।এদিকে বিজেপির সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজও বিজেপির এই জয়ের প্রেক্ষিতে বলেন, আমরা এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য দিল্লির জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিল্লিবাসীরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর গ্যারান্টিতে তাদের আস্থা জানিয়েছে। আমাদের সমর্থন করার জন্য আমরা সকল মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবো।

বিধানসভায় খোয়া গেল বিধায়কের মোবাইল, পরে পেলেন ফেরত

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভার মধ্যে থেকে ফোন খুইয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। যদিও কয়েকঘন্টার মধ্যে সেই ফোন উদ্ধার হয়। জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে হুমায়ুন কবীর বিধানসভাতে যান। বেশ কিছুক্ষণ লবিতে বসে নিজের কাজ করছিলেন তিনি। সেই সময়ে পাশেই রাখা ছিল তাঁর ফোনটি। ভুল করে তিনি ফোনটি সোফায় রেখে চলে যান। কিছুক্ষণ পর তা আর খুঁজে পাননি বিধায়ক। ফোন না পেয়ে মার্শালকে জানান তিনি।বিধায়ক জানিয়েছেন, সকাল ১১টায় নিয়মমাফিক ঘণ্টা বাজতেই অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন তিনি। কক্ষে গিয়েই তিনি দেখেন, তাঁর একটা ফোন হাতে ধরা, অন্য ফোনটি নেই। এরপর সোফায় সেটা খুঁজতে যান

স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির মাধ্যমে মানুষের জীবনে উন্নতিসাধন করতে পারে এআইঃপ্রধানমন্ত্রী

প্যারিস, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও আরও অনেক কিছুর উন্নতি করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন পরিবর্তন করতে সাহায্য করতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত মঙ্গলবার প্যারিসে অনুষ্ঠিত এআই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এআই-চালিত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের মানুষজনের দক্ষতা এবং পুনঃ দক্ষতায় বিনিয়োগ করতে হবে।ভারত-ফ্রান্স সম্পর্কের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত ও ফ্রান্স সূর্যের শক্তিকে কাজে লাগাতে বছরের পর বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করেছে। আমরা এআই-তে আমাদের অংশীদারিত্বকে

অগ্রসর করার সাথে সাথে এটি একটি স্মার্ট এবং দায়িত্বশীল ভবিষ্যত গঠনের জন্য সুস্থায়ী থেকে উদ্ভাবনের দিকে একটি স্বাভাবিক অগ্রগতি। একই সময়ে, সুস্থায়ী এআই মানে শুধু পরিষ্কার শক্তি ব্যবহার করা নয়। এআই মডেলগুলি অবশ্যই আকার, ডেটার চাহিদা এবং সংস্থানগুলির প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে দক্ষ এবং টেকসই হতে হবে।

অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে বিকশিত ভারতের জন্য আগামী দুই দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আগামী ৫ বছরে অনেক মাইলফলক অর্জন করতে চলেছি আমরা। গত মঙ্গলবার ভার্চুয়ালি ইন্ডিয়া এনার্জি সপ্তাহ ২০২৫-এর শুভ সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, বিশ্বের প্রতিটি বিশেষজ্ঞই বলছেন, একবিংশ শতাব্দী ভারতের। ভারত শুধুমাত্র নিজস্ব প্রবৃদ্ধিই চালাচ্ছে না, বরং বিশ্বের ও আমাদের এনার্জি সেক্টরের এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের এনার্জির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ৫টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সম্পদ, উজ্জ্বল মানসিকতা, অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, কৌশলগত ভূগোল এবং বৈশ্বিক সুস্থায়ীর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। 'বিকশিত ভারত'-এর জন্য আগামী দুই দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা আগামী ৫ বছরে অনেক মাইলফলক অর্জন করতে যাচ্ছি।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, বিগত ১০ বছরে, ভারত পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে এবং আমরা আমাদের সৌর উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করেছি। এখন ভারত তৃতীয় বৃহত্তম সৌর শক্তি উপাদনকারী দেশ। আমাদের অ-জীবাশ্ম জ্বালানী শক্তি তিনগুণ বেড়েছে। ভারত হল প্রথম দেশ, যারা প্যারিস জি-২০ চুক্তির লক্ষ্য পূরণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধু আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করছেঃখাড়গে

কালাবুরাগি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ আমেরিকা থেকে অভিবাসী ভারতীয়দের নির্বাসন প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধুত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে খাড়গে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধু আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করছে।বুধবার সকালে কর্ণাটকের

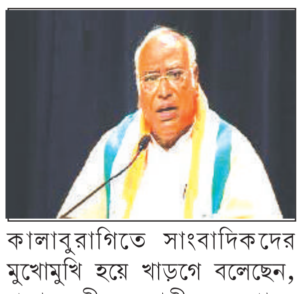

কালাবুরাগিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাড়গে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সেখানে (আমেরিকা) গিয়েছেন, তিনি এটি নিয়ে কথা বলবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বারবার বলছেন, তিনি যে কোনও সমাধান করতে পারেন, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বন্ধু। মানুষ আসে এবং যায় কিন্তু একটি দেশ স্থায়ী হয়..দেশের পক্ষে চিন্তা না করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলতে থাকেন যে ট্রাম্প তাঁর বন্ধু।খাড়গে আরও বলেছেন, ট্রাম্প যদি সত্যিই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা শোনেন, তাহলে তাঁরা কেন আমাদের লোকদের নির্বাসন দিচ্ছেন? তাঁদের নিয়মিত যাত্রীবাহী ফ্লাইটে পাঠানোর পরিবর্তে, কেন তাঁদের পণ্যবাহী ফ্লাইটে পাঠানো হয়েছিল... এর মানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধু আমাদের লোকদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করছে। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আমরা আমাদের ফ্লাইট পাঠাতে পারতাম বলে জানা যায়।

কনকনে ঠান্ডা উধাও উপত্যকায়, তুষারপাতের পর সেজে উঠল ডোডা

শ্রীনগর, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতেই কনকনে ঠান্ডা উধাও কাশ্মীর উপত্যকায়। বুধবারও শ্রীনগর-সহ ভূস্বর্গের বিভিন্ন স্থানে ঊর্ধ্বমুখী থাকল নূন্যতম তাপমাত্রা। শ্রীনগরে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ১২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে আগামী কিছু দিনের মধ্যে তুষারপাত প্রত্যাশিত। বুধবারই নতুন করে তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায়, ডোডা জেলার ভালেসায় তুষারপাতের পর পাহা। সেজে উঠেছে অপরূপ সৌন্দর্য্যে।উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুল্লা জেলার উঁচু পাহড়ে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলাও তুষারপাত হতে পারে। উত্তর কাশ্মীরের কয়েকটি স্থানেও হালকা বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত। উত্তর কাশ্মীর ছাড়া কাশ্মীরের সমতল ভূমিতে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়।১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এই অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে উপত্যকার উঁচু অঞ্চলে। ওই সময়ে বৃষ্টি ও তুষারপাত প্রত্যাশিত, এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়। আবহাওয়া মূলত মনোরম থাকবে।

লখনউয়ের পিজিআই-তে চলছিল চিকিৎসা, আচার্য সত্যেন্দ্র দাস প্রয়াত

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস প্রয়াত। বুধবার লখনউয়ের পিজিআই-তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর এক শিষ্য প্রদীপ দাস। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রদীপ জানিয়েছেন,

বৃহস্পতিবার অযোধ্যার সরযূ নদীর ধারে সত্যেন্দ্রর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। আপাতত তাঁর মরদেহ লখনউ থেকে অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।গত রবিবার থেকে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন সত্যেন্দ্র।বুধবার ভোরে হাসপাতালের তরফ থেকে জানানো হয়, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসে। হাসপাতালের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সত্যেন্দ্র ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তঃচাপে ভুগছিলেন।প্রসঙ্গত, দীর্ঘ সময় ধরে রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব সামলেছেন সত্যেন্দ্র। এই বছর 'রামলালার' প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাসের মৃত্যু একটি অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

মহাকুম্ভে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করেছেন যোগী জিঃহেমা মালিনী

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে ব্যবস্থাপনা নিয়ে খুশি ব্যক্ত করলেন প্রবীণ অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। তাঁর মতে, মহাকুম্ভে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করেছেন যোগী জি। হেমা মালিনীর কথায়, একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কুম্ভ ব্যর্থ হয়েছে।মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের

মুখোমুখি হয়ে হেমা মালিনী বলেছেন, ২৬ ফেব্রুয়ারির আগে অনেকেই মহাকুম্ভে যাচ্ছেন। সবকিছু খুব সংগঠিত, সবাই এর প্রশংসা করছে।

দিল্লিবাসীরা এএপি-র ওপর অসন্তুষ্ট, বিজেপি জেতায় মন্তব্য জিতেন্দ্র সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ১২ফেব্রুয়ারি ঃদিল্লিতে বিজেপির জয়ে খুশি ব্যক্ত করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। একইসঙ্গে তিনি নিশানা করলেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-কে।তিনি গত শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, দিল্লির মানুষ এএপি-র বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এই অসন্তোষের প্রভাব পঞ্জাব এবং অন্যান্য রাজ্যেও দেখা যাবে বলে এদিন মতপ্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং।

চার শতাংশ ডিএ বাড়ল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের, বাজেটে ঘোষণা চন্দ্রিমার

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রত্যাশা ছিলই, আর তা পূরণ করে দিলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বুধবার বাজেট বক্তৃতায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ঘোষণা করলেন তিনি। এর ফলে তা বেড়ে দাঁড়াল ১৮ শতাংশ। চন্দ্রিমা জানিয়েছেন ১ এপ্রিল থেকে বর্ধিত হাতে ডিএ কার্যকর হবে।বুধবার বিকেলে বাজেট পেশ করার সময় রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছেন, সরকারি কর্মচারীদের জন্য চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বাড়ানো হবে। পাশাপাশি ৭০ হাজার আশা কর্মীদের স্মার্ট ফোন দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন চন্দ্রিমা।

আলোচনাতেও জট কাটলো না, ম্যাকাউটে এখনও অচলাবস্থা কাটেনি

নদিয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ নদিয়ার হরিণঘাটার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (ম্যাকাউট)-তে ছাত্রী মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনও অচলাবস্থা কাটেনি। মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেও জট কাটলো না। ক্যাম্পাসের বুধবারের সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়।ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনার পর বুধবার সকাল থেকেই

অচলাবস্থা রয়েছে ম্যাকাউটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের ভিতরে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী কিংবা পড়ুয়া, কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বুধবারের পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। রেজিস্টারের পদত্যাগ-সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ চলছে ম্যাকাউটে।

লাভ জিহাদ-২ঃপশ্চিমবঙ্গে লাভ জিহাদের সঙ্গে লড়াই হোঁচট খাচ্ছে হরেক বাধায়

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ অ্যাসিডে ফুসফুস পর্যন্ত ঝলসে গিয়েছিল মৌ রজকের (নাম পরিবর্তিত)। তবু সে যুঝে গিয়েছে এক সপ্তাহ। পুলিশের কাছে বয়ান দিয়েছে। কে অ্যাসিড ছুড়ে থাকতে পারে, তার চেহারার বর্ণনা হাসপাতালে শুয়েই সে দিয়েছিল পুলিশকে। চিকিসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ২০১৯-এর মাঝ-অক্টোবরে আলো ফোটার আগেই কলকাতায় এনআরএসে মারা যায় নদিয়ার হাঁসখালিতে অ্যাসিডে আক্রান্ত মৌ।অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিবেদককে জানান, লাভ জিহাদের বিষয়টি নিয়ে কিন্ত প্রথম কেরালার খ্রিস্টান পাদ্রী সম্প্রদায় আওয়াজ তুলেছিল। লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শুধু হুমকি নয়, প্রাণ চলে গিয়েছিল নদীয়ার হাঁসখালির নবম শ্রেণীর ছাত্রী মৌ রজকের। সে চল্লিশ বছরের ওই বিবাহিত মুসলিম জেহাদির প্রেমের ছলনা থেকে বান্ধবীদের সতর্ক করেছিল। দুর্গাপূজার নবমীর দিন ভোর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মৌ ও তাঁর মায়ের উপর অ্যাসিড ঢেলে দেয় ওই জেহাদি। কুড়ি দিন হাসপাতালে চিকিসার পর বাচ্চা মেয়েটি মারা যায়।দেশ জুড়ে কাযর্কর হয়ে যাওয়া দণ্ডবিধি (ন্যায় সংহিতা) নিয়ে প্রস্তাবের উপরে দ্বিতীয় ও শেষ দফার আলোচনায় গত ২ আগস্ট শাসক ও বিরোধীদের বিতর্কে ' লাভ জিহাদ' প্রতিরোধ আইনের দাবি তুলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিতর্কের শেষ পর্বের বক্তা হিসেবে বিরোধী দলনেতা এ ব্যাপারে দৃঢ় সওয়াল করেন।কিন্তু অর্থাভাব, সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবীর স্বল্পতা, পুলিশের একাংশের সদিচ্ছার পরিকাঠামো-নানা সীমাবদ্ধতায় পশ্চিমবঙ্গে হোঁচট খাচ্ছে লাভ জিহাদের সঙ্গে ল।াই। লড়াকু যোদ্ধা হিসাবে গ্রামবাংলার নানা জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছেন ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর মত কিছু নিবেদিত প্রাণ। তাঁর কাছে বিশদ জানলেন এই প্রতিবেদক (শুক্রবারের কিস্তির পর)।প্রশ্ন- লাভ জিহাদের সঙ্গে লড়াইয়ে পুলিশের ভূমিকা কীরকম?উঃ- কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাই। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ যথেষ্ট সংখ্যায় মেলে না। ফলে আমরা সুফল পাইনা। আবার অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ মোটেই তপর হয় না। সায়নী ঘোষ (নাম পরিবর্তিত) নামে এক কিশোরীকে ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে বানানো হয় শবনম সিদ্দিকা। ওর পুত্র সন্তান জন্মের পরেই লাভ জিহাদি সাবির শেখ মুম্বই রওনা দেয়। সায়নীর উপর শুরু হয় শ্বশুর ও কাকার যৌন নির্যাতন। পালা করে ওঁরা ধর্ষণ শুরু করেন। মাস তিন ধরে সায়নী নানা ভাবে তাঁর বিধবা মা'র কাছে উদ্ধারের আবেদন জানান। ওঁকে দরজায় তালা মেরে রাখা হত।কালনা থানার আধিকারিকদের কাছে মেয়েটির মা দরখাস্ত করে মেয়েটিকে উদ্ধারের দাবি জানান। ফোনে লাউড স্পিকারে মেয়েটি তাঁর বক্তব্য জানান পুলিশ আধিকারিককে। তবু নতুন বি.এন.এস আইনের বাধ্যবাধকতা তুলে ওই পুলিশ আধিকারিক মেয়েটির মায়ের সঙ্গে একজন সিভিক বা ভিলেজ পুলিশ পাঠাতেও অস্বীকার করেন।আমি থানায় গিয়ে পুলিশকে বলি, ঠিক আছে, আপনাদের যাওয়ার দরকার নেই, আমরা তিরিশ জন তৈরি হয়েই এসেছি। হিন্দু মেয়ে আমি নিয়ে যাবো। তাতে যদি রক্তপাত হয়, হবে। এই কথা বলে আমি থানা থেকে বার হয়ে চারটি গাড়ি নিয়ে রওনা দিই। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও অ্যাডিশনাল হেড কোয়ার্টারস্কেও জানানো হয়। এই হুমকিতেই কাজ হয়।এর পর এক গাড়ি পুলিশ আমাদের সঙ্গী হয়। রাস্তা থেকেও একটি টহলদার গাড়িও যোগ দেয়। মাত্র পনেরো মিনিটের অপারেশন সফল হয়। মুসলিম মহিলারা ঘিরে ফেলে পথ আটকানোর চেষ্টাও করে। কিন্ত পুলিশের সংখ্যা বেশি থাকায় সফল হয় নি।উদ্ধারের পর পুলিশ মাঝ রাস্তায় আমাদের বুদ্ধি দেয়, আপনারা যেখানে খুশি যান, থানায় যাওয়ার দরকার নেই। ইতিমধ্যেই বাইকে করে ওদের জনা পনেরো আমাদের ফলো করা শুরু করে দিয়েছে। আমরাও নন্দাইঘাট ব্রিজে গাড়িগুলো ও যাত্রীদের অদলবদল করে চারদিকে রওয়ানা দিলাম। আমি, সায়নী, ওর শিশু সন্তান (বলরাম নাম রাখবো) ও ওর মা 'কে নিয়ে বহরমপুর চলে আসি। পরদিন ওকে বহরমপুরের স্থানীয় ঠিকানা দিয়ে খোরপোষ, যৌন নির্যাতন, তালাক সহ সব অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় বহরমপুর কোর্ট মারফত।

মানসিক তা থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেটা গুরুত্বপূর্ণঃদীপিকা পাড়ুকোন

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বোর্ড পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের মনোবল বাড়াতে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় দীপিকা বলেছেন, মানসিক চাপ হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এটি জীবনের একটি অংশ। আমরা কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করবো, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরীক্ষা এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে ধৈর্য থাকা গুরুত্বপূর্ণ, আমরা কেবল তাই করতে পারি যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, আমরা ভাল ঘুমাতে পারি, ভালভাবে হাইড্রেট করতে পারি, ব্যায়াম করতে পারি এবং ধ্যান করতে পারি।বুধবার পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় দীপিকা বলেছেন, আমি খুব দুষ্টু শিশু ছিলাম। আমি সবসময়ই পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপে আগ্রহী ছিলাম। আমি ফ্যাশন, নাচ এবং খেলার দিনের জন্য খুব উদগ্রীব থাকতাম... আমি ভাগ্যবান যে আমার বাবা-মা ভালো নম্বরের জন্য আমাকে চাপ দেননি। আমি অভিভাবকদের বলতে চাই, নিজেদের সন্তানের সম্ভাবনাকে চিনতে হবে।

গুরু রবিদাস জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা রাষ্ট্রপতির, শুভকামনা ধনখড় ও মোদীর

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ গুরু রবিদাস জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার এক্স বার্তায় রাষ্ট্রপতি এক বার্তায় জানান, রবিদাস মানব সেবাকে নিজের লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। তিনি ধর্ম তথা জাতিগত ভেদাভেদ দূর করার জন্য কাজ করেছেন। তিনি গুরু রবিদাসজীর শিক্ষা অনুসরণ করে উন্নত দেশ গঠনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় গুরু রবিদাস জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভ কামনা জানান। এক্স বার্তায় তিনি লেখেন, মহান সন্ত কবি ও সমাজ সংস্কারক গুরু রবিদাসজী জাতিগত ভেদাভেদহীন সমাজের কল্পনা করেছিলেন। তাঁর আদর্শ আমাদের সামাজিক একতা ও সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশ গঠনে প্রেরণা জোগায়।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্ত গুরু রবিদাসজীর জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এক্স বার্তায় তিনি লেখেন, সেবা, সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধের ভাবনা নিয়ে তাঁর বার্তা সমাজের পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল শ্রেনীর জনগণের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য, সন্ত রবিদাস জয়ন্তী বুধবার, সদগুরু রবিদাস ভারতের একজন মহান সন্ত, কবি, সমাজ সংস্কারক ও ঈশ্বরের অনুগামী ছিলেন।

ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে গেছেন, চন্দ্রিকা ট্যান্ডনকে অভিনন্দন শাহর

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃভারতীয়-আমেরিকান ব্যক্তিত্ব চন্দ্রিকা ট্যান্ডন গ্র্যামি জিতেছেন। গত মঙ্গলবার তাঁর এই সাফল্যে অভিনন্দন জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু গত সোমবার রাতে এক্সবার্তায় লিখেছেন, চন্দ্রিকা ট্যান্ডন জিকে তাঁর মাস্টারপিস মিউজিক অ্যালবাম, 'ত্রিবেণী'-র জন্য গ্র্যামি জেতায় অভিনন্দন। আপনি মানবতার আত্ম-আবিষ্কারের পথ হিসাবে ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে গেছেন। এটি আপনার জন্য পরিপূর্ণতার দিন এবং আমাদের কাছে গর্ব ও আনন্দের দিন।সত্তর বছর বয়সি সঙ্গীতশিল্পী চ্যান্ট অ্যালবাম বিভাগে পুরস্কৃত হন। 'ত্রিবেণী' অ্যালবামের জন্য প্রথম গ্র্যামি জেতেন চন্দ্রিকা। এই বিভাগে মনোনয়ন ছিল রিকি কেজের ব্রেক অব ডন, রিউচি সাকামোতোর 'ওপাস', রবি শংকর কন্যা অনুষ্কার 'চ্যাপ্টার টুঃহাউ ডার্ক ইট ইজ বিফোর ডন' এবং রাধিকা ভেকারিয়ার ওয়ারিয়র্স অব লাইট'। গ্র্যামি জয়ী চন্দ্রিকাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।প্রসঙ্গত, চন্দ্রিকা কৃষ্ণমূর্তি ট্যান্ডন (জন্ম ১৯৫৪) একজন ভারতীয়-আমেরিকান ব্যবসায়ী, সমাজসেবী এবং সঙ্গীত শিল্পী। তিনি ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানিতে নির্বাচিত প্রথম ভারতীয়-আমেরিকান মহিলা হিসেবে তাঁর ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য পরিচিত। ২০১৫ সালে চন্দ্রিকা এবং তাঁর স্বামী রঞ্জন ট্যান্ডন, এনওয়াইইউ পলিটেকনিক স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ১০০ মিলিয়ন ডলার দান করেন। প্রতিষ্ঠানটি এনওয়াইইউ ট্যান্ডন স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং নামে পরিচিত। ওই পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও ভারতীয় আমেরিকানের সবচেয়ে বড় অনুদান। ট্যান্ডন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ বিষয়ক প্রেসিডেন্টের কাউন্সিল এবং বার্কলে কলেজ অফ মিউজিক-এ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি নিউ ইয়র্ক একাডেমি অফ সায়েন্সেসের বোর্ড অফ গভর্নরস-এও রয়েছেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন উত্তরাখণ্ডের ডিজিপি

দেরাদুন, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরাখণ্ডের ডিজিপি দীপম শেঠ গত মঙ্গলবার রাজভবনে রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরমিত সিং (অবসরপ্রাপ্ত)-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।জানা গেছে,রাজ্যপাল রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ডিজিপির থেকে বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। এছাড়াও, রাজ্যের সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়।

গাজিয়াবাদে বাতিল সামগ্রীর গুদামে আগুন, আয়ত্তে আনল দমকল

গাজিয়াবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি বাতিল সামগ্রীর গুদামে। বুধবার ভোররাত ২.১০ মিনিট নাগাদ গাজিয়াবাদের ভোপুরার কাছে বাতিল সামগ্রীর গুদামে আগুন লাগে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা গুদাম আগুনের লেলিহান শিখার কবলে চলে যায়। দমকলের ৯টি ইঞ্জিনের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।চিফ দমকল অফিসার রাহুল পাল বলেছেন, বুধবার ভোররাত ২.১০ মিনিট নাগাদ সাহিবাবাদ দমকল দফতরে জানানো হয়, ভোপুরার কাছে বাতিল সামগ্রীর গুদামে আগুন লেগেছে। কাঠ ও বাতিল সামগ্রী থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং দমকলকর্মীরা চারদিক থেকে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। আবাসিক এলাকার কাছাকাছি থাকার কারণে, ক্রমাগত পাম্পিং-সহ আগুন যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

মহাকুম্ভের ৩১-দিন, ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান ৪৬.২৫-কোটির বেশি ভক্তের

প্রয়াগরাজ, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে বুধবার ৩১-তম দিনে পা।ল মহাকুম্ভ মেলা। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে বুধবার পুণ্যস্নান করেছেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীরা। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে তৃতীয় অমৃত স্নান করেছেন ভক্তরা। এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন ৪৬.২৫ কোটির বেশি ভক্ত।উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, টানা ৪৫ দিন ধরে। মহাকুম্ভে এই নিয়ে তিনটি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। মাঘী পূর্ণিমায় অমৃত স্নান উপলক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। আকাশ থেকেও চলছিল নজরদারি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৩০মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহঃবার, ইংরেজীঃ১৩ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ মাঘ, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২২ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৬ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বা।ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বা।বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু'দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, বুধবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৪মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২৯মিনিট

আচার্য সত্যেন্দ্র দাসের প্রয়াণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সুকান্ত মজুমদারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়াত অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস। বুধবার লখনউয়ের পিজিআই-তে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, পরম রামভক্ত, অযোধ্যা শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরের মুখ্য পূজারী আচার্য্য সত্যেন্দ্র দাস মহারাজের আকস্মিক প্রয়াণে আমি মর্মাহত। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি। তাঁর শোকসন্তপ্ত শিষ্যমণ্ডলী এবং অনুরাগীদের সমবেদনা জানাই। মহন্তজীর প্রয়াণে আধ্যাত্মিক জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। আমি তাঁর উদ্দেশ্যে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

রায়মঙ্গল নদীতে ধরা পড়ল ৭৫ কেজি ওজনের শঙ্কর মাছ!

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ মৎস্যজীবীর জালে ধরা পড়ল ৭৫ কিলোগ্রাম ওজনের শঙ্কর মাছ! বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদী থেকে ধরা পড়েছে মাছটি। মৎস্যজীবী প্রদীপ হালদারের জালে ধরা পড়ে এই বিশাল আকারের শঙ্কর মাছ। গত তিনদিন আগেও একটি বড় শঙ্কর মাছ ধরা পড়েছিল রায়মঙ্গল নদী থেকে। কিন্তু এদিনের মাছটির মতো ছিল না সেটি। এই ধরনের মাছ দেখে সকলেই হতবাক। মৎস্যজীবী প্রদীপ হালদার শঙ্কর মাছটি নিয়ে গিয়েছিলেন বাঁকড়া মৎস্য বাজারে। সেখানে মাছটিকে দেখতে রীতিমতো ভিড় জমে যায়। ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে শঙ্কর মাছটি।

শিয়ালদহে লোকাল ট্রেনে আগুনের ফুলকি! প্রভাব পড়েনি পরিষেবায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ঘড়ির কাঁটায় ভোর তখন ৪.০৮ মিনিট। শিয়ালদহ স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটি খালি লোকাল ট্রেন। যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখনই আচমকা আগুন! আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রেলকর্মীরা। জানা গিয়েছে, ওই লোকালের প্রথম কামরার উপরের প্যান্টোগ্রাফ, ওভারহেডের তারে স্পর্শ করতেই আগুনের ফুলকি দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। যদিও কামরায় কোনও যাত্রী ছিলেন না। ৪টে ১১ মিনিটে ওই রেকটিকে কারসেডে নিয়ে যাওয়া হয়। তার বদলে নতুন রেক নিয়ে আসা হয়। কোনও ট্রেন বাতিল হয়নি। পরিষেবাও স্বাভাবিক ছিল বলে জানিয়েছে রেল। অনুমান, প্যান্টোগ্রাফ ও ওভারহেডের মাঝে কোনও পাখি বসেছিল। তার ফলে এই ঘটনা ঘটে।

ত্রিবেণীতে কুম্ভমেলা, মাঘী পূর্ণিমায় শাহি স্নান পুণ্যার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী ত্রিবেণীতে শুরু হয়েছে কুম্ভমেলা। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে সেখানে। বিভিন্ন মঠের মহারাজ ও সাধুসন্তরা কুম্ভস্নান করতে ত্রিবেণীতে আসতে শুরু করেন মঙ্গলবার থেকেই। মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে বুধবার ভোর থেকেই শাহী স্নান করেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীরা। ত্রিবেণী তিন দিন ধরে চলবে এই মহোসব। ত্রিবেণী কুম্ভমেলার চতুর্থ বর্ষের সূচনা হয়েছে মঙ্গলবার। এখানে আয়োজন করা হয়েছে নগরকীর্তন, শক্তিপীঠ পরিক্রমা, রুদ্র অভিষেক, রুদ্র মহাযজ্ঞ, শিব সহস্র নাম, সাধু প্রবচন ও ধর্মসভার। সপ্তর্ষি ঘাটে সন্ধেয় হবে গঙ্গা আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাগা সাধুদের আখড়াও হয়েছে ত্রিবেণীতে।

ফের সক্রিয় ইডি, রেশন দুর্নীতি মামলায় হাওড়ার হানা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় আবারও তপর প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)। এই দুর্নীতি মামলার তদন্তে বুধবার সকাল থেকে তল্লাশি অভিযানে নেমে পড়েছেন ইডি-র আধিকারিকেরা। হাওড়ার অন্তত তিন জায়গায় হানা দিয়েছেন তাঁরা। নজরে রয়েছে ব্যবসায়ীদের বাড়ি এবং গুদামও। বুধবার সকালে ইডি-র একাধিক দল বেরিয়ে পড়ে কলকাতার দফতর থেকে। সকাল সকালই তাদের একটি দল পৌঁছে যায় হাওড়ার জগবল্লভপুরের দক্ষিণ সন্তোষপুরে কৃষ্ণপদ মাল নামে এক ধান ব্যবসায়ীর বাড়িতে। অন্য একটি দল হানা দেয় তাঁর গুদামেও। এছাড়াও, হাওড়ার একটি সমবায় সমিতিতেও চলছে ইডি-র অভিযান। আবার হাওড়ার শ্যামপুরের সসাটিতে ব্যবসায়ী পার্থেন্দু জানার বানিতেও তল্লাশি অভিযান চলছে বলে খবর।

বিজেপির দিল্লি জয়ের নেপথ্য কারিগর আরএসএস

শুভঙ্কর দাস ঃ আয়তনের নিরিখে ছোট ও মর্যাদার মানদণ্ডে আধা রাজ্য হলেও দিল্লির গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষমতার কেন্দ্রে বিরাজ করার জন্য সর্বদা প্রচারের আলোয় থাকা দিল্লিকে জয় করাটা সর্বদাই জটিল। দিল্লিতে শেষবার যখন বিজেপি ক্ষমতায় ছিল তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম জ্যোতি বসু। তৃণমূল কংগ্রেস তখন রাজনীতির আঙিনায় সদ্যোজাত। গত ২৭ বছরে বহু চেষ্টা করেও দিল্লিকে জয় করতে পারেনি বিজেপি। অথচ দিল্লির ভৌগলিক অবস্থান উত্তর ভারত। সেই উত্তর ভারত যা বিজেপির শক্তিশালী রাজনৈতিক গড় বলে পরিচিত। কিন্তু মদনলাল খুরানা, বিজয় কুমার মালহোত্রার মতো দিল্লির আঞ্চলিক বিজেপি নেতারা বারেবারে পর্যদুস্ত হয়েছে কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিতের কাছে। এমনকি সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলির মতো জাতীয়স্তরে সফল রাজনীতিবিদরা দাগ কাটতে পারেনি দিল্লির রাজনীতিতে। প্রথম দিকে রাজনৈতিক মহল মনে করত দলের অভ্যন্তরে অন্তকূলহের কারণে কংগ্রেসের কাছে হেরেছিল বিজেপি। পরবর্তী সময়ে মনে করা হতো শীলা দীক্ষিতের রাজনৈতিক দক্ষতা ও কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারেনি বিজেপি। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় ইউপিএ জমানায় একের পর এক দুর্নীতি অভিযোগকে হাতিয়ার করে নিজের দিকে সমর্থন আদায় করে নিতে সক্ষম হয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। এর আগের বিধানসভা নির্বাচনে চিকিৎসক ডাঃ হর্ষবর্ধনকে সামনে রেখেও ভোটের ময়দানে কল্কে পায়নি বিজেপি। ফলে এ বার নিঃসন্দেহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক জীবনে এই জয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অন্যদিকে ২০১৪ থেকে এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে দলের প্রসারে সফল হয়েছে বিজেপি। কিন্তু ঘরের কাছে দিল্লি জয় অধরা থাকার কারণে একটা আফসোস তো ছিল। অবশেষে তা দূর হল। বিজেপির এ বারের জয়ের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল আরএসএস। হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদের চেনা বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আরএসএসের স্বয়ংসেবকেরা দিল্লির ভেঙে পড়া সরকারী পরিষেবা, আর্থিক বঞ্চনা এবং আপ সরকারের দুর্নীতি জনগণের কাছে তুলে ধরেছে। গোটা দিল্লিজুড়ে চার লক্ষের বেশি ড্রয়িংরুম বৈঠক জনগণের সঙ্গে করেছে আরএসএস। দিল্লির ১১২৩টি বস্তিতে বিধানসভা নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই প্রচার চালিয়ে গেছে স্বয়ংসেবকেরা। দিল্লির বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, পরিশোধিত পানীয় জলের অভাব, বিদ্যুৎ, বস্তিগুলোর বেহাল পরিকাঠামো, বায়ু দূষণ, দূষিত হয়ে যাওয়া যমুনা, বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা আরএসএসের প্রচারে প্রাধান্য পেয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিলাসিতায় পূর্ণ জীবনের ছবি সফল ভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরতে পেরেছে আরএসএস। উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লির বস্তি অঞ্চল হচ্ছে আপের গুরুত্বপূর্ণ ভোটব্যাঙ্ক। এর আগের বিধানসভা নির্বাচনে এই অঞ্চলগুলোর থেকেই বিপুল ভোট পেয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেখানেই এ বার শুরু থেকেই সম্পর্ক, প্রবাস ও প্রচার এই তিন লক্ষ্যকে পাথেয় করে কাজ করে গিয়েছে স্বয়ংসেবকেরা। আপ আদতে দুর্নীতিতে মত্ত। আপ যে আপদ। সেটা বিভিন্ন বুথস্তরের প্রচারে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে আরএসএস। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, কার্যালয় সহ জনগণের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে স্বয়ংসেবকেরা। এ ছাড়াও ভারতীয় মজদুর সংঘ, সেবা ভারতী মতো সংগঠনগুলো প্রচারের কাজ করে গিয়েছে। অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব নিয়ে যে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছিল, তা বিজেপির দিল্লির জয়ের পর মলিন হয়ে গেলো। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট যে ভাবে বিজেপির অজেয় ভাবমূর্তিকে টক্কর দিয়েছিল তাতে মনে করা হচ্ছিল মোদী জমানার পতন শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও দিল্লি জয় করে আবার জনসমর্থনের হওয়া নিজেদের দিকে করতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের এই সাফল্যের পেছনে আরএসএসের অনবদ্য অবদান রয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস ২০১৪ পর থেকে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন মিলিয়ে দিল্লির থেকে শুধু শূন্যই পেয়েছে। ফলে তার রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে উঠে গিয়েছে প্রশ্ন। রাজ্যগুলোর বিধানসভা নির্বাচনগুলোতে ভাল ফল করতে না পারলে তার নেতিবাচক প্রভাব দলের আগামী লোকসভা নির্বাচনে ফলে পড়তে বাধ্য সেটা রাহুল গান্ধী কবে বুঝবেন। লোকসভা ছাড়াও প্রতিটি রাজ্যে ইন্ডিয়া জোট ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রার্থী না দিলে আগামীতে বিজেপিকে রোখা মুশকিল। কারণ বিজেপির আরএসএস রয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের এমন কেউ নেই। ফলে একেবারের বুথস্তর থেকে মানুষের পাশে থেকে প্রচার না করলে এবং জোটধর্মপালন না করলে দৃষ্টান্তমূলক রাজনৈতিক সাফল্য আগামীতে কংগ্রেস পাবে না।

যোগী প্রশাসনের অপদার্থতার নজির

সমীর দাস ঃ যোগীপ্রশাসনের অপদার্থতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার হাতেনাতে প্রমাণ মিলল আবারও। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের পথে রেকর্ড গড়ল যানজট। টানা ৩০০কিমি ধরে ট্রাফিক জ্যাম, ভাবা যায়? গাড়ি-বাস-ট্রাক সহ নানা মাপের যানবাহনের দীর্ঘসারি যেন মিশে গিয়েছে দিগন্তে। মনে হতে পারে অন্তবিহীন সরিসৃপ। তথ্যবিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের বৃহত্তম যানজটের সাক্ষী হল যোগীরাজ্য। বিধ্বস্ত তীর্থযাত্রীদের জটলা থেকেও ভেসে আসছে একই মন্তব্য। শুরুটা অবশ্য বসন্ত পঞ্চমী থেকেই। এই ভয়াবহ যানজটের জন্য স্বাভাবিকভাবেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে যোগী সরকারের অপদার্থতার দিকে।ভুক্তভোগীরা জানাচ্ছেন, অনেকেই আটকে রয়েছেন ৪৮ ঘন্টা ধরে। কারও বা অভিজ্ঞতা, ৫০ কিমি পার হতে লেগেছে ১২ ঘন্টা। বারাণসী, কানপুর, লখনউ ছাড়াও প্রভাব পড়েছে পাশের রাজ্য মধ্যপ্রদেশেও। প্রশ্ন উঠেছে, মহাকুম্ভে কোটি মানুষের ভিড়ের সম্ভাবনার কথা কি

উত্তরপ্রদেশের গেরুয়া প্রশাসনের অজানা ছিল? হর্ন-চিকারের মাঝে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ক্লান্ত-শ্রান্ত পুণ্যার্থীদের করুণ অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মহাকুম্ভ সামলানোর মতো পরিকাঠামো বা পারদর্শীতা কোনওটাই নেই ডবল ইঞ্জিন সরকারের। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়, যানজট সামলে তীর্থযাত্রীদের প্রয়াগরাজে পৌঁছানোর পথ পরিষ্কার না করে পুলিশ বলছে, আর এগবেন না । বাড়ি ফিরে যান। কয়েকদফার আগুন, পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার পরে মহাকুম্ভ-পরিচালনায় সত্যিই আরও এক বড় ব্যর্থতা। সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের মতে, মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সমাধান করা উচিত ক্ষুধার্থ, তৃষ্ণার্ত তীর্থযাত্রীদের যন্ত্রণাকে।

দক্ষিণ কলিকাতার উৎপত্তিস্থল ব্রিটিশ আমলেই

দুরন্ত বার্তা বিশেষ প্রতিবেদনঃ মাত্র বছর দেড়েক তখন হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমেছে, বিনয় কৃষ্ণ বসুর বয়স বারো, সুভাষ চন্দ্র বসু তখনও কংগ্রেসে যোগ দেননি, মান্না দে-র বয়স সবে এক বছর, সত্যজি রায়ের জন্ম হয়নি। ভবানীপুরের দক্ষিণে সামান্য কিছু বসতি তৈরী হয়েছে। কালীঘাটে আগত দর্শনার্থীরা বলেন আদি গঙ্গার পাড়ে দাঁড়ালে দূর থেকে নাকি বন্য জন্তুর হুঙ্কার শোনা যায় এখনও। অবশ্য ডাকাত আর এখন তেমন নেই। তবে শ্বাপদের ভারী দাপট। কলকাতা শহর দিন দিন ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে, তাই বন জঙ্গল কেটেই কলকাতার বসতি বাড়াতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলেন বৃটিশ গভর্নর জেনারেল জর্জ কার্জন ওরফে লর্ড কার্জন। কলকাতার রাস্তাঘাট, জলের ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী বানানো এবং তা রক্ষণাবক্ষেণের জন্য ১৯১২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট' বা সি.আই.টি.। রক্ষণাবক্ষেণের পাশাপাশি চলতে থাকল কলকাতা সম্প্রসারণের কাজও। নতুন নতুন জমি খোঁজার কাজ, যেখানে বসতি গড়া যায়। কালীঘাট মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি ঘন জঙ্গল বেছে নেওয়া হল। এই জঙ্গলের পাশ থেকে চলে গেছে ইংরেজদের তৈরী ব্রডগেজ রেললাইন যা আরও দক্ষিণে বজবজে যায়। বৃটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিল এই অঞ্চলটাকেই কেটে সাফ করে বাসযোগী করে তুলতে হবে। কিন্তু সে-জঙ্গল এত গভীর, তা সাফ করতে গেলে বছরের পর বছর সময় লেগে যাবে। তাই ঐ জঙ্গলের দক্ষিণ দিকে, মানে রেল লাইনের অপরদিকে , যেখানে রয়েছে বিরাট বিরাট সব জল, ঠিক হল ঐ জলা ভরাট করেই বসতি হবে। জঙ্গল কেটে পরিস্কার করার থেকে মাটি ফেলে জলা ভরাট করা অনেক সহজ কাজ। কিন্তু জলা ভর্তি করতে যত মাটি লাগবে তা পাওয়া যাবে কোত্থেকে? তাই, জঙ্গল থেকে প্রথমে জঙ্গলের গাছ কেটে মাঠ বানানো হল, আর তারপর সেখান থেকে মাটি কেটে জলা ভর্তির কাজ চলল। মোট তিয়াত্তর একর জায়গা বেছে নেওয়া হলো কাটার জন্য। মাটি কাটার দায়িত্ব দেওয়া হলো সি.আই.টি.-র এক পদস্থ কর্মচারী সেসিল হেনরি বমপাসকে। হাজার খানেকের ওপর লোক নিয়োগ করা হল মাটি খননের জন্য। এই রাজ্যের লোক তো বটেই, পাশের রাজ্য বিহার থেকেও লোক নিয়ে আসা হল দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য। এদিকে এই জঙ্গলের মাঝবরাবর একটি ছোট্ট মসজিদ ছিল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই মসজিদটা তৈরি করা হয়েছিল ১৮৮৪ সালে। মসজিদটি অক্ষত রেখে তার চারিদিক থেকে মাটি কেটে নেওয়া হল। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এই বিশাল জঙ্গলের মাঝে তৈরী হয়ে গেল মনুষ্য নির্মিত এক বিশাল জলাশয়। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল অজস্র কঙ্কাল। কলকাতার ঠগি আর ডাকাতদের কথা কে আর না শুনেছেন। সঙ্গের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে খুন করে জঙ্গলে লাশ পুঁতে দেওয়া ছিল তাদের বাঁ হাতের কাজ। আর পাওয়া গেল বেশ কয়েকটি কামান। যেহেতু সেসিল বমপাসের তত্বাবধানেই এই জলাশয় তৈরি হয়েছিল, তাই জলাশয়টির নাম দেওয়া হল বম্পাস লেক। ঠিক যেমন উইলিয়াম টলি নতুন করে আদি গঙ্গা সংস্কার করেন বলে তাঁর নামেই সেই স্থানের নামকরণ করা হয় টলিগঞ্জ। লেক সংলগ্ন অঞ্চল বলে মাটি বুজিয়ে রেল লাইনের পাশের যে জায়গাটা বাসযোগ্য করে তোলা হল তার নাম রাখা হলো লেক কলোনি। এখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যদের একটি ছাঁউনি বা ব্যারাক বানানো হয়েছিল। তখন একে কলোনিই বলা হতো। সিরাজ-উদ-দৌল্লার মৃত্যুর পরে, বাংলার নবাব মির-জাফরের কাছ থেকে পঞ্চান্নটি গ্রাম খুবই সামান্য অর্থের বিনিময়ে কিনে নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এই গ্রামগুলোকে বলা হত ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম। এই পঞ্চান্নখানি গ্রামের তেত্রিশটি ছিল কলকাতায় আর বাকিগুলো হানা এবং হুগলিতে। হাওড়ার বেতড়, সালকিয়া এসব জায়গা ছিল এই পঞ্চান্ন গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ওপরে সেই পঞ্চান্নগ্রামের একটি ছোট্ট অংশ এখনও নাম অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গেছে। এই গ্রামগুলোর একটিতে ছিল বিরাট বালির বাজার।' ডিচ' ভরাট করতে এখান থেকেই বালি নিয়ে যাওয়া হতো। বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের শাসনকালে বর্গী, অর্থাৎ মারাঠারা কলকাতা আক্রমণ করবে এইরকম একটা খবর রটে যায়। তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সেই ১৭৪২ সালে, কলকাতাকে কেন্দ্রে রেখে তার চারিধারে পরিখা তৈরির কাজ শুরু হয়। পরিখা কাটার কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু মারাঠারা আর আসবে না জানার পরে এই কাজ আর শেষ করা হয়নি। ১৭৯৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আবার এই পরিখা বুজিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময় পঞ্চান্নগ্রামের ওই বিশেষ গ্রাম থেকে বালি আনিয়ে মারাঠা ডিচ বুজিয়ে ফেলা হলো। সেই বুজিয়ে ফেলা পরিখা আজকের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড। এদিকে বালি বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় গ্রামের বাসিন্দারা বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। গ্রামে বেশ কিছু কোঠা বানি উঠল। বালির সওদা হয় বলে গ্রামের নাম রাখা হয়েছিল বালিগঞ্জ উচ্চারণ করা হত বালিগঞ্জো। ইংরেজরা ১৮৬২ সালে শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং অবধি রেল চলাচল ব্যবস্থা চালু করে দেয়। যাতায়াতের সুবিধার্থে সমৃদ্ধ গ্রাম বালিগঞ্জে একটি স্টেশন বানায় তারা। এরও আঠাশ বছর পরে ১৮৯০ সালে বালিগঞ্জ থেকে ডানদিকের জলা আর জঙ্গলের পাশ থেকে পাতা হলো নতুন ট্রেন লাইন, বজবজ পর্যন্ত। উল্লেখ্য এই রেলপথ দিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে আমেরিকা ভ্রমণ সেরে কলকাতা ফেরেন। বালিগঞ্জ সমৃদ্ধ গ্রাম হওয়াতে সেখানে বড় বড় জমিদার, ধনী লোকেরা বিঘে বিঘে জমি কিনে তাঁদের বাগান বাড়ি তৈরি করতে শুরু করলেন। প্রমোদভবন আরকি। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরাও এখানে বাগানবাড়ির তৈরী করলেন। তাঁদের সেইসব বিরাট বিরাট বাগানওয়ালা বাড়িগুলোর নামের সঙ্গে একখানা করে গার্ডেন জুড়ে দেওয়া হতো। এইরকমই একটি বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন তদানীন্তন জেলা শাসক জর্জ ম্যান্ডেভিলা। তাঁর বাগানবানির নাম হলো জর্জ ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন। আজকের ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন। এরকম আরেকটি বাগানবাড়ি ছিল কর্ণেল গিলবার্ট আয়রনসাইডেরও। তবে আজ আর আয়রনসাইড গার্ডেন নেই, বর্তমান নাম আয়রনসাইড রোড। এদিকে চারিদিকে এত ' - গার্ডেন' দেখে লেক কলোনির বাসিন্দারা বললো তারাও লেক কলোনি নাম নেবে না। কলোনি নাম তাদের পছন্দ নয়। তাদেরও' নাম চাই। তখন লেক কলোনির পরিবর্তে স্থানটির নাম রাখা হল লেক গার্ডেন্স। লেকগার্ডেন্সে ছোট্ট জনপদ তৈরী হতেই ইংরেজ সরকার তখনকার নামি ব্যবসায়ী মঙ্গনিরাম বাঙুরকে দায়িত্ব দিল সেই জনপদের আরও দক্ষিণ দিক বাসযোগ্য করে তোলার। মঙনিরাম তা-ই করলেন। সেই অঞ্চলেও গড়ে উঠল বসতি। টিপু সুলতানের পরিবারের সদস্যরাও সেখানে খাপছাড়া ভাবে বসবাস করতেন। মঙনিরাম সাজিয়ে তুললেন অঞ্চলটা। আজকের এম.আর. বাঙুর হাসপাতাল তাঁর নামেই। আর সেই বমপাস লেকের নাম হয় ঢাকুরিয়া লেক, বর্তমানের রবীঃদ্র সরোবর। বমপাসের নাম ইতিহাস থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি লোকে তাঁকে মনে না রাখলেও একটি রাস্তা তাঁর নামে রয়ে গেছে। দেশপ্রাণ শাসমল রোড থেকে সাদার্ন এভিনিউতে ঢুকে একটু এগোলেই বাঁ-হাতে পেয়ে যাবেন বমপাস রোড। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে কিরণশঙ্কর রায় রোড দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে লেক মার্কেট।

সুফল বাংলা বিপণির শুভ উদ্বোধন

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিজ বিপণন বিভাগের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ এগ্রি মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেডের অধীন সুফল বাংলা বিপণির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়া পৌরসভা প্রঙ্গনে। সুফল বাংলা বিপণির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল, উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাষক মানষ কুমার মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য,উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আকবর সেখ প্রমুখ।

জগবল্লভপুরে শাসক-বিরোধী তরজা

সুমন আদক, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিকের পরীক্ষা চলাকালীন 'মাইক বাজিয়ে' যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রক্তদান শিবির ঘিরে শাসক-বিরোধী তরজা ডোমজুড়ে, মাইক ব্যবহার করা হয়নি দাবি উদ্যোক্তাদের। এবার মাইক বিতর্ক হাও।ার জগবল্লভপুরে। মঙ্গলবার সকালে জগবল্লভপুর বিধানসভার রুদ্রপুর অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ১৮৪ নম্বর বুথের উদ্যোগে ওই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাওড়া জেলা সদরের যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৈলাশ মিশ্রের ছবি টাঙানো ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। গোটা এলাকা তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়। সকাল ১১টা নাগাদ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু তার আগেই একাধিক মাইকে রক্তদান শিবির নিয়ে ঘোষণা চলতে থাকে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রুদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। পঞ্চায়েত প্রধান অঞ্জন ঘুকুকে মাইক চালানোর জন্য মঞ্চ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতেও দেখা যায়। পরে এই নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি দাবি করেন মাইক লাগানো ছিল। কিন্তু চালানো হয়নি। তবে অনুষ্ঠানের সময় মাইক বাজতে দেখা গেছে। সেই ছবি ক্যামেরাবন্দিও হয়। এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। অঞ্জন ঘুকু বলেন, 'যেহেতু সরকারের নির্দেশ আছে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন কোনও অনুষ্ঠানে মাইক ব্যবহার করা যাবে না সেই জন্য আমি বলেছিলাম মাইক বন্ধ করে যাতে অনুষ্ঠানটা করা যায়। মাইক লাগানো হয়েছিল। কিন্তু মাইক বন্ধ ছিল। আমি বলেছি মাইক না বাজিয়ে যাতে অনুষ্ঠানটা করা যায়।' এদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে মাইক বাজানোর জন্য তৃণমূলের কঠোর সমালোচনা করা হয় এদিন। ভারতীয় জনতা পার্টির জগবল্লভপুর ৪ নম্বর মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ মন্ডল বলেন, 'তৃণমূল সরকারের আমলে আজকে বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট হতে বসেছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ রয়েছে মাধ্যমিকের সময় মাইক না ব্যবহার করতে।
অথচ এরা আইন মানে না। হাইকোর্টের নির্দেশকেও এরা অগ্রাহ্য করে। অথচ প্রশাসন নীরব দর্শক।'

দু ঃসাহসিক চুরি হিঙ্গলগঞ্জের সাহেবখালিতে

সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ হিঙ্গলগঞ্জের তিন নম্বর সাহেব খালি এলাকায় নিত্যানঃদ হাই স্কুলের পাশে দু ঃসাহসিক চুরি। পরপর দুটি শিক্ষকের বাড়িতে তালা ও আলমারির শোকেস লকার ভেঙে প্রায়.দুই লক্ষ টাকার গহনা ও নগদ টাকা নিয়ে পালায় দুস্কৃতীরা। দেবব্রত ঘরামী ও কাবির ঘরামী হরি সভায় গান শুনতে যান এবং সেই সময় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগেই এই দু ঃসাহসিক চুরি র ঘটনা ঘটে জানান ওই শিক্ষক।

টোটো চালকদের জন্য নতুন নির্দেশিকা বিধাননগর কমিশনারেটের

দুরন্ত বার্তা, বিধাননগর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ নিউটাউনে ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ-খুনে টোটো চালকের গ্রেফতারির পর টনক নড়ল পুলিশের। টোটো চালকদের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করল বিধাননগর কমিশনারেট। রাস্তায় টোটো নামানোর আগে চালকদের নাম, ঠিকানা-সহ তথ্যপঞ্জি জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট থানায়। টোটোগুলির পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে, পুলিশের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট মিললে তবেই চালানো যাবে টোটো। জানা গেছে, বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেটের এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার টোটো চলাচল করে। এই সমস্ত চালকদের কোনও তথ্য এতদিন পুলিশের কাছে ছিল না। আর তাই রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিটি টোটোচালকদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা শুরু হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে অনলাইনে টোটোচালকদের আধার নম্বর, ইমেল আইডি নাম দিয়ে নথিভুক্ত করতে হবে।

মাঘী পূর্ণিমাতেও লক্ষ লক্ষ পুন্যাথিদের ঢলে সরগম গঙ্গাসাগর

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হয়েছে সবে মাত্র এক মাস হলো। লক্ষ লক্ষ পূর্নাথীর ঢলে সরগরম হয়ে উঠেছিল গঙ্গাসাগর মেলা। মকর সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে পুণ্য স্নানের ঠিক একমাস পরেই মাঘী পূর্নিমাতেও আবারো ভক্তের ঢল নামলো গঙ্গাসাগরে। গঙ্গাসাগরের পবিত্র জলে একবার স্নান করে পুন্য লাভের আশায় আবারো মানুষ ছুটে এলো গঙ্গাসাগরে। প্রসঙ্গত বলা চলে এই মাঘী পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে কপিলমুনির মন্দির চত্বর সেজে উঠেছিল আলোকমালায়। পুণ্যার্থীদের পারাপারের সুবিধার্থে সকাল থেকেই ভেসেল পরিষেবা রাখা হয়েছিল পর্যাপ্ত। রাস্তার দুই ধারে পসরা সাজিয়ে বসেছিল বিভিন্ন দোকান। বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা চলছিল ভাণ্ডারাও। ছিল আকস্মিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থায়। লট এইট ঘাট, কচুবেরিয়া ও কপিলমুনি মন্দির চত্বরে মতায়েন ছিল যথেষ্ট পুলিশ, ছিল সিভিল ডিফেন্সের টিমও। সকাল থেকেই সাগরের মেলা অফিসে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রয়, জিবিডিএ -এর এক্সিকিউটিভ অফিসার নীলাঞ্জন তরফদার, অডিএম এল এ হারসিমরান সিং, জিবিডিএ -এর চেয়ারম্যান ও সহ-সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি প্রমুখ। জিবিডিএ -র চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মালি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান ১২ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা পর্যন্ত প্রায় ছয় লাখ পুণ্যার্থী মাঘী পূর্ণিমার পুন্য তিথিতে গঙ্গাসাগরের স্নান করে চলে গেছেন, এবং কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার খবর পাওয়া যায়নি।

অবলা নন্দী কে সুস্থ করতে, যুবকদের মানবিক উদ্যোগ প্রশংসা যোগ্য

সৌরভ দাশ, টাকী, ১২ পেব্রুয়ারি ঃ স্বামীজি বলেছিলেন জীবে প্রেম করে যেই জন,সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । শিব জ্ঞানে জীব সেবার মন্ত্র নিয়ে নন্দী কে সুস্থ করতে উদ্যোগ টাকী থুবার যুবকদের। গত বেশ কয়েকবছর ধরে টাকী থুবা মোন ও সংলগ্ন স্থানের মানুষের কাছে পরিচিত একটি মুখ নন্দী। নিজে খাদ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি থুবা বাজারের ব্যাবসায়ী দের দেওয়া আনাজ কিংবা পথচারী বা স্থানীয়দের দেওয়া খাবারেই দিনযাপন করতো নন্দী। তবে বিগত কয়েক মাস যাব শারীরিক অসুস্থতা, তার সুস্থ জীবন যাপন কে ব্যাহত করছিলো। স্থানীয় দের উদ্যোগে তার খাবারের জোগান মিটলেও তার পায়ের গভীর ক্ষতর যন্ত্রনা যেন অনুভব করছিলো সবাই ই।
নন্দীর পায়ের গভীর ক্ষত নিরাময়ে বারকয়েক চেষ্টা করেছেন স্থানীয় রা। তবে প্রতিবারই তা বিফলে গেছে। বারবার হতাশ হলেও নন্দী কে তার সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দিতে ফের উদ্যোগী টাকী থুবার যুবক বৃন্দ। স্থানীয় কিছু যুবকের উদ্যোগে টাকী থুবা সংলগ্ন মাঠে ত্রিপল ও মশারি দিয়ে ঘর বানিয়ে,চিকিসক এনে নন্দীর চিকিৎসা চলছে। চিকিসকের খরচ ও চিকিসা বিষয়ক ওষুধপত্র জোগান দিতে সাধ্যমতো আর্থিক সহযোগিতা করছেন স্থানীয় ব্যাবসায়ী সহ অনেকেই। নন্দী কে সারাদিনের খাবারের জোগান ও দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। হাত বাড়িয়েছেন সব্জী ব্যাবসায়ী থেকে শুভানুধ্যায়ী সকলেই। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আগামী কয়েকমাস ধরে একই জায়গায় রেখে নন্দীর চিকিৎসা চলবে। ইতিমধ্যে তার জন্য অর্থ সংগ্রহ ও চলছে। অবলা নন্দী কে সুস্থ করতে, যুবক দের এই মানবিক উদ্যোগ কে প্রশংসায় ভরাচ্ছেন এলাকার মানুষ।

মাঘী পূর্ণিমায় মাথায় ত্রিবেণীর জল দিলেন তারকা সাংসদ রচনা ব্যানার্জি

হুগলি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী ত্রিবেণীতে শুরু হয়েছে কুম্ভমেলা। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে সেখানে। মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে বুধবার ভোর থেকেই শাহী স্নান করেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী। বুধবার হুগলির ত্রিবেণীর কুম্ভমেলায় উপস্থিত হয়েছিলেন তারকা সাংসদ রচনা ব্যানার্জিও। মাঘী পূর্ণিমায় ত্রিবেণীতে মাথায় জল ছিটিয়ে তারকা সাংসদ বলেন, মহাকুম্ভে স্নান করেছি তাই এখানে মাথায় জল ছিটিয়ে নিলাম। তিনি এও বলেন, ত্রিবেণী কুম্ভমেলার ব্যবস্থা ভাল। সব দফতর মিলে একসঙ্গে কাজ করেছে। তবে ঘাটগুলোর একটু সংস্কারের প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ত্রিবেণীতে তিন দিন ধরে চলবে এই মহোসব। ত্রিবেণী কুম্ভমেলার চতুর্থ বর্ষের সূচনা হয়েছে মঙ্গলবার। এখানে আয়োজন করা হয়েছে নগরকীর্তন, শক্তিপীঠ পরিক্রমা, রুদ্র অভিষেক, রুদ্র মহাযজ্ঞ, শিব সহস্র নাম, সাধু প্রবচন ও ধর্মসভার। সপ্তর্ষি ঘাটে সন্ধেয় হবে গঙ্গা আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা ঃ ২বি, গ্রান্ট লেন, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২
সিনঃ এল৬৫৯৯৯ডব্লুবি১৯৯২পিএলসি৫৫২২৪
ইমেলঃ rfsl.nbfc@gmail.com | ওয়েবসাইট- https://www.rfsl.co.in/

৩১.১২.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির উদ্ধৃতি অর্থ — লক্ষ টাকায়

ক্রম নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষ ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষ ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষ ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষ ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষ ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	১১২.২৭	৭৮.৭৫	৫৫.৯৬	২৬৪.৯৪	১১৬.৯৯	১৮৩.০৯
২.	নিট লাভ (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আয়#)	০.৬৮	(২.৯৯)	৩১.৯৬	২.৮৬	৫১.৪১	৮৩.৯০
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি)(ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে#)	০.৬৮	(২.৯৯)	৩১.৯৬	২.৮৬	৫১.৪১	৮৩.৯০
৪.	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম#)	০.৬৮	(২.৯৯)	৩১.৯৬	২.৮৬	৫১.৪১	৬৪.৭৯
৫.	মোট সমন্বিত সময়কালের জন্য আয় সময়কালের জন্য লাভ (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (করের পরে)	০.৬৮	(২.৯৯)	৩১.৯৬	২.৮৬	৫১.৪১	৬৪.৭৯
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১
৭.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) যেমনটি বিগত বছরের অডিটেড ব্যালেন্স শিটে দেখানো হয়েছে	৪৮৪.২৭	৪৮৪.২৭	৪১৯.৪৯	৪৮৪.২৭	৪১৯.৪৯	৪৮৪.২৭
৮.	শেয়ার প্রতি আয়(প্রতিটি টাকা /-)(চলমান এবং বন্ধ থাকা কার্যক্রমের জন্য) -						
	১. মৌলিক	০.০২	(০.০৮)	০.৮৫	০.০৮	১.৩৭	১.৭৩
	২. মিশ্রিত	০.০২	(০.০৮)	০.৮৫	০.০৮	১.৩৭	১.৭৩

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরে উল্লিখিতটি স্কক্ষক্ষচ্ছ(তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ের জন্য দাখিল করা ত্রৈমাসিক স্বতন্ত্র অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com এবং তালিকাভুক্ত সত্তার ওয়েবসাইটে www.rfsl.co.in-এ পাওয়া যাবে।
২ হিসাব নীতিতে পরিবর্তনের কারণে নেট লাভ / ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক আর্থিক আইটেমের উপর প্রভাব একটি পাদটীকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
৩ -Ind-AS নিয়ম, যেটিপ্রযোজ্য, অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যতিক্রমী এবং /অথবা অসাধারণ আইটেম।
৪ স্ক্যান করে আর্থিক ফলাফল অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। নিচে কিউআর কোড দেওয়া হল বোর্ডের আদেশ অনুসারে

বোর্ডের আদেশক্রমে
রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
ভাদাসেরিল চাকো জর্জেকুটি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ডিনঃ ০৯১৯৪৮৫৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১২ .০২ .২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৭৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৩০ মাঘ, ১৪৩১

দক্ষ অভিনেতা রবি ঘোষ

তাঁর অভিনয়ের ম্যাজিক আজও অটুট। যদিও রবি ঘোষ অভিনেতা নয় জীবনে হতে চেয়েছিলেন একজন বডিবিল্ডার। সারা জীবন সিনেমা, থিয়েটার করলেও প্রথম জীবনে চাকরি করতেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। আসল নাম রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার। সিনেমাপ্রেমীদের অনেকেই সুযোগ পেলে আজও তপন সিংহের 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। সেই ছবিতে ধনঞ্জয় রূপে রবি ঘোষের অভিনয় মুগ্ধ করেছিল দর্শককে। ছবির ঘুণধরা একান্নবর্তী পরিবারটিকে ধনঞ্জয় যেভাবে জাদুবলে পাল্টে দিয়েছিল, ঠিক তেমন করেই রবি ঘোষে ভর করে যেন পাল্টে গেল বাংলা কমেডির স্টাইল। অথচ ব্যক্তি জীবনে ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ, প্রয়োজনের বাইরে একটি কথাও তিনি বলতেন না, রাশভারী গোছের মানুষ ছিলেন। 'গল্প হলেও সত্যি'তে রবি ঘোষ বোঝাতে পেরেছিলেন আসলে তিনি কত উচ্চমানের অভিনয় করতে পারেন। অথবা'গুপী বাইন বাঘা বাইন'-এর বাঘা, সেখানেও রবি ঘোষ দেখিয়েছেন কৌতুকাভিনেতা নন, তাঁকে একজন জাত অভিনেতা বললে অনেকটা কমই বলা হয়। সারা জীবন সিনেমা থিয়েটার করলেও প্রথম জীবনে চাকরি করতেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। কলকাতায় জন্ম, সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক হন। চাকরি করতে করতে মাথায় ভূত চাপল থিয়েটার করবেন। যখন থিয়েটারে বেশ একটু নাম ডাক হয়েছে,বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জীর নজরে পড়লেন। তাঁর দৌলতে রবি ঘোষের প্রথম ছবি 'আহ্বান'। আর 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে কিভাবে অভিনয়ের জোরে ছবির চরিত্রাভিনেতা আসল চরিত্র হয়ে উঠতে পারেন প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দেখে শিখতে পারেন। 'গুপী বাইন বাঘা বাইন' রবি ঘোষের চলচ্চিত্র জীবনের আরেক বড় মাইলস্টোন, সাফল্য তারপরেও অনেক পেয়েছেন, 'অরণ্যের দিনরাত্রি', হীরক রাজার দেশে', 'গুপি বাঘা ফিরে এল', 'পদ্মা নদীর মাঝি'। থিয়েটারে মানুষটি চুটিয়ে কাজ করেছেন। 'গল্প হলেও সত্যি' অনুপ্রেরণায় হিন্দিতে বাবর্চি তৈরি করেছিলেন পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। হিন্দি ছবিতে রবি ঘোষের জায়গায় অভিনয় করেছিলেন রাজেশ খান্না। দর্শক, সমালোচকরা বলেন, বাবুর্চি রাজেশকে বলে বলে দশ গোল দেবেন 'গল্প হলেও সত্যি'র ধনঞ্জয়। একটি কথা মনে হয় বেশ জোর গলায় বলা যায় তপন সিনহা, সত্যজিৎ রায় মশায় সহ হাতে গোনা দু'চারজন যা করতে পেরেছেন অথবা করে দেখিয়েছেন রবি ঘোষকে নিয়ে অসমান্য অভিনয়, অসাধারণ ছবি, তার সিকিভাগ দক্ষতা যদি দেখাতে পারতেন বাংলার অন্য চিত্র পরিচালকরা, হয়ত রবি ঘোষের গায়ে তথাকথিত কৌতুকাভিনেতা, চরিত্রাভিনেতার তকমা লাগত না! বরং বাংলা ছবির সর্বকালের অন্যতম সেরা অভিনেতাদের তালিকায় তিনি থাকতেন বিনা তর্কেই। আসলে রবি ঘোষ নিজেই বুঝতে পারতেন না যে তিনি অতি উচ্চ ধারনের অভিনয় করে চলেছেন। যখন তিনি স্বয়ং ছবিটা দেখতে সিনেমার পর্দায় উপস্থিত হয়ে নিজের অভিনয় দেখতেন তখন তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন এই ধরনের ক্ল্যাসিক্যাল অভিনয় করতে পেরেছেন। বেশির ভাগ সময়ে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে। তিনি গুপী গাইন বাঘা বাইন করতে গিয়ে যে ধরনের অভিনয় দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে তাতে বাংলার দর্শকেরা অবাক হয়ে গিয়েছিলো। রবি ঘোষের অভিনয়ের ওপরে বিশ্বাস রাখতেন সত্যজিৎ রায় এবং অন্যান্য পরিচালকেরা। সবাই জানতো রবি ঘোষের অভিনয়ের কোন ফাঁকি নেই। একেবারে খাঁটি সোনা বলা যেতে পারে। সেই কারণে সব পরিচালকেরা রবি, ঘোষকে বেশ পচ্ছন্দ করতো।

ধর্ম বিচ্ছেদ করে, সংস্কৃতি ঐক্য

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত মহাশয়কে। কোথায় যে চলে যান এই সব মানুষরা! ১৯৯৩ সাল জানুয়ারি মাস, ব্লাডিভিডি বার্বুর্চি এর প্রথম তথ্য চিত্র "PORTRAIT OF AN ACTRE নিয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল গিয়েছি, ভারত থেকে আরো অনেকে তাদের ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবে দা প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেছিলেন। ঢাকা শহরে এদিক ওদিক একা একা ঘুরে বেড়ানো। ১৯৯২ এর ৬ই ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা নিয়ে ভারত এমন কি বাংলাদেশ ও উত্তাল ছিল সেই সময়, সাবধান থাকতে হতো। একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফেস্টিভ্যাল কমপ্লেক্সে কিছু লোক এসে কোনো একটি দেশের পতাকা নামাতে বলে, Sint film festival. সাধারণত যেই যেই দেশ থেকে ছবি থাকে সেই দেশের পতাকা রাখা হয় ফেস্টিভ্যাল বেশ হইচই শুরু হলো ভয় সাবধান থাকতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা চলবে না। আর পাসপোর্ট সবসময় যত্ন করে রাখা হতো। ফেস্টিভ্যাল কমিটি থেকে সবসময় একজন লোককে দিয়েছিল দেখভাল করার জন্য। একজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা, সেটা ওনার একটা বিশেষ গুন, একজন শিল্পী র তো সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কম থাকে না।ওনার শিল্প কর্ম নিয়ে অনেককে অনেক কথা বলেন কিন্তু ব্যক্তি বুদ্ধদেবদা অনেক সমৃদ্ধ করেছেন। দেশে এরপর একাধিকবার দেখা হয়েছে, কখনো নন্দনে,কখনো শিশির মঞ্চে, কখনো ওনার ছবির প্রিমিয়ারে, দেখা হলেই সবসময় খোঁজ খবর নিতেন কি কাজ করছি জিজ্ঞাসা করতেন। কেরালা কিংবা গোয়াতে ওনার ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় নির্বাচিত ছবি দেখে বলেছিলেন অনেক গল্প হলো, কলকাতাতেও অনেক বার কথা হয়েছে,ওনার সেলিমপুর এর বাড়ীতেও ছবি নিয়ে নানা রকম আলোচনা হয়েছে, কিছু কথা কখনোই আমার কাছে চির স্মরণীয়। এনারা আবার কেনো ফিরে ফিরে আসেন না? আসলে ঢাকা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ঠিল খুবই আদর যত্নের স্থান। কিন্তু তা হলে কি কবে? সেই সব আদর যত্ন পাওয়া সম্ভব হয়নি। উল্টে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হয়েছে। ধর্ম তখন মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

যদি সত্যবাদী না হয় তাহলে তাঁর শক্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। অসৎ মা কোনও সময়ে তাঁর সন্তানদের শক্তি দিতে পারে না।যিনি সাধনা করতে পেরেছেন তিনিই বড় মনটাকে গ্রহণ করতে পারেন। সকলের দ্বারা বড় মন অর্জন করা সম্ভব হয় না। সত্যের মধ্যে রয়েছে বড় মন লুকিয়ে। সত্যকে জয় করতে হবে। সেটাকে জয় না করতে পারলে একবারে তলিয়ে যেতে হবে। আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াবে না। মাথা তুলে শক্তভাবে দাঁড়াতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন হয়ে সেটা হচ্ছে মাতৃশক্তি। মাতৃশক্তি সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। মা

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নরেনকে নিয়ে ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন। তাঁর আনন্দ দেখতেন। শুধু ঠাকুর নন, মা সারদাও নরেনকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। মা সারদা বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে ঘুম আসতো না। প্রতিদিন নরেনের ভক্তি গীতি শুনতেন মা সারদা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো একেবারে নরেনের গান শুনে বিহ্বল হয়ে যেতেন। কোনও কোনও সময়ে ভক্তিগীতি শুনে তিনি জ্ঞান হারা হয়ে যেতেন। তার সেই জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে।

ভগবান অবতার বিষ্ণুর অংশ বলে নরেনকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। ঠাকুর যেমন সারা দিন মা মা করতেন, আবার তিনি সারা দিন ধরে নরেন নরেন করতেন। তিনি নরেন ছাড়া জগতে আর কাউকে চিনতেন না। তিনি বলতেন, ওরে তোরা জানিস না নরেন কত শক্তি ধরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সত্যকে

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সংবাদপ্রেমিক সম্পাদক শরৎ পণ্ডিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' দাদা ঠাকুর নামে সবার কাছে পরিচিতি ছিলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

জঙ্গিপুর থেকে হাওড়া পর্যন্ত সব স্টেশনের নাম মনে রাখার জন্য তৈরি করেছিলেন একটি নামাবলি-গান। তাতে আবার দু'ধরনের সুর-প্রভাতী আর গজল। '...আজিমগঞ্জ সিটি করি দরশন/ মুনিগ্রাম, গণকর পেরিয়ে/ জঙ্গিপুর আমার ঘর।' একবার ট্রেনে আসতে আসতে উদাত্ত কণ্ঠে এই গান গাইছেন তিনি, এক টিকিট-চেকার তাঁকে বললেন, অন্য স্টেশন গুলোই বা বাদ থাকে কেন? তাঁর মুখের কথা মুখেই রইল। তিনি চটজলদি গান ধরলেন -'সজনিপাড়া, নিমতিতা, ধুলিয়ান গ্যাঞ্জেস/ তিলডাঙা, বারহা রোয়াতে শেষ। এ লাইনে দফা রফা/ তার পরে লুপ লাইন ধর।'

কলকাতা বেতারকেন্দ্র। কলকাতার রেডিও অনুষ্ঠান 'পল্লিমঙ্গল আসর' ও 'ছোটদের বৈঠক' দুটি অনুষ্ঠানে তিনি পনেরো বছর ধরে যুক্ত ছিলেন। একদিন তিনি অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্র থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছেন আর যুবক বয়সের রামকুমার চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্রে ঢুকছেন.. যুবক রামকুমার তাঁকে প্রণাম করেন। তিনি রামকুমারের পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাঁ ভাই তোমার নাম কি, তুমি কী করো?' উত্তরে রামকুমার নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'আজ্ঞে আমি গাই।' তখন তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তা তুমি দিনে ক' সের দুধ দাও?' রামকুমার ভয়ে ভয়ে বলেন, 'আমি দুধ দেবো কি করে?' তিনি হেসে বলেন, 'ঐ যে তুমি বললে 'আমি গাই' তাই .. আসলে গাই গরুই তো দুধ দেয়' ..।

তাঁর লেখা সবচাইতে বিখ্যাত গান 'কলকাতার ভুল'। এই গানকে বিখ্যাত করে তুলেছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। তিরিশের দশকের শেষদিকে একবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে দিলীপকুমার রায়ের সংবর্ধনা সভায় নলিনীকান্ত গাইলেন এই গান - মরি হায় রে,/ কলকাতা কেবল ভুলে ভরা/... আমি মুর্গিহাটায় চুপ করে যাই/ কিনতে রামপাখি,/ দেখি সারি সারি স্টেশনারি/ আসল জিনিস ফাঁকি/...নাইকো হাতি নাইকো বাগান/ হাতিবাগান বলে, / বাদুড়বাগানেতে দেখি/ বাদুড় নাহি ঝোলে।'

সেদিন দর্শকাসনে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ নাকি ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এই গানের। একবার দিলীপকুমার রায়ের আমন্ত্রণে থিয়েটার রোডে তাঁর মাতুলালয়ে গেছেন তিনি । সেখানে আসরেও গাইলেন 'কলকাতার ভুল'। গান শুনে শ্রোতাদের একজন বললেন, এই গানে থিয়েটার রোডের নাম নেই তো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠলেন - 'থিয়েটার রোডে যে দেখি/ থিয়েটার তো নাই হায়/ তবে থিয়েটারের সাধ মেটালো দিলীপকুমার রায়।' সাধে কি তাঁকে 'বাংলার শেষ কবিয়াল' বলে ডাকত লোকজন। চিনতে পারলেন এই মানুষটি কে?

আজকাল অনেকেরই শুনি জীবনকাহিনী নিয়ে সিনেমা হচ্ছে। বায়োপিক না কি যেন বলে ! এ ব্যাপারে পথিকৃৎ বোধহয় বাংলার শরৎচন্দ্র পন্ডিত, দাদাঠাকুর নামেই যিনি বিশেষ পরিচিত।

জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবন নিয়ে

চলচ্চিত্র হয়েছে। অসাধারণ জনপ্রিয় সেই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন শ্রদ্ধেয় ছবি বিশ্বাস, গান গেয়েছিলেন বাংলা গানের জগতে কিংবদন্তি গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার পরে দাদাঠাকুর সরস ভঙ্গিতে অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে বলেছিলেন;' ছবি, তুমি আমাকে জীবন্ত অবস্থায় ছবি বানিয়ে দিলে!'

বাংলা কবিতায় প্যালিন্ড্রম রচনায় দাদাঠাকুরের প্রতিভা তর্কাতীত। একটি পঙক্তির বাম দিকে থেকে এবং ডান দিক থেকে পড়লে একই শব্দ গঠিত হওয়াকে ইংরেজিতে প্যালিণ্ড্রম বলে। দাদাঠাকুরের রচনায় দেখা যায় , 'রাধা নাচে অচেনা ধারা/ রাজন্যগণ তরঙ্গরত নগন্য জরা/ কীলক সঙ্গ নয়নঙ্গ সকল কী?/ কীর্তন মঞ্চ পরে পঞ্চম নর্তকী'। এই পঙক্তিগুলি বামাবর্ত এবং দক্ষিণাবর্তে একই পাঠ হয়। অন্য একটি প্যালিনড্রম হল;'থাক রবি কবির কথা/ বিরহে রাধা নয়ন ধারা হেরবি।'

দাদাঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহভাজন ও প্রিয় ব্যাক্তি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু দাদাঠাকুর সামনাসামনি এলেই সুভাষচন্দ্র খুব সজাগ থাকতেন। কারণ কোন কথার সূত্র ধরে দাদাঠাকুর যে কি রসিকতা করে বসবেন, তা বিলক্ষণ জানতেন সুভাষচন্দ্র বসু। একদিন দাদাঠাকুর সুভাষচন্দ্রকে বলেন, 'দেখো সুভাষ, আমার মনে হয় তুমিই বিদেশীদের তাড়াবে।' সুভাষচন্দ্র হেসে বলেন, 'কি করে বুঝলেন, দেশে আরো অনেক নেতাই আছেন।' দাদাঠাকুর বলেন, 'তা অবশ্য আছে .. তবে তোমার ঠোক্করটাই ইংরেজদের তাড়াবে। কারণ তোমার নামের প্রথমে 'সু' আবার শেষে 'সু' .. এই দুই জুতোর ধাক্কা ওরা সামলাতে পারবে না .. ওরা পালাবে।'

প্রিয় সুভাষের জন্মদিনে দাদাঠাকুর কৌশলে এক কবিতা লিখেছিলেন, যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ২৩-১-৪৬ তারিখে। এই কবিতায় একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে গান্ধী দ্বারা সুভাষের বহিষ্কার বা বামেদের বেইমানি - কোনওটাই দাদাঠাকুর মেনে নিতে পারেননি। কবিতা -'মনের মানুষ অনেক পেয়েছি শুনেছি অনেক দেখেছি কত । মাতামাতি করি যা তা করিয়াছি গতানুগতিক লোকের মত ।। আজীবনকাল বাজী দেখাইল বাজীকর দল সাফাই হাতে । অসুস্থ করিল বসুমতী মায়ে অসুর স্বভাব চোর ডাকাতে ।। এ ভাতরভূমি শোভার আধার অভাব এদেশে ছিল না কিছু । বিষ ঢালি এতে শেষ করিবারে পাষণ্ড দল লাগিল পিছু ।। সুচতুর যত কুচক্রী-কপট সূচ হয়ে ঢুকে হইল ফাল। ইন্দ্রজালবলে চন্দ্রদেব সাজি কেন্দ্রমাঝে পশে রাহুর পাল ।। অবরুদ্ধ নর সব নিজগৃহে ধীবরের জালে যেমন মীন। অসুবিধা ভোগে বসুধা মাঝারে অসুখী মানব অধীন দীন ।।'

এবার কবিতার ২, ৮ ও ১৪ নম্বর অক্ষরকে উপর থেকে নিচে বরাবর লম্বালম্বি যোগ করে দেখুন, 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু' লেখাটি পাবেন। এখানে শুধু দশ লাইন আছে, সম্পূর্ণ কবিতাটি বত্রিশ লাইনের। যার যোগফল হয় - 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জনম লভিল ধরায় আজি গঠন করিতে আজাদ হিন্দ'। (সম্পূর্ণ কবিতা পাইনি)

বাংলা ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ (ইং ১৮৮১ সাল ২৭শে এপ্রিল) বীরভূম জেলার নলহাটী থানার শিমলান্দি গ্রামে মামারবাড়ীতে 'দাদাঠাকুরে'র জন্ম। তাঁর আসল নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। অবশ্য 'পণ্ডিত' তাঁর পূর্ব-পুরুষের পাওয়া উপাধি। কথাশিল্পী লেখক শরৎচন্দ্রের মতো তাঁরও পদবি হ'ল চট্টোপাধ্যায়। যদিও তাঁর পূর্বপুরুষের মতো তিনিও নামের শেষে 'পণ্ডিত' লিখতেন। পরবর্তী সময়ে এই শরৎচন্দ্র পণ্ডিত হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয় 'দাদাঠাকুর'। দাদাঠাকুর ছিলেন আপাদমস্তক বাঙালি। তাঁর পরিবারের অভাব ছিল, অনটন ছিল। কিন্তু কখনও কারও কাছ থেকে সামান্য দান গ্রহণ করেননি। এমনকি শিক্ষিত হয়েও চাকরির প্রতি তার সামান্য আকর্ষণ ছিল না। এ বিষয়ে কাকা রসিকলালের উপদেশ মেনে চলতেন। রসিকলাল ভাইপো দাদাঠাকুরকে বলতেন 'It is better to starve than serve'. সুতরাং স্বাধীন কিছু করতে হবে এটাই ছিল দাদাঠাকুরের মানসিকতা। সকলকেই তিনি এই উপদেশ দিতেন। ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করাকে তিনি দাসত্ব বলে মনে করতেন। বাংলা ভাষার বিকৃতি তিনি কখনওই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর রচনার অন্যতম প্রসাদগুণ হল প্রচলিত মাতৃভাষাকে অবিকল ব্যবহার করা। বাঙালী বাবুদের অকারণ ইংরেজিয়ানাকে তিনি তীক্ষ্ণ ভাবে আক্রমণ করেছেন। একটি গানে বলেছেন, 'বাজিয়ে বীণা নতুন তানে/ বর্দ্ধমান আজ বার্ডোয়ানে/ চুঁচুড়ার অদৃষ্টে ছিল

চিনসুরার সুরাতে ভাসা/ ভেবেছিল কেউ কি কবে/ মেদিনীপুর মিডনাপো হবে/ কাঁথির মাথায় লাথি মেরে কন্টাই-এ করবে কোণঠাসা। 'জঙ্গীপুর সংবাদ' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সবরকম অন্যায়কে আঘাত করতেন তিনি। তাঁর সম্পাদিত আরেকটি পত্রিকা ছিল 'বিদূষক';রঙ্গব্যঙ্গের ভাষায় সেখানেও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বোতলের আকারে এক একটি সঙ্কলন মাঝে মাঝে প্রকাশ করতেন, নাম ছিল 'বোতলপুরাণ'।

কাকার শেখানো পথে আজীবন জুতোই পরেননি কোনওদিন। স্কুলে গেছেন খালি পা, কলেজে গেছেন খালি পা, কলকাতায় থেকেছেন ঘুরেছেন খালি পা, দিল্লীতে গিয়েছিলেন তাও খালি পা। গায়ে একটা সাদা থান ধুতি ও সুতির চারদ, বগলে ছাতা - এই ছিল তাঁর চিরাচরিত পোষাক।

ডক্টর বিধান রায়ের মতই দাদাঠাকুর এমন একজন বাঙালি যার জন্ম মৃত্যু একই দিনে উ জন্মেছিলেন ১৮৮১ সালে ২৭শে এপ্রিল, মারাও গেলেন ঐ একই দিনে ১৯৬৮ সালে। বাংলার 'বিদূষক' দাদাঠাকুরকে আমাদের শ্রদ্ধাঘ্য। তথ্য সোমনাথ সিংহ-র লেখা,অদ্বিতীয় হাস্যরসিক দাদাঠাকুর - শতদল গোস্বামী; দাদাঠাকুর-নলিনীকান্ত সরকার; সেরা মানুষ দাদাঠাকুর - নির্মলরঞ্জন মিত্র, আনন্দবাজার (তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়) আদৌ অধ্যাপক ওটেনকে প্রহার করেছিলেন? প্রদর্শিত গাড়িটি কি গৃহত্যাগের সঙ্গে যুক্ত ? নেতাজি ফাইলে স্পষ্ট এমিলি, অ্যানিটা নেতাজির কেউ নয় তবু কেন অপ্রচার ? বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি তবু চিতাভস্মের গল্প কেন? রাশিয়ায় নেতাজি হত্যার কোনো প্রমাণ নেই তবু হইচই কেন? ফরমোজো থেকে ফৈজাবাদ;এত প্রমাণ তবু বারংবার মৃত্যু পরোয়োনা কেন? আজাদি অর্থসম্পদ লুঠ হল কেন? কেন প্রকাশ্যে এলেন না অখন্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী?

নেতাজি নিয়ে এমন নানা বিভ্রান্তির উত্তর;নেতাজি গবেষক ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরীর বই 'ক্ষমা করো সুভাষ ' স্বাধীনতার সূর্যসারথি বাংলার বড় আপনজন সুভাষ'কে সর্বভারতীয় স্তরে উপযুক্ত প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি আজও। নেপথ্যে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, প্রাদেশিকতা, আর্থিক লেনদেনের কলঙ্কময় গোপন রসায়ন। তার সৌরদীপ্ত দেশপ্রেম, পবিত্র চরিত্র আড়াল করতে নানা অপচেষ্টা।

এবং নানাস্তরে গভীর চক্রান্ত চলেছে দিনের পর দিন। এ ব্যাপারে সম্প্রতি পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। নতুন প্রজন্ম যুক্তি, তর্কও তথ্যের আলয়ে নেতাজি সম্পর্কে সত্য জানতে এগিয়ে আসছে। তাদের সেই স্বপ্নপূরণের তাগিদে লেখকের এই নিবেদিত অর্ঘ্য নেতাজির প্রতি 'ক্ষমা করো সুভাষ।। সত্যের সূর্যস্নাত যে পথে সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পাবে আজ ও আগামী। চক্রবুহ্যে নেতাজী । লেখক বিশিষ্ট আইনজীবী ও জাস্টিস মুখার্জি কমিশনের সদস্য নেতাজী গবেষক শ্রী কেশব ভট্টাচার্য মহাশয় ।ভারত ইতিহাসের অসম্ভবের নায়ক এবং স্বয়ং ঈশ্বরের দূত হলেন শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু..... নেতাজী নামক অগ্নিস্ফুলিঙ্গেটিকে ছাইচাপা দিতে তৎকালীন ইংরেজ সরকার থেকে ভারত সরকারের যে চেষ্টার কোনোরকম খামতি ছিল না এবং আজও নেই ।আর আজ সেই ঘৃণ্য পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অগ্নিপথের অশ্বারোহী নেতাজীকে নিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী ও জাস্টিস মুখার্জি কমিশনের সদস্য শ্রী কেশব ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই বইটি পুরোপুরি ভাবেই সমর্থনযোগ্য এবং সার্থক । এটিকে বই না বলে একটি সম্পদ বলাই ভালো, বলে আমার মনে হয় । বইটি পড়ে আমার মনে একটি আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, কারন বইটিতে তথ্যের ভিত্তিতে যা যা সত্য উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে যে কোনও সময় ভারত সরকার এই বইটি নিষিদ্ধ করতে পারে।

তার সৌরদীপ্ত দেশপ্রেম, পবিত্র চরিত্র ও জীবনগাথাকে আড়াল করতে নানা অপচেষ্টা এবং নানাস্তরে গভীর চক্রান্ত চলেছে দিনের পর দিন। এ ব্যাপারে সম্প্রতি পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। নতুন প্রজন্ম যুক্তি, তর্কও তথ্যের আলয়ে নেতাজি সম্পর্কে সত্য জানতে এগিয়ে আসছে। তাদের সেই স্বপ্নপূরণের তাগিদে লেখকের এই নিবেদিত অর্ঘ্য চক্রবুহ্যে নেতাজী । সত্যের সূর্যস্নাত যে পথে সুভাষচন্দ্রকে খুঁজে পাবে আজ ও আগামী।

সুভাষ চন্দ্র বোসকে দাদা ঠাকুর খুবই ভালোবাসতেন। দাতা ঠাকুরের সবচেয়ে বড় তেক্রা ছিলেন সুভা। চন্দ্র বোস। তখন তিনি নেতাজি হহনি। কলকাতার মেয়র ছিলেন। কলকাতার পুরসভার রাস্তা. দাঁড়িয়ে দাদাঠাকুর তাঁর পত্রিকা জঙ্গিপুর সংবাদ বিক্তির করতেন। আর সেই টাকা দিয়ে তিনি আবার পত্রিকা প্রকাশ করতেন। সুভাষ বোস বাংলার কবিদের খুবই সম্মান করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দাদা ঠাকুরকে কবির সম্মান দিয়েছিলেন। ইংরেজরা দাদা ঠাকুরের কিছুই করতে পারতো না। কারণ তিনি বকলমে লিখতেন।

আড্ডাবাজ সুনীলের হাত দিয়ে পরিচ্ছন্ন লেখা প্রকাশ পেত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রেসের পাওনা টাকা শোধ করতে হবে না, পরিবর্তে লিখে দিতে হবে একটা উপন্যাস। খুশি মনে সেই প্রস্তাব মেনে নিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নিজের কাছে কিছুটা গুরুত্বহীন ভাবে লেখা। ওই উপন্যাস নাকি কারও চোখে পড়ার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রস্তাব দিলেন তিনি যদি পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় একটা উপন্যাস লিখে দেন তাহলে তাঁকে আর প্রেসের ঋণটা শোধ করতে হবে না। তবে লেখাটির জন্য তিনি কোনও পারিশ্রমিক পাবেন না। প্রস্তাবটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ মনে

কথা নয়। কিন্তু চোখে পড়ল কিংবদন্তি চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের। তিনি তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। একদিন সন্ধ্যাবেলা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে ফোন করে মানিকবাবু প্রস্তাব দিলেন তাঁর 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাস অবলম্বনে ছবি করবেন।

এর আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মাত্র একটি উপন্যাস লিখেছেন 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তাঁর কোনও কথা শুনতে না চেয়ে একপ্রকার জোর করেই তাঁকে দিয়ে শারদীয় সংখ্যার জন্য উপন্যাস লিখিয়ে নিয়েছিলেন। হয়ত 'দেশে' লেখা উপন্যাস সুনীলের জীবনে প্রথম ও শেষ উপন্যাস হতে পারত! নাটকীয় এক পরিস্থিতি তাঁর লেখক জীবনে একটি বাঁকের মুখে এনে ফেলে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা ছাপতে প্রেসে পরপর দুটো সংখ্যার টাকা ধার জমে যায়। ছাপা হত জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকা 'জলসা'র প্রেস থেকে। পাওনা টাকার তাড়া দিতে দিতে 'জলসা'র মালিক একদিন ধরে। ভাবলেন এর থেকে ভাল প্রস্তাব আর কি বা হতে পারে।

উপন্যাসের প্লট নিয়ে সুনীল কিছুই ভাবেন নি, কিছুদিন আগেই চার বন্ধু, শক্তি, শরৎকুমার,ভাস্কর দত্ত আর সুনীল বেরিয়ে পড়েছিলেন এক অনির্দিষ্ট অভিযানে। সহযাত্রীদের পরামর্শে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন ধলভূমগড়ে ।খুব নিরিবিলিতে কাটানোর জন্য আদর্শ এক স্থান,চার বন্ধু ঠিক করে নিলেন বাকি পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রাখবেন না। সুনীলের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসের এটাই আসল পটভূমি। সেই উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি করলেন অনবদ্য ছবি। ওই ছবিতে দেখা গিয়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সমিত ভঞ্জ, শর্মিলা ঠাকুর,কাবেরী বসু থেকে সিমি গারেওয়ালকে। ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'অরণ্যের দিন রাত্রি' ২০তম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন বিয়ার পুরস্কারের জন্য সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে মনোনীত হয় শুধু নয় সাধারণ দর্শক থেকে চলচ্চিত্র সমালোচকদের থেকে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা অর্জন করে।

অরণ্যের দিনরাত্রি'র পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আরও একটি উপন্যাস লিখলেন একটি সিনেমার পত্রিকায়। নিজের বেকার জীবন ও বহু চাকরির ব্যর্থ ইন্টারভিউ দেওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত 'প্রতিদ্বন্দ্বী'। এই উপন্যাসটিও মানিকবাবুর মনে ধরে যায়। তিনি এই উপন্যাস অবলম্বনে ছবি বানালেন 'প্রতিদ্বন্দ্বী'।

দেশ-বিদেশের বন্ধুরা সুনীলকে চিঠি লিখে বললেন 'রে'র ফিল্মে কাহিনীকার হিসেবে তাঁর নাম দেখেছেন। সুনীল কবে থেকে ঔপন্যাসিক হলেন! সুনীলের নিজের কাছেও এর উত্তর অজানা। তবে স্বনামে তো বটেই নীললোহিত ও উপন্যাসকার হয়ে উঠলেন। সুনীলের নিজের কথায় ; ইচ্ছে -অনিচ্ছের প্রশ্ন নেই,একটা ঘূর্ণিপাকে পড়ে আমি ভাসতে ভাসতে চলে এলাম গদ্যের জগতে।

আসলে সুনীল যে ভালো লিখতে পারতেন সেটা তিনি স্বয়ং একেবারে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর বহু পাঠক তৈরি হয়েছিল। তিনি তাদেরকে হুজুগে বলে অ্যাখ্যা দিতেন। তিনি বলতেন পাঠকেরা আজকে যাকে ভলো মনে করছে তাকলে সেটা হঠাৎ করে ঘুরে যেতে পারে। সেই কারণে তিনি পাঠকদের ওপরে ভ—সা করতেন না। আবার পাঠকদের সঙ্গে তিনি মধুর ব্যবহার করতেন। তার ফলে তাঁর বই বাজার সৃষ্টি করে ফেলেছিল। একটি সময়ে দেখতে পাও.া গিয়েছিল বহ প্রকাশক সুনীলি গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া বই করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। সুনীলের বই প্রকাশ মানেবিত্রি। ঘরে লক্ষনী আসা। সেই কারণে ঘটনা করে সুনীলের নিমন্ত্রণ থাকতো নববর্ষের দিনে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়। তবে সেখানে যেতেন সবার আড়ালে। কেউ যেন তাঁকে দেখতে না পায়সেই দিকে তিনি বেশি নজর দিতেন। কফি হাউসে যেতেন। তবে বেশি ভিড় পচ্ছন্দ তিনি করতেন না। তবে আড্ডা বাজ ছিলেন।

বিশ্বখ্যাত জাদুকর পিসি সরকার

বিচিত্র জীবন ছিল ভদ্রলোকের। ট্রেনে চড়ে ঘুরতে যাচ্ছেন, গোটা ট্রেন ডিরেইল্ড হয়ে সোজা নদীতে। একমাত্র তাঁর কোচ ছাড়া। ভদ্রলোক নিজের জীবন বাজি রেখে উদ্ধার করলেন অনেককে। তারপরেই খেয়াল করলেন, আরেহ, নতুন যে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা লিখে নিজের কামরায় ফেলে এসেছেন সেটা নিয়ে আসতে হবে তো! সেই কামরাও জলে ডুবুডুবু। তিপ্পান্ন বছরের প্রৌঢ় সাহিত্যিক আবার জান হাতে নিয়ে কামরায় ঢুকে সেই পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে আনলেন। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল আনন্দে। ধন্য ধন্য করতে লাগল। তিনি একটাই অনুরোধ করলেন ক্ষ্মএই কথা আর কাউকে জানাবেন না প্লিজ। চাপে পড়ে যাব। আসলে হয়েছিল কী, তাঁর সঙ্গে সেই ট্রেন যাত্রায় তাঁর স্ত্রী না, সঙ্গী ছিলেন তাঁর রক্ষিতা। আর একবার বৌ জানতে পারলে... বহুদিন এই খবর চাপা থেকে থেকে শেষে জানাজানি হয়ে গেল। ১৮৪৯ সালের ঘটনা। আইল অব ওয়াইটের ছোট্ট শহর বনচার্চে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য এক চ্যারিটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। একেবারে শেষের চমক 'ম্যাজিক'। সারা গায়ে হাতে পায়ে কালো কুচকুচে রঙ মেখে, মাথায় ঝলমলে পাগড়ি আর চকচকে জোব্বা পরে মঞ্চে এলেন জাদুকর রিয়া রামা-রুজ। তিনি নাকি বহু কাল হিমালয়ে থেকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা করেছেন, যদিও তাঁর দেখানো জাদুর সব কটাই ছিল একশো শতাংশ পশ্চিমি। নিজের অজান্তেই এই জাদুকর ভদ্রলোক এক 'কাল্ট' তৈরি করলেন। ভারতীয় জাদুও যে মঞ্চে ভারতীয় সেজে দেখানো যায়, তা প্রথম হাতেকলমে দেখালেন তিনি। পরের সব জাদুকর, ফকির অব আভা, কালনাগ মায় পি সি সরকার; সবাই জেনে না জেনে তাঁর পথেই চলেছেন।

ঠাকুর পরমহংসের শিষ্য অভিনেতা গিরিশচন্দ্র

শঙ্করলাল কর্মকার, আইনজীবী

বিচিত্র জীবন ছিল ভদ্রলোকের। ট্রেনে চড়ে ঘুরতে যাচ্ছেন, গোটা ট্রেন ডিরেইল্ড হয়ে সোজা নদীতে। একমাত্র তাঁর কোচ ছাড়া। ভদ্রলোক নিজের জীবন বাজি রেখে উদ্ধার করলেন অনেককে। তারপরেই খেয়াল করলেন, আরে, নতুন যে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা লিখে নিজের কামরায় ফেলে এসেছেন সেটা নিয়ে আসতে হবে তো! সেই কামরাও জলে ডুবুডুবু। তিপ্পান্ন বছরের প্রৌঢ় সাহিত্যিক আবার জান হাতে নিয়ে কামরায় ঢুকে সেই পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে আনলেন। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল আনন্দে। ধন্য ধন্য করতে লাগল। তিনি একটাই অনুরোধ করলেন। এই কথা আর কাউকে জানাবেন না প্লিজ। চাপে পড়ে যাব।

আসলে হয়েছিল কী, তাঁর সঙ্গে সেই ট্রেন যাত্রায় তাঁর স্ত্রী না, সঙ্গী ছিলেন তাঁর রক্ষিতা। আর একবার বৌ জানতে পারলে... বহুদিন এই খবর চাপা থেকে থেকে শেষে জানাজানি হয়ে গেল।

১৮৪৯ সালের ঘটনা। আইল অব ওয়াইটের ছোট্ট শহর বনচার্চে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য এক চ্যারিটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। একেবারে শেষের চমক 'ম্যাজিক'। সারা গায়ে হাতে পায়ে কালো কুচকুচে রঙ মেখে, মাথায় ঝলমলে পাগড়ি আর চকচকে জোব্বা পরে মঞ্চে এলেন জাদুকর রিয়া রামা-রুজ। তিনি নাকি বহু কাল হিমালয়ে থেকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা করেছেন, যদিও তাঁর দেখানো জাদুর সব কটাই ছিল একশো শতাংশ পশ্চিমি। নিজের অজান্তেই এই জাদুকর ভদ্রলোক এক 'কাল্ট' তৈরি করলেন। ভারতীয় জাদুও যে মঞ্চে ভারতীয় সেজে দেখানো যায়, তা প্রথম হাতেকলমে দেখালেন তিনি। পরের সব জাদুকর, ফকির অব আভা, কালনাগ মায় পি সি সরকার; সবাই জেনে না জেনে তাঁর পথেই চলেছেন। ওই ভদ্রলোক কিন্তু জীবনে সেই একটি বারই মঞ্চে ম্যাজিক দেখান।

ডিকেন্স শব্দটা আগে ইংরাজি ভাষায় ছিল নাÐ The Merry Wives of Windsorনাটকে শেক্ষপীর সাহেব প্রথম "What the devil" "What the dickens ব্যবহার করেন। সোজা কথা এই পদবীর মানে শয়তান। শয়তানই বটে, তা না হলে জীবনের শেষ উপন্যাস, The Mystery of Edwin Drood– এ যেখানে রোজা বাডকে ভালবেসে এডউইন আচমকা একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, ঠিক সেইখানে আপামর পাঠককে একেবারে ক্লিফহ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে তিনি চিরনিদ্রায় চলে যেতে পারলেন কি করে!!! তিনি চার্লস ডিকেন্স।

পঁচিশে বৈশাখের দুদিন আগে অনুষ্ঠানের চিন্তা

পঁচিশে বৈশাখের দুদিন আগে, রবিবার উৎসবের আয়োজন হল। সকাল দশটয় স্নান সেরে কালো রঙের জামা, কালো জুতো পরে বাইরে এসে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। কাঠের বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ স্তোত্র পাঠ করলেন। রবীন্দ্রনাথের পাঠে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল ঈশোপনিষদের শ্লোক। সেইদিন দুপুরবেলাতেই লিখে ফেলেছিলেন 'জন্মদিন' নামে তিনটি কবিতা। স্মৃতিটুকু আটকা পড়ল শব্দের ফ্রেমে। বিকেলবেলায় দলে দলে এসে গেলেন পাহাড়ি নিমন্ত্রিত মানুষজন। বেজে উঠল সানাই। মংপুর পাহাড় ও উপত্যকা যেন নিজস্ব নিস্তব্ধতা ভেঙে উৎসবের আনন্দে সামিল হল। রবীন্দ্রনাথ তখন পরেছেন গেরুয়া রঙের জামা। মালা ও চন্দনে সেজে হুইল চেয়ারে বসে বাড়ির পথ ধরে যখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন পাহাড়িরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলেন সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য। প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিলেন তাঁরাও। হয়তো তাঁদের সিংহভাগ মানুষ রবি ঠাকুরের লেখক সত্তার সঙ্গে পরিচিতই ছিলেন না।

মমতাসহ দুই বিধায়কের বিরুদ্ধে ৪৪ কোটির মানহানি নোটিশ রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা ব্যানার্জি ও রেয়াত হোসেন সরকারকে ৪৪ কোটি টাকা মানহানি নোটিশ পাঠিয়েছেন। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপটি দেশের রাজনীতিতে একটি নজিরবিহীন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ কোনও রাজ্যপাল এভাবে শাসক দলের বিধায়কদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেননি কখনো। এই বিতর্কের শুরু হয় সায়ন্তিকা ব্যানার্জি ও রেয়াত হোসেন সরকারকে তাদের শপথ গ্রহণ নিয়ে। অভিযোগ উঠেছে যে, তাদের শপথ গ্রহণ আইনগতভাবে অবৈধ ছিল এবং তা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে একটি ধর্না বা অবস্থান ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোস দাবি করেছেন যে, বিধায়করা শপথ গ্রহণের জন্য সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেননি এবং রাজ্য বিধানসভার উপ-স্পীকারের নির্দেশে শপথ নেননি। তারা স্পীকারের হাতে শপথ গ্রহণ করেন, যা সংবিধান বিরোধী এবং রাজ্যপাল ও অন্যান্য সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা লঙ্ঘন বলে দাবি করেছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোসের দাবি, সায়ন্তিকা ব্যানার্জি এবং রেয়াত হোসেন সরকারের শপথ গ্রহণে আইনগত বৈধতা ছিল না। তিনি বলেন, তারা উপ-স্পীকারের নির্দেশনা অমান্য করে স্পীকারের হাতে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, যা সংবিধান এবং বিধানসভা কার্যপদ্ধতির বিরুদ্ধে। রাজ্যপাল মনে করেন, এই পদক্ষেপটি শুধু সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা নয়, বরং রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর একটি ষড়যন্ত্র। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটি তাঁর সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং এর ফলস্বরূপ তিনি তাদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়াও, রাজ্যপালের দাবি, এই শপথ গ্রহণের সময় যে আন্দোলন

বা অবস্থান ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল, তা একজন রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর মর্যাদাকে আঘাত করেছে এবং এটি দেশের সংবিধানিক ব্যবস্থা এবং রাজ্যপালের পদকে অসম্মানিত করেছে। সেই কারণে, রাজ্যপাল প্রাথমিকভাবে ৪৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী করেছেন। রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোস তৃণমূল কংগ্রেসের এই দুই বিধায়ক এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোট ৪৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং দুই বিধায়কের এই অবৈধ কার্যকলাপের কারণে তার ব্যক্তিগত সম্মান এবং রাজ্যপাল হিসেবে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এর মধ্যে সায়ন্তিকা ব্যানার্জি ও রেয়াত হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে ২২ কোটি টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ২২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়েছে। এছাড়া, রাজ্যপাল এই দাবি করেছেন যে, তার বিরুদ্ধে যে ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে, তা দেশের সর্বোচ্চ শাসক সংস্থার প্রতি অসম্মান এবং এটি রাজ্যপালের চেয়েও আরও গুরুতর কিছু। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলতে পারে, তেমনি এটি রাজ্য সরকারের ও রাজ্যপালের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বাড়াবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা অভিযোগ করেছেন যে রাজ্যপাল রাজনীতি করছেন এবং শাসক দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে চাইছেন। তারা বলেছেন, রাজ্যপালের এই পদক্ষেপ রাজনীতির বাইরে এবং এটি একেবারে অপ্রত্যাশিত। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যপাল অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে অহেতুক বিতর্ক তৈরি করছেন, যা রাজ্যের শান্তি এবং উন্নয়নকে ব্যাহত করতে পারে। এই ঘটনাটি রাজ্য রাজনীতিতে এক বড় ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল, তবে এবারের এই মানহানি মামলা তা আরও তীব্র করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রাজ্যপাল এই পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের প্রতি একটি কঠোর বার্তা দিতে চেয়েছেন, যা আগামী দিনে রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলবে। এই বিতর্ক রাজ্যপাল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়াতে পারে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চিত্রে একটি নতুন মোড় নিতে পারে।

ক্লাস চলাকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন! স্থানীয়দের তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ক্লাস চলাকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রিতীমত চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়দের তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। আতঙ্ক স্কুল পড়ুয়া থেকে

স্থানীয়দের একাংশ। বুধবার এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নবদ্বীপ থানার অন্তর্ভুক্ত চড় মানিক নগর এলাকার ঢালির চড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ, স্থানীয় সুত্রে জানা যায় আনুমানিক দু-শো পড়ুয়া ও পাঁচজন শিক্ষক নিয়ে চলে এই স্কুল। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও স্কুল শুরু হয় ও মিড ডে মিলের জন্য রান্না শুরু হয়, রান্না শুরুর কিছু সময় পরেই গ্যাস থেকে কোন কারন বসত আগুন লেগে যায়, আগুন লাগার ঘটনা চাউর হতেই আতংকিত হয়ে পড়ে পড়ুয়ারা, সাথে শুরু হয় চিৎকার, বিদ্যালয়ে এহেন ঘটনা জানতে পেরে ছুটে আসে স্থানীয়রা, তাদের প্রচেষ্ঠাতেই নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন, পাশাপাশি বিদ্যালয়ের দোতালায় আটকে পড়া স্কুল পড়ুয়াদেরও উদ্ধার করে স্থানীয়রাই। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোন খবর নেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ, পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে কার্যত ক্ষোভে ফেটে পরে স্থানীয়রা। বিদ্যালয়ের পঠন- পাঠন থেকে শুরু করে এদিনের দূর্ঘটনার কারন নিয়েই মূলতঃ স্থানীয়দের ক্ষোভ। স্থানীয়রা জানান এই বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের রান্নার জন্য বাইরে আলাদা ঘর আছে, কিন্তু সেই ঘরের পরিস্থিতি খুবই খারাপ, যে কোন সময় ঘটতে পারে দূর্ঘটনা, আর সে কারনেই মিড ডে মিলের রান্না হয় বিদ্যালয়ের সিঁড়ির নিচে, আজও সেখানেই হচ্ছিল রান্না, তাদের দাবী এদিন স্থানীয়রা সময়মতো ছুটে না এলে হয়তো ঘটতেও পারতো বড়সড় দুর্ঘটনা, এদিকে কতৃপক্ষের কোন হুঁশ নেই,। তারা জানায় অনেক বড় বিপদে হাত থেকে আজ রক্ষা পেল বিদ্যালয়ের প্রায় দু আড়াইশো পড়ুয়া। অবিলম্বে মিড ডে মিল রান্নার স্থান পরিবর্তন করতে হবে এই দাবি তুলে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পরেন এলাকাবাসী, পরে পুলিশের আশ্বাসে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

নাবালিকা অপহরনের তদন্তে নেমে আন্ত ঃরাজ্য মানব পাচার চক্রের দুই মূল মাথাকে প্রেপ্তার করলো পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রায় এক বছর আগে একটি নাবালিকা অপহরনের অভিযোগ হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখের ওই অভিযোগ অনুযায়ি জানা যায় ১৭ বছরের এক নাবালিকা বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে চলে যায়। নাবালিকার মা গলসি থানায় অপহরনের অভিযোগ করলে তার ভিত্তিতে গলসি থানাতে একটি মামলা রুজু হয়। ২০২৩ সাল থেকে বিভিন্নভাবে মেয়েটিকে গলসি থানার তদন্তকারী অফিসার খোঁজার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রাথমিকভাবে কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও তদন্তকারী অফিসাররা হাল ছাড়েননি। অবশেষে প্রায় একবছর পর ওই মামলার সূত্র ধরে রাজস্থান থেকে ওই নাবালিকা কে উদ্ধার করার পাশাপাশি আরও তিন জনকে গ্রেপ্তার করে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জী জানান, ২০২৩ সালে অক্টোবর মাসে পূর্ব বর্ধমানের গলসি থানা এলাকা থেকে এক নাবালিকার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ মেলে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের সবরকম সোর্স কে কাজে লাগিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়। প্রায় একবছর পর অর্থাৎ ২০২৪ এর ডিসেম্বর মাসে কিছু তথ্য পুলিশের হাতে আসে। ওই তথ্য অনুযায়ী জেলা পুলিশের একটি টিম গত ৭ ডিসেম্বর রাজস্থানের স্থানীয় পালরি- এম থানার সহায়তায় যোধপুর স্টেশন থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পোশালিযা গ্রাম থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় রাজস্থানের পোশালিযা গ্রাম থেকেই রমেশ কুমার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। জানা গেছে ওই রমেশ কুমারের কাছেই ওই নাবালিকা দীর্ঘ একবছর ধরে আটকে ছিল। এরপর রমেশকে হেপাজত নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে রমেশ মিনা ও জগদীশ নামে ২ জনের নাম জানতে পারে পুলিশ। এই দুজনের কাছে মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ওই নাবালিকাকে কিনেছিল রমেশ কুমার নামের ওই ব্যক্তি। সি আই এর নেতৃত্বে পুলিশের এস ও জি ও গলসি থানার পুলিশ যৌথ ভাবে তদন্ত শুরু করে এবং তারা জানুয়ারি মাসে রাজস্থানের বারমীরের কাছে রিকো নামে একটি জায়গাতে অভিযান চালিয়ে রমেশ মিনাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসার সময় জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় মেমারির বাসিন্দা খোকন ওরফে রহিম সেখের কাছ থেকেই তারা প্রথম ওই নাবালিকাকে কিনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এই খোকন ওরফে রহিম সেখের সন্ধান শুরু করে এবং মঙ্গলবার রাতে তাকে বর্ধমান স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার দুজনকেই বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হলে দুজনকেই ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন যে, প্রাথমিকভাবে রমেশ মিনা ও রহিম শেখ এই ঘটনার মূল চক্রি বলে মনে করা হচ্ছে। আন্ত ঃরাজ্যে নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ধৃতরা। জগদীশ নামে আরোও একজনের খোঁজে তদন্ত চলছে। দুই অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এর পিছনে থাকা আরও দুস্কৃতিদের নাম জানার চেষ্টা করবে পুলিশ।

বাবার হাতে ছেলে খুন!

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বাবার হাতে ছেলে খুন! চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংরেজবাজার থানার শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদিয়া এলাকায়। জানা গেছে, মৃতের নাম সেখ সাকিরুল, বয়স ৩২ বছর। তার পরিবারে রয়েছে স্ত্রী সহ ছোটোছোটো তিন ছেলেমেয়ে। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে সেখ সাকিরুলের সঙ্গে তার বাবা সেখ তাবরেজের জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে গন্ডগোল বাঁধে। দুই কাঠা জমি নিয়ে গন্ডগোলের জেরে হঠাৎ করেই সেখ তাবরেজ তার তার ছেলের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ছেলেকে গুরুতর জখম করে বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে জখম যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মৃতের স্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্বশুরের বিরুদ্ধে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে পলাতক বাবাকে ধরতে তদন্ত শুরু করে বলে জানা গেছে।

অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের সাবলম্বী করতে পাশে পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের সাবলম্বী করতে পাশে পুরসভা, সিটি লাইভলিহুড সেন্টার পরিদর্শন করে আরও ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ।

মঙ্গলবার হাওড়া পুরসভার সিটি লাইভলিহুড সেন্টার (সিএলসি) পরিদর্শন করেন এনইউএলএম দপ্তর সহ পুর আধিকারিকরা। নেতৃত্বে ছিলেন পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী। এই বিষয়ে তিনি জানান, কিছুদিন আগে উদ্বোধন হওয়া সিটি লাইভলিহুড সেন্টার (সিএলসি) আধিকারিকদের নিয়ে পরিদর্শন করা হয়েছে। যতটা জায়গা রয়েছে যদি আরও কিছু জায়গা বাড়ানো যায় তাহলে এখানে আরও বেশি গ্রুপকে যুক্ত করা যেতে পারে। এখানে ২টি গ্রুপ কাজ করে। ওই জায়গায় ৩ টে গ্রুপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেই জায়গা ওখানে রয়েছে। সেটাই দেখা হয়েছে। এখানে প্রায় সাড়ে ৭০০ গ্রুপ রয়েছে। তার মধ্যে যারা এই ধরনের মেলায় অংশগ্রহণ করে তাদের তালিকা রয়েছে। সেই সকল গ্রুপকে ১ মাস অন্তর পরিবর্তন করে বসানো হবে। এতে তাদের পণ্য সেখানে বিক্রি করতে পারবেন। এতে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলারা লাভবান হবেন। এই গ্রুপগুলি যত শক্তিশালী হবে তাদের দেখে অন্য গ্রুপ উজ্জীবিত হবে এবং অন্য গ্রুপ এগিয়ে আসবে। সেই কারণে মঙ্গলবার পরিদর্শন করা হয়। সাধারণ মানুষ যাতে জানতে পারে সেইজন্য বাইরে একটা ডিসপ্লে বোর্ড লাগান হবে। এতে মানুষ জানতে পারে এখানে সিএলসি আছে। সেখানে বাজারের চেয়ে কমদামে তাদের পণ্য বা খাবার বিক্রি হয়ে থাকে। যখন মানুষ জানতে পারবে আরও বেশি লোক তাদের পণ্য কিনবেন।

Indpur Gram Panchayat
P.o- Indpur, Dist- Bankura

The Pradhan, Indpur Gram Panchayat hereby invites sealed e- Tender from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e-NITs, e-NIT No.15, E-NIT NO.16, Date : **11/02/2025**. All information available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Indpur Gram Panchayat

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA

Tender and is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIT/NIeT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIeT-22/CFC-BG/ 2024- 25{2nd Call)	Purchasing of Tubewell Parts	06-02-2025	1	14-02-2025 up to 05:30 A.M.	17-02-2025
NIT-24/CFC-BG/ 2024-25	Installation of Solar Light	12-02-2025	4	20-02-2025 up to 5:00 P.M.	21-02-2025
NIT-25/CFC-BG/ 2024-25	Tubewell and Concrete Drain	12-02-2025	3	20-02-2025 up to 5:00 P.M.	21-02-2025
NIeT-26/CFC-BG/ 2024-25	Bathing Ghat and Concrete Drain	13-02-2025	2	21-02-2025 up to 11:30 A.M.	23-02-2025

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan, Onda 1 G.P**

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড
কর্পোরেট আইটেনটিফিকেশন নম্বরঃ এল৫০৫০০ডব্লু১৯৬৪পিএলসি০২৬০৫৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, থানা-শেক্সপিয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.co.in, ইমেলঃ foundryfuel@gmail.com
টেলিফোন নং.ঃ ০৩৩-৪০৬৬ ৮০৭২

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	৩১ মার্চ, ২০২৪
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
	অপারেশন থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে এবং/অথবা ব্যতিক্রমী আইটেম)	(৪.৫৫)	(৪.৩৭)	(৪.৮৬)	(১২.৬৩)	(১৩.৯৯)	(২৫.০৫)
	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে, (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(৪.৫৫)	(৪.৩৭)	(৪.৮৬)	(১২.৬৩)	(১৩.৯৯)	(২৫.০৫)
	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	(৪.৫৫)	(৪.৩৭)	(৪.৮৬)	(১২.৬৩)	(১৩.৯৯)	(২৫.০৫)
	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	(৪.৫৫)	(৪.৩৭)	(৪.৮৬)	(১২.৬৩)	(১৩.৯৯)	(২৫.০৫)
	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ার সহ)	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪
	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)						(৯০১.৫৩)
	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) [চলমান এবং বন্ধ থাকা কার্যক্রমের জন্য] ১. মৌলিক	(০.০৬)	(০.০৫)	(০.০৬)	(০.১৬)	(০.১৭)	(০.৩১)
	২. মিশ্র	(০.০৬)	(০.০৫)	(০.০৬)	(০.১৬)	(০.১৭)	(০.৩১)

মন্তব্যঃ ১. উপরোক্তটি ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি যা এসইবিআই (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (সংশোধিত) এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.foundryfuel.co.in-এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
৩. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('এসইবিআই') দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড Ind AS অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের জন্য এবং পক্ষে
ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড
স্বা/- **নীকেশ ওসয়াল**
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৭৮৯৫৩৫৭

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বিপন্ন বন ও বন্যপ্রাণ বাঁচাতে সাইকেল র্যালি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বিপন্ন বন ও বন্যপ্রাণ বাঁচাতে সাইকেল র্যালি। পরিবেশপ্রেমীদের উদ্যোগে প্রায় ৭০ কিলোমিটার পথ জুড়ে আয়োজন হয় এই স্যাইকেল র্যালির। জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে এই র্যালির আয়োজন হয়। পাশাপাশি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্যরাও শামিল হন এই সাইকেল র্যালিতে। চোরাকারবারিদের হাতে বিপন্ন ডুয়ার্স এর বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষার দাবিই ছিল এই র্যালির মূল উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে বন ও বন্যপ্রানীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর চিকিৎসার জন্য পশু চিকিৎসালয় তৈরী করা, অসুস্থ হাতির দ্রুত চিকিৎসার দাবী, যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্যদের জীবিকার্জনের সমস্যা মেটানো সহ মোট দশদফা দাবী নিয়ে এদিন সাইকেল র্যালিটি শুরু হয়। ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে জলপাইগুড়ির, গরুমারা জাতীয় উদ্যান এর গরুমারা সাউথ রেঞ্জ দফতরের সামনে থেকে শুরু হয়।

HIJALNA GRAM PANCHAYAT
BADGACHA::PURBA BURDWAN
(Under Raina-I Panchayat Samity)

e-tender are invited by the Prodhan, Hijalna Gram Panchayat from bonafied and experience contractors for CONSTRUCTION OF CC ROAD AND CONSTRUCTION OF COVER DRAIN UNDER HIJALNA GP from 15th FC Untied and Tied Fund 2024-2025. Vide NIT Memo No-66/HGP, 67/HGP Date-12/02/2025, For further details please visit http://wbtendar.gov.in portal. and see Tendar ID 2025_ZPHD_814948_1_2, 2025_ZPHD_815004_1_2.

Sd/-Prodhan
HIJALNA Gram Panchayat

Panchghara Gram Panchayat
Joykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING E-TENDER

The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: **NIT NO: 076/ PGP/2025, DT: 12/02/2025, Sl No: 1 to 4, NIT NO: 077/PGP/2025, DT: 12/02/2025, Sl No: 1 to 8, NIT NO: 080/PGP/2025, DT: 12/02/2025**, Sl No: 1 & 2 Bid submission start date (Online) **12/02/2025 at 6.00 pm** and last date for online Bid submission up to 2**2/02/2025 at 2.00 pm.** The details information and uploading / Downloading are available in the website.

Sd/-
Pradhan,
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT

TENDER NOTICE
Jagatballavpur-II Gram Panchayet, Howrah

NIT MEMO No. JBPUR-II/21/ 2025, Dated:10.02.2025, Last date of Tender droping: **21.02.2025, 05.30PM**, Date of opening of Technical Bids: **24.02.2025, 11.30 AM**. Details Contact: **wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting E-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following works: (1) NIT No. 708/E-NIT/KGP/ 2024-25, (2) NIT No. 709/E-NIT/KGP/2024-25, (3) NIT No. 710/ E-NIT/KGP/2024- 25, (4) NIT No. 711/E-NIT/KGP/2024-25, (5) NIT No. 712/E-NIT/KGP/2024-25, (6) NIT No. 713/E- NIT/KGP/ 2024-25, (7) NIT No. 714/E-NIT/KGP/2024-25 . Last date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before **21/02/2025 up to 6 PM**. Date of Opening of Tender (online)for Technical on **24/02/2025 at 11 A.M.** & Financial at 1 P.M. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

OFFICE OF THE
AGOYA-NARRAH GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER No. 06/ANGP/24-25

The Pradhan, Agoya-Narrah Gram Panchayat invites Sealed tender for the 12(Twelve)Nos. different works. Date of sale of Tender form on any working day from **12/02/2025 to 19/02/2025(from 1.30 PM to 11.30 AM)**. Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **19/02/2025 up to 2.30 PM**. Date of Opening of Tender **20/02/2025 at 1.00 PM.** For details visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Agoya Narrah Gram Panchayat

Office of The Block Development Officer
Panchla Development Block
Bikihakola, Panchla, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER No. 71/MAME/BDO/PANCHLA/2024-2025

For and on behalf of the Block Development Officer, Panchla Development Block invites sealed percentage rate tender for total 2(Two)Nos. different works. Last date of Submission of Bid (online) 19/02/2025 at 17.00 Hrs. Date of Opening of Bid(Technical) 21/02/ 2025 at 15:00 Hrs. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Panchla Development Block
Panchla, Howrah

জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত, হরিপাল, হুগলি

দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি নং **71/JGP/2025** তারিখ **06.02.2025, 84/ JGP/2025** তারিখ **12.02.2025**

অত্র পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত 15 th CFC তহবিল হইতে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের উদ্দেশ্যে online দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ঃ **71/JGP/2025** ১৫.০২.২০২৫ ও - **84/JGP/2025** ২২।০২।২০২৫, ১২.০০ টা পর্যন্ত।
Website: https://wbtenders.gov.in

প্রধান
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়ত

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৫ **তারিখ ঃ ১০.০২.২০২৫**

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ জানতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের **ই-অকশন লিজিং মডিউল** দেখুন। **ক্যাটালগ নং. পার্ক-এইচডব্লুএইচ-এফইবি-০৪, নিলাম শুরুর তারিখ/সময়ঃ** ২৪.০২.২০২৫, বেলা ১২টায়। **ক্র. নং, লট নং এবং স্টেশনের নাম** নিম্নরূপঃ **১.** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনজিএক্স-টিডব্লু-২৫৮-২৪-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান), নিগান। **২.** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিএকে-টিডব্লু-২৬১-২৫-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান), তারকেশ্বর, ৩. পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-টিডব্লু-১৮৩-২৪-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান), চন্দননগর, ৪. পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এমইউইউ-টিডব্লু-৬৪-২৫-১ (পার্কিং - দ্বিচক্রযান), মানকুণ্ডু।

HWH-597/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৪০, তারিখ ১১.০২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৩৪২, কাজের নাম ঃ** ১) ভদ্রেশ্বর স্টেশনে পুরোনো এবং বয়ঃভারে জীর্ণ প্যানেল ইন্টারলকিং স্টেশনগুলির ইআই-তে প্রতিস্থাপিত করার জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৩,৫৩,১৫৫ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৮৭,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২০ দিন। **ক্রম নং ২, টেন্ডার নংঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৩৯৫, কাজের নাম ঃ** ২) এইএন/টিআর./এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/বিএমজির শাখায় ডিপ পিট ১-৫ পাথওয়ের সম্প্রসারণ এবং পরিবহন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এসওয়াইএই কোচিং কমপ্লেক্স পিট লাইন ১-৫ ট্র্যাকের সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৩৮,৪৮৯ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪৮,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-600/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DHAVAL EXPORTS LIMITED
CIN : L51900WB2005PLC101305
Regd. Office : P-9, Shibtolla Street, 4th Floor, Kolkata-700 007

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2024 [See regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ending 31.12.2024	Year to date figures/ previous year ending 31.12.23	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.12.2023
1	Total Income from Operations	-	-	-
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(5.865)	(5.723)	1.120
3	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(5.865)	(5.723)	1.120
4	Net Profit /(Loss) for the period (after Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(5.865)	(5.723)	1.120
5	The Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))]	(5.865)	(5.723)	1.120
6	Equity Share Capital	99.600	99.600	99.600
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	179.646	179.646	179.646
8	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1, Basic :	(0.589)	(0.575)	0.112
	2. Diluted:	(0.589)	(0.575)	0.112

Notes :
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.
b) The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
c) #- Exceptional an/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind -AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

FOR DHAVAL EXPORTS LIMITED
Sd/-
Nitesh Jain
Director

Place : Kolkata
Dated : 13.02.2024

Mathew Easow Research Securities Ltd.
Regd. Off.: 128, Rashbehari Avenue, Rajkamal Building, 1st Floor, Kolkata - 700 029 : **Email :** mers.ltd@gmail.com , **Website :** www.mersl.co.in
CIN - L74910WB1994PLC064483

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(₹. in Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from operations	83.47	81.80	61.22	205.71	185.75	1454.19
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	2.76	3.70	1.15	9.50	4.84	8.22
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary items)	2.76	3.70	1.15	9.50	4.84	8.22
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary items)	1.76	2.70	1.15	6.70	3.87	6.02
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1.76	2.70	1.15	6.70	3.87	6.02
6	Equity Share Capital	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)		-	-	-	-	744.52
8	Earnings Per Share (of ₹.10/- each) (for continuing and discontinuing operations):						
	Basic (₹)	0.03	0.04	0.02	0.10	0.06	0.09
	Diluted (₹)	0.03	0.04	0.02	0.10	0.06	0.09

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on February, 12, 2025. It has been subjected to limited review by the statutory auditor of the company.
2. The Company is primarily engaged in NBFC activities.In terms of Ind AS 108 - 'Operating Segments', the company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. The financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.mersl.co.in.
4. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For Mathew Easow Research Securities Limited
Sd/-
Beda Nand Choudhary
Whole Time Director
DIN - 00080175)

Place : Kolkata
Dated : 12.02.2025

ভ্রমণ

ঘুরতে যেতে চেনা পথ ভুলে পাড়ি দিন

চেনা ছকের বাইরে বেরিয়ে অন্য স্থানের সৌন্দর্য খুঁজে বের করার খিদে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে পর্যটকদের। কর্মক্ষেত্রের চাপ কিংবা সংসারের চাপে হাঁপিয়ে ওঠা মন একটু মুক্ত বাতাসের খোঁজে অস্থির

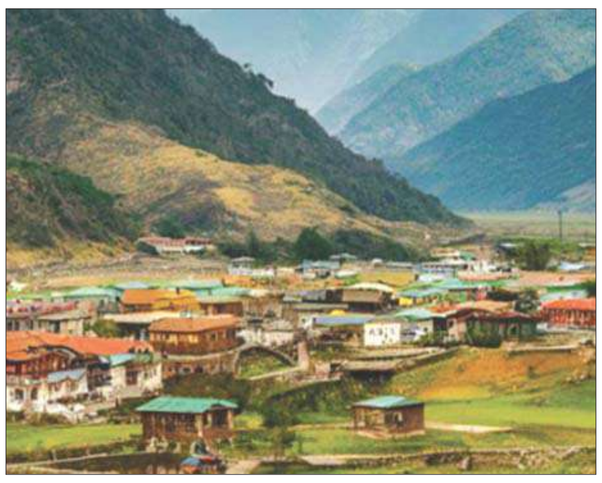

হয়ে ওঠে। ঠিক তখনই টুক করে ব্যাগটা গুছিয়ে অচেনার সন্ধানে পাড়ি দেন ভ্রমণপ্রেমিরা। আপনিও ভিড়ে ঠাসা জায়গার বাইরে ঘুরতে চাইলে যেতেই পারেন। সেরকম কিছু জায়গার কথা বলা হচ্ছে-

জুকো ভ্যালি- নাগাল্যান্ডের মায়াবী উপত্যকা জুকো ভ্যালি। যেদিকে তাকাবেন বুনো ফুলের মেলা চোখে পড়বে। মরশুমি ফুল, গাছপালা, উঁচু পাহাড়ের সৌন্দর্যে মন হয়ে উঠবে আপন ভোলা। আর যদি থাকে ট্রেকিংয়ের শখ, তাহলে চোখ কান বুজে চলে যান জুকো ভ্যালি। হাত বাড়িয়ে প্রকৃতি আপনাকে স্বাগত জানাবে। পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড এবং মণিপুর রাজ্যের সীমানা অঞ্চলে এই উপত্যকা। শোনা যায়, এখানে যে ফুল ফোটে, তা দেশের অন্য কোথাও দেখা যায় না। জুকো ভ্যালি যাওয়ার দুটো পয়েন্ট, ভিসামা আর জাখামা। লম্বা, ঘন গাছের সারির মধ্য দিয়ে হাঁটা পথ। পাশাপাশি ২-৩ জন হেঁটে যেতে পারবে। মাঝে মাঝে ম্যাপেল গাছের পাতা সারিবদ্ধ ভাবে রাস্তা দখল করেছে। প্রায় ১ কিলোমিটার মতো খাড়া পথ। তবে শিখড়ে পৌঁছানোর পর সমস্ত ক্লান্তির ছুটি হবেই হবে। চোখের সামনে তখন সাদা মেঘের ভেলা আর নাম না জানা অগুন্তি পাহাড়ের চূড়া।

বেতাব ভ্যালি- জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র বেতাব ভ্যালি। এই ভ্যালি হজন উপত্যকা বা হেগেন ভ্যালি নামেও পরিচিত। সানি দেওল এবং অমৃতা সিংয়ের প্রথম ছবি ' নামানুসারে নামকরণ করা হয়। অনন্তনাগ জেলার পহেলগাম থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পাইন বনে ঘেরা এই উপত্যকার মনোরম পরিবেশ আপনাকে হাতছানি দেবেই। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে লিডার নদী। এছাড়াও নানা প্রজাতির পাখির আবাসস্থল এই উপত্যকা পর্যটকদের কাছে স্বর্গরাজ্য।

ট্রেকিং এবং ক্যাম্পিংয়ের জন্যও এই উপত্যকা জনপ্রিয়। এটিই অমরনাথ যাত্রার প্রবেশদ্বার। বেতাব ভ্যালিতে প্রবেশের মূল্য জনপ্রতি ৫০ টাকা। সকাল সাড়ে ৭ টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত ঘুরে দেখতে পারবেন। এই ভ্যালির কাছাকাছি দর্শনীয় স্থানগুলি হল চন্দনওয়াড়ি, আরু ভ্যালি এবং লিডার অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। এই উপত্যকায় ঘুরতে যাওয়ার সেরা সময় মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস। এই সময় উপত্যকাটি ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

কানহা ন্যাশনাল পার্ক- মধ্যপ্রদেশের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যান কানহা ন্যাশনাল পার্ক। বন্যপ্রাণী এবং বাঘ সংরক্ষণের জন্য বিখ্যাত। এখানে শিকারী এবং শিকার উভয়েরই বেড়ে ওঠার মতো বিশাল জায়গা রয়েছে। কানহা তার চিরসবুজ শাল বনের জন্যও ভীষণ পরিচিত। এখানে ৩০০ প্রজাতির পাখি, ৪৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২৬ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৫০০ টিরও বেশি প্রজাতির পোকামাকড় রয়েছে। সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, ঢোল, ভালুক, গৌড় এবং ভারতীয় পাইথন এখানে দেখা যায়। এই রিজার্ভ পরিদর্শনের সেরা সময় ১৫ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন। জিপ সাফারি হোক বা হাতির পিঠে চড়ে ঘোরা হোক, কানহা ন্যাশনাল পার্কের প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনাকে এক অনন্য অনুভূতি দেবে। ফটোগ্রাফারদের জন্যও এই জাতীয় উদ্যান অতি আকর্ষণীয় স্থান।

মেঘালয়-মেঘালয় হল 'মেঘেদের বাড়ি।' এখানে মেঘেরা কানে কানে কতা বলে। মেঘালয় ছবির মতো সু ন্দর একটি রাজ্য। জীবনের কিছু

রঙিন মুহূর্ত কাটানোর জন্য উপযুক্ত জায়গা এটি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়ের দৃঢ়তা আর মনোরম পরিবেশ নিয়ে আজও প্রকৃতি প্রেমিকদের প্রিয় জায়গা এই মেঘালয়। মেঘালয় যাওয়ার উপযুক্ত সময় নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মনোরম পাহাড়, মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাত, প্রাকৃতিক গুহা, সু ন্দর হ্রদ, ডাউকি নদীর স্ফটিক স্বচ্ছ জল ঘুরে দেখার জন্য শীতকাল হল উপযুক্ত সময়। মেঘালয় গিয়ে আপনি ওয়াড়ি ছোড়া, মাওরিংখাং ব্যাম্বু ট্রেক, লাইটলুম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, মৌসিনরাম, নংরিয়াত, মনোলিথ পার্ক, কংথং গ্রাম, শিলং, চেরাপুঞ্জি, সোনাংপেডেংয়ের মতো জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে পারেন। এই সমস্ত জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাকে কবি অথবা প্রেমিক করেও তুলতে পারে!

জিরো ভ্যালি- অরুণাচল প্রদেশের এই উপত্যকার পরতে পরতে সৌন্দর্য। ঘন পাইনের জঙ্গল, বাঁশ বাগানে ঘেরা পাহাড়ি রাস্তা, ধাপে ধাপে ধানের খেত আর আদিবাসীদের জনজীবন নিয়ে জিরো ভ্যালি। দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে এই এলাকা জনপ্রিয় . ' মিউজিক ফেস্টিভ্যাল'-এর জন্য। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের শেষে হয় এই উৎসব। পাহাড়ের উপর সবুজের মাঝে এই অনুষ্ঠান পারফর্ম করে স্থানীয় ব্যান্ড। থাকেন আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গীতশিল্পীরাও। টানা ৪ দিন ধরে চলে গান, হইহুল্লোড়।সমগ্র উপত্যকা জুড়ে রয়েছে ছোট বড় পাহাড়। যেন সবুজ গালিচায় সাজানো। রয়েছে রডোডেনড্রন, বাঁশ, ফার্ন, পাইনের সমাহার। এই উপত্যকায় রয়েছে ট্যালি ভ্যালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। ৩০০ প্রজাতির পাখি এবং ১৭০ প্রজাতির প্রজাপতি রয়েছে। এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা আজও ঐতিহ্য মেনে মুখে উল্কি আঁকেন। জিরো উপত্যকার গ্রামগুলো ঘুরে দেখার পাশাপাশি যেতে পারেন মেঘনা কেভ মন্দির, কিলে পাখো, জিরো পুতো ইত্যাদি জায়গায়। তাই আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ুন। আর উপভোগ করুন প্রকৃতির সৌন্দর্য।

আমেরিকা গাজার দখল নেবেই ঘোষণা ট্রাম্পের

১২ ফেব্রুয়ারি ঃ আমেরিকা গাজার দখল নেবেই। এমন দাবি আগেই করেছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তাঁকে বলতে শোনা গেল, আমরা গাজার দখল নেব। আমাদের ওটা কিনতে হবে না। ওখানে কেনার মতো কিছুই নেই। আমরা গাজা নিয়ে নেব নিতে চলেছি। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাতের পরই এমন ঘোষণা করলেন বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। ওভালে নিজের অফিসে বসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, আমরা অবশেষে এটা শুরু করতে চলেছি। মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জন্য এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে গাজার অধিবাসীদের ভবিষ্য কী হবে? এবিষয়ে আগেই ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, রণক্লান্ত ওই অঞ্চল ' করতে সেখানকার ২২ লক্ষ

প্যালেস্তিনীয়কে মধ্যপ্রাচ্যের ওই ভূখণ্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মিশর, জর্ডনের মতো প্রতিবেশী দেশগুলিকে অনুরোধও করেন ট্রাম্প।

এদিনও সেই প্রসঙ্গ উঠলে ট্রাম্প দাবি করেন, প্যালেস্তিনীয়রা গাজা ছাড়তে পারলে খুশিই হবেন। কেননা সেখানে এই মুহূর্তে তাঁরা যে জীবন কাটাচ্ছেন তা ভয়াবহ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কে বলতে শোনা গিয়েছে, একবার ভেবে দেখুন ওঁরা কেমনভাবে বেঁচে আছেন। গোটা বিশ্বে এমনভাবে কেউ বেঁচে নেই। যে বাড়িগুলি ভেঙে পড়েছে বা ভেঙে পড়ছে এখনও সেগুলিরই তলায় বা আড়ালে আশ্রয় নিতে হচ্ছে ওঁদের। এর ফলে রোজই মানুষ মারা যাচ্ছেন। ভয়াবহ পরিস্থিতি। বেঁচে থাকার জন্য গাজা ভূখণ্ডের চেয়ে খারাপ জায়গা বর্তমানে পৃথিবীতে কোথাও নেই। এদিকে হামাস-ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই, যেন বারুদের স্তূপের উপরে রয়েছে সবটাই। যে কোনও মুহূর্তে ফের ঘটে যেতে পারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে আসরে অবতীর্ণ হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রাম্পের পর যুদ্ধবিরতি প্রত্যাহারের হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর

১২ ফেব্রুয়ারি ঃ গাজায় কি ফের রক্তগঙ্গা বইবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের পর এবার যুদ্ধবিরতি প্রত্যাহারের হুঁশিয়ারি দিলেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, শনিবার দুপুরের মধ্যে যদি পণবঃিদদের মুক্তি না দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রত্যাহার করা হবে। এর জন্য দায়ী থাকবে হামাস। হামাসের তরফে দাবি করা হয়েছে, ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তির বেশ কিছু শর্ত লঙ্ঘন করেছে। শান্তিচুক্তির পরেও নেতানিয়াহুর সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের। আরও অভিযোগ, প্যালেস্তিনীয়দের উত্তর গাজায় ফিরতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমনকী গাজায় ত্রাণ সাহায্য পৌঁছাতে দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলি পণবঃিদদের মুক্তি দেওয়া আপাতত বন্ধ রেখেছে হামাস। যা নিয়ে সোমবার কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার হোয়াইট হাউসে দাঁড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে যদি সব বন্দি (ইজরায়েলি) ফিরে না আসেন, তবে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি বাতিল করা হবে। এমনকী হামাসের উদ্দেশে ট্রাম্প তোপ দাগেন, এবার নরক নেমে আসবে। মঙ্গলবার একই সুরে হামাসকে হুঁশিয়ারি দিলেন নেতানিয়াহু! কার্যত নতুন করে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, হামাস বঃিদদের মুক্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ইজরায়েলও কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার রাত থেকেই গাজা উপত্যকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সেনা মোতায়েন শুরু হয়েছে। এদিকে বুধবার নতুন করে গাজা দখল করার হুঁশিয়ার দিয়েছেন ট্রাম্প। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা গাজার দখল নেব। আমাদের ওটা কিনতে হবে না। ওখানে কেনার মতো কিছুই নেই। আমরা গাজা নিয়ে নেব নিতে চলেছি। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাতের পরই এমন ঘোষণা করলেন বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। কিন্তু সেক্ষেত্রে গাজার অধিবাসীদের ভবিষ্য কী । এবিষয়ে আগেই ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, রণক্লান্ত ওই অঞ্চল ' করতে সেখানকার ২২ লক্ষ প্যালেস্তিনীয়কে মধ্যপ্রাচ্যের ওই ভূখণ্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মিশর, জর্ডনের মতো প্রতিবেশী দেশগুলিকে অনুরোধও করেন ট্রাম্প।

মার্সেই শহরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

মার্সে, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ফ্রান্সের মার্সে শহরে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে শহীদ ভারতীয় সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁও। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ মার্সেইয়ের মাজারগুয়েস ওয়ার সমাধিস্থলে বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রাণ হারানো ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কিছু সময়ের জন্য নীরবতা পালন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। এরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ যৌথভাবে মার্সেইলে ভারতীয় কনস্যুলেটের উদ্বোধন করেছেন। ভারতীয় কনস্যুলেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয়রা, তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

দিল্লিতে আপ-কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হলে ফল ভিন্ন হতোঃ ফারুক আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি (এএপি) ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হলে ফলাফল ভিন্ন হতে পারত। তাপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ। বুধবার ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, উন্মাদনা (ইন্ডি জোট) এখনও একই রকম রয়েছে, কিন্তু আমরা দিল্লিতে কিছু ভুল করেছি। দিল্লিতে এএপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে যদি একটি সমঝোতা হত, ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। আমাদের সমস্ত নেতাদের বৈঠকে এই সব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, এই বিষয়টি বহু বছর ধরে ঝুলে আছে। মানুষ কী মনে করে কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা দিলে সন্ত্রাসবাদের অবসান হবে? গতকালই আমাদের একজন সৈন্য শহীদ হয়েছেন। শুধুমাত্র শান্তিই এখানে কিছু করতে পারে।

মহাকুম্ভ তৈরি করতে চলেছে অনন্য অর্থনীতির নজির

প্রয়াগরাজ, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাকুম্ভের নগরীতে সমুদ্রমন্থন দ্বারের কাছে রাস্তার বাঁ ধারে বছর ছয়ের এক বালিকা দ।রি খেলা দেখাচ্ছে। রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা, নিচে দাঁ।য়ে ডুগডুগি বাজাচ্ছে ওর বাবা। সঙ্গমমুখী রাস্তার ধরে মিনিট পাঁচ এগোলে এরকমই আর এক ' রোজ দ।রি ওপর ওঠে রোজ সকাল সাতটায়। ওর বিশেষত্ব হাঁটু মুড়ে বসা। মনে হয়, পায়ের একটা অংশ নেই। নিচে পাহারাদার ওর মা। এই দুই বালিকার মত হরেক পেশার, নানা ধরণের মানুষ মহাব্যস্ত প্রয়াগের মহাকুম্ভে। যেমন আর এক বালিকা অনামিকা। রাস্তার ধারে বসে বিক্রি করছে শক্ত কাগজের তৈরি নৌকোর আদলে নাইয়া। প্রতি ' কিছু লাল-হলুদ ছোটো গাঁদা, মাঝে মাটির প্রদীপ, ধারে আগরবাতি লাগানোর জায়গা। প্রতিটির দাম ২০ টাকা। দিনে কয়েকশো টাকা উপার্জন। সঙ্গম যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে হাজার রকম বিক্রেতা। হরেক রঙের, হরেক মাপের রুদ্রাক্ষের মালা, গেরুয়া পতাকা, রামের নাম লেখা পাঞ্জাবি, মূর্তি, দেবতার বিশেষ ধরণের প্রসাদের মো।ক- এ সব যেমন আছে, তেমনই আছে আইসক্রিম, খেলনা, মেয়েদের সাজগোজের জিনিস প্রভৃতি। মহাকুম্ভ উপলক্ষে কী হকার, কী ব। দোকান প্রত্যেকের ব্যবসা রীতিমত বেড়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য বেড়েছে হোটেল, রেস্তোঁরা, হোম স্টে-র ব্যস্ততা ও আয়। পুণ্যার্থীরা অনেকে এসে ধাতব টাকাপয়সা ফেলছেন জলে। কত টাকা মোট জলে যাচ্ছে, তার হিসেব কে রাখেন? কিন্তু বেশ কিছু লোক বা ছেলে ব্যস্ততাময় হাঁটুজল থেকে কাদা ছেঁচে সেই পয়সা তোলা। কপাল ভালো থাকলে, মহাকুম্ভের এক পুণ্যদিনেই কয়েকশো টাকা তুলছেন। মহাকুম্ভ মেলা ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব এবং লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। ২০২৫ সালের মহাকুম্ভ মেলা থেকে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে উত্তর প্রদেশ সরকার আশা প্রকাশ করেছে। কীভাবে রাজস্ব আয় করছে? পরিষেবার জন্য পরিবহন, খাদ্য, আবাসন, খুচরা বিক্রয় এবং অন্যান্য পরিষেবার জন্য মানুষ খরচ করছে। নানা ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কুম্ভমেলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। ব্র্যান্ডিং অধিকার আইটিসি, কোকা-কোলা এবং আদানি গ্রুপের মতো ব্র্যান্ডগুলি ₹৩৬০০ কোটি টাকার ব্র্যান্ডিং অধিকার কিনে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালের কুম্ভমেলায়, দর্শনার্থীদের দৈনিক গড়ে জনপ্রতি খরচ ছিল ₹৩০০-₹৫০০, যা স্থানীয় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ২০২৫ সালের জন্য মুদ্রাস্ফীতি-সমন্বিত খরচের সাথে সংখ্যাটি জনপ্রতি দৈনিক ₹৬০০-₹৭৫০-এ উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এসবের ফল অর্থনৈতিক প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। অনুষ্ঠান চলাকালীন জাল নোটের প্রচলন নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, কারণ সম্প্রতি প্রয়াগরাজ থেকে মাত্র ২৬৫ কিলোমিটার দূরে শ্রাবস্তীর একটি মাদ্রাসা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মহাকুম্ভের সময় কোটি কোটি টাকা বিনিময় হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখেছে যে আর্থিক কার্যকলাপে জাল নোটের চালানোর উদ্দেশ্যে ছিল। সব মিলিয়ে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ তৈরি করতে চলেছে অনন্য অর্থনীতির নজির । ধারা

শুষ্ক আবহাওয়া থেকে রেহাই নেই, আগামী কিছু দিন শুষ্ক থাকবে হিমাচল

শিমলা, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ শুষ্ক আবহাওয়া থেকে এখনই রেহাই পাবে না হিমাচল প্রদেশ। আগামী কিছু দিন, প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে হিমাচল প্রদেশে। আবহাওয়া দফতরের মতে, আগামী সাত দিনে রাজ্যে কোনও তুষারপাত অথবা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। উঞ্চ পাহাড়ে অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জায়গায় তুষারপাত অথবা বৃষ্টিপাত হতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে, রাজ্যে শুষ্ক অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পূর্বাভাসে কৃষকরা যথেষ্টই হতাশ। কৃষিকাজের জন্য তাঁরা নতুন করে বৃষ্টিপাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

দীর্ঘ শুষ্ক আবহাওয়া আপেল গাছগুলিকে রুক্ষ্ম করে তুলেছে, বেশিরভাগ আপেল চাষিরা বলছেন, অধিকাংশ গাছগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে।

হরিয়ানায় উদ্ধার অর্ধদগ্ধ দেহ

ঝাজ্জর, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ হরিয়ানার ঝাজ্জর জেলার বাহাদুরগড়ে বুধবার সকালে কবীর বস্তি এলাকার শিব পার্বতী হনুমান মন্দিরে এক যুবকের আধপোড়া দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের বয়স আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বলে ধারণা পুলিশের। তাদের সন্দেহ, যুবককে অন্য কোথাও হত্যা করে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে এনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফরেনসিক দল তদন্ত শুরু করেছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

Name Change

I, Kamal Sk (old name) son of Gaju Sk, residing at Depara Bishnupur, P.O- Bishnupur, P.S- Kotwali, Nadia-741103, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Kamal Sek (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/02/2025. Kamal Sk (old name) and Kamal Sek (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I PRABHAT DAS,S/O JUGAL KISHORE DAS,R/O UTTAR RAMCHANDRAPUR,ANULIA,HOWRAH-711401,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABHAT KUSUM DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025,THAT PRABHAT DAS AND PRABHAT KUSUM DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NAJIRA MALLIK(OLD NAME),W/O MOHAMMAD SUJAT MALLICK,R/O VILL-AMIRA, PO-ATI,PS-DADPUR, HOOGHLY, 712305, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAJIRA MALLICK(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025,THAT NAJIRA MALLIK AND NAJIRA MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ABUL KHAIR(OLD NAME),S/O A.K.M LUTFAR RAHAMAN,R/O VILL-AMIRA,PO-ATI,PS-DADPUR, HOOGHLY, 712305, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH BAJRUL RAHAMAN(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025,THAT ABUL KHAIR AND SEKH BAJRUL RAHAMANALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, PUROSHOTTAM DAS GOEL,SON OF LATE RAM KISHAN DASS GOEL(OLD NAME), RESIDING AT 4 ALIPORE PARK PLACE 2ND FLOOR,PS - ALIPORE, KOLKATA, PIN - 700027, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PURUSHOTTAM DASS GOEL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025.THAT PUROSHOTTAM DAS GOEL AND PURUSHOTTAM DASS GOEL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,PANKAJ JHA(OLD NAME),SON OF CHIRANJIB JHA, RESIDING AT 136 JESSORE ROAD AVANI OXFORD 2 BL-3 FLAT 1C, LAKE TOWN,PS - LAKE TOWN,BIDHANNAGAR,PIN - 700055,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PANKAJ KUMAR JHA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025.THAT PANKAJ JHA AND PANKAJ KUMAR JHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,PRATIBHA(OLD NAME),WIFE OF PANKAJ KUMAR JHA, RESIDING AT 136 JESSORE ROAD AVANI OXFORD 2 BL-3 FLAT 1C, LAKE TOWN,PS - LAKE TOWN,BIDHANNAGAR,PIN - 700055,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRATIBHA JHA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025.THAT PRATIBHA AND PRATIBHA JHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ABDUL SABIR ALI,S/O ABDUL KADRA, RESIDING AT DEARA, RAJBATI, RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS - 700135,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABIR ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025. THAT ABDUL SABIR ALI AND SABIR ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MOTIUR RAHAMAN MOLLA,SON OF MEHEBUB ALI MOLLA, RESIDING AT VILL & PO - CHATTAKALIKAPUR, PS-MAHESHTALA, SOUTH 24 PARGANAS - 700141,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MATIUR RAHAMAN MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025.THAT MOTIUR RAHAMAN MOLLA AND MATIUR RAHAMAN MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, RIAJUL HAQUE,SON OF SIRAJUL HAQUE MOLLA, RESIDING AT VILL & PO - CHATTAKALIKAPUR, PS-MAHESHTALA, SOUTH24PARGANAS - 700141, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAIJUL HAQUE MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025,THAT RIAJUL HAQUE AND RAIJUL HAQUE MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি Tanuja Molla (পুরাতন নাম) স্বামী Hydar Ali Molla ঠিকানা Vill - Naoda, P.o - Mediahat, P.s - Gopalnagar, District- 24 Pgs(N), Pin- 743262, West Bengal India Ld. Executive Magistrate (First Class) at Bongaon Dated 06-02-2025 এর Affidavit no 812 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tanuja Khatun Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tanuja Khatun Molla (নতুন নাম) ও Tanuja Molla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, PINKY BIBI,WIFE OF RIAJUL HAQUE MOLLA, RESIDING AT VILL & PO - CHATTAKALIKAPUR, PS-MAHESHTALA, SOUTH24PARGANAS - 700141,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NURAKSANA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/02/2025. THAT PINKY BIBI AND NURAKSANA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SOURAV PAUL. S/O SANJOY PAUL RESIDING AT VILL+PO CHANDANNAGAR P.S. KRISHNAGANJ, DIST - NADIA, PIN-741509. DECLARE THAT MY FATHERS NAME HAS BEEN RECORDED MY BIRTH CERTIFICATE, MADHYAMIK ADMIT CARD, BOARD CERTIFICATE AS SANJAY PAUL, AND MY VOTER, AADHAR CARD MY FATHER NAME HAS BEEN RECORDED AS SANJOY PAUL AS PER AFFIDAVIT IN THE COURT OF LD. EXECUTIVE MAGISTRATE 1st CLASS AT KRISHNAGAR, NADIA ON 20.01.2025. SANJOY PAUL AND SANJAY PAUL BOTH IS ONE AND SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Rhytankar Ranjit Sarkar, s/o Ranjit Chandra Sarkar, residing at UPL-04 02 03, 2052, Chak Garia, Upohar The Condoville, P.O. & P.S. Panchasayar, Kolkata, West Bengal, India 700094 have changed my name and shall henceforth be known as Rhytankar Sarkar as declared before the Notary Public at Alipore Court, South 24 Parganas, vide Affidavit No. 60 dated 07.02.2025 Rhytankar Ranjit Sarkar and Rhytankar Sarkar both are same and identical person.

Name Change

I,Imam Akhtar S/o Karimulla Residing at Victoria Lane Telinipara,Bhadreshwar,P.O.-Telinipara,P.S-,BhadreshwarDist-Hooghly,W.B.My Father's actual name is Karimulla instead of Md Karimullah before the Ld.judicial Magistrate,1st class at chandannagar. on 05/02/25.Karimulla and Md Karimullah both are the same & one identical person.

Name Change

I, Mostafa Mohammed S/o Late Sk Iyad Ali Residing at Vill - Purba Keshabpur, P.o - Bajitpur, P.s - Dhaniakhali, District - Hooghly, Pin- 712405 West Bengal India shall henceforth be known as Sk Mostafa. I declare that Mostafa Mohammed and Sk Mostafa is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-02-2025.

Name Change

I, Habib Ahsan S/o Sk. Ahsan Humayun Residing at 12, Naskarhat District Board Road, P.o - Tiljala, P.s - Kasba, District - Kolkata, Pin- 700039, West Bengal India that my Minor Daughter who was previously known as Audrijaa Ahsan shall henceforth be known as Audrijaa Sarkar by virtue of an affidavit sworn before the Ld chief Metropolitan Magistrate at Kolkata vide affidavit no 156 Date 07-01-2023. I Declare that My Minor Daughter Audrijaa Ahsan and Audrijaa Sarkar both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Tanuja Molla (পুরাতন নাম) স্বামী Hydar Ali Molla ঠিকানা Vill - Naoda, P.o - Mediahat, P.s - Gopalnagar, District- 24 Pgs(N), Pin- 743262, West Bengal India Ld. Executive Magistrate (First Class) at Bongaon Dated 06-02-2025 এবং Affidavit no 811 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tanuja Khatun Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tanuja Khatun Molla (নতুন নাম) ও Tanuja Molla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Habib Ahsan S/o Sk. Ahsan Humayun Residing at 12, Naskarhat District Board Road, P.o - Tiljala, P.s - Kasba, District - Kolkata, Pin- 700039, West Bengal India that my Minor Daughter who was previously known as Audrijaa Ahsan shall henceforth be known as Audrijaa Sarkar by virtue of an affidavit sworn before the Ld chief Metropolitan Magistrate at Kolkata vide affidavit no 156 Date 07-01-2023. I Declare that My Minor Daughter Audrijaa Ahsan and Audrijaa Sarkar both are same and one identical person.

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মথুরাপুর শাখাগ্রামঃদেওয়ানহাট, পোঃ মথুরাপুর, জেলাঃ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৫৪

পরিশিষ্ট -IV নিয়ম-৮(১) দেখুন — পরিশিষ্ট এফ

দখলের বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী, ২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের ৩ নম্বর ধারার ১৩(১২) অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ০৬-০১-২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যাতে **ঋণগ্রহীতা জনাব সহিদ হোসেন লস্কর**কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬,৬০,২৫১.১৩ (ছয় লক্ষ ষাট হাজার দুইশ একান্ন টাকা তেরো পয়সা)** নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা যদি অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ২০২৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ৬,৬০,২৫১.১৩১ টাকা এবং তার উপর সুদের চার্জ আদায় করা হবে। ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পদ খালি করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

২০১৭ সালের উপহার দলিল নং ৮২ অনুসারে জনাব সহিদ হোসেন লস্করের নামে জমি ও ভবনের ইকিউএম, যা দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, তেঁতুলবেড়িয়া গ্রাম ও মৌজায়, থানা- মথুরাপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪১১৩৮, এলআর খতিয়ান নং - ৫৫৮ এর অধীনে আরএস অ্যান্ড এলআর প্লট নং ২২৭, বর্তমানে ১০৪৭, আরএস জেএল নং - ২৩, এলআর জেএল নং-৮, ৪ ডিসেম্বর বাস্তু জমির পরিমাপ এবং ভবনের ক্ষেত্রফল ১৩৬১ বর্গফুট কমবেশি। **সীমানাঃ উত্তরে** সহিদ হোসেন লস্কর ও অন্যান্যদের সম্পত্তি। দক্ষিণে মাকসেদুর রহমান লস্করের বাড়ি। **পূর্বে** পঞ্চায়েত রোড। **পশ্চিমে** সহিদ হোসেন লস্কর ও অন্যান্যদের সম্পত্তি।

সাক্ষর- প্রধান ব্যবস্থাপক এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা

তারিখঃ১২.০২.২০২৫

স্থানঃ মথুরাপুর

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বিধায়কের উন্নয়ন তহবিলের টাকায় আয়োজিত হল অ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠান

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার বিকেলে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় মহেশগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে আয়োজিত হল অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠান। নবদ্বীপের তৃণমূল বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহার উন্নয়ন তহবিলের টাকায় সিপিআইএম পরিচালিত মায়াপুর বামনপুকুর ১ পঞ্চায়েতের হাতে নতুন অ্যাম্বুলেন্স তুলে দেওয়া হল অ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে। মায়াপুর বামনপুকুর ১ পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সওকত জাহানের হাতে অ্যাম্বুলেন্সের চাবি তুলে দিলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। বিধায়কের উন্নয়ন তহবিলের টাকায় সিপিআইএম পরিচালিত পঞ্চায়েতকে অ্যাম্বুলেন্স প্রদানের বিষয়ে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা আয়েব নবি সেখ জানান এটি একটি ভালো উদ্যোগ। তিনি বলেন আমি মনে করি শুধু এই পঞ্চায়েতই নয়, প্রতিটি পঞ্চায়েতকেই এই ধরনের অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা উচিত। অ্যাম্বুলেন্স মানে মুমূর্ষু রোগীদের জন্য। তাই এখানে রং দেখা উচিত নয়। অপরদিকে নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, উন্নয়নমূলক কাজে আমরা কোন রং দেখিনা। তাই বিধায়কের উন্নয়ন তহবিলের ৮ লাখেরও বেশি টাকায় একটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হলো সিপিআইএম পরিচালিত মায়াপুর বামনপুকুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে। এদিন প্রদীপ প্রজ্জলন করে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন নবদ্বীপ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনিশ নন্দী ও পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা। এদিনের অনুষ্ঠানে পুরপিতা ও ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জুরানী ঘোষ, সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অজয় কর, ব্লক তৃণমূলের সভাপতি কল্লোল কর, নবদ্বীপ ব্লকের ৮ টি পঞ্চায়েতের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

যুবক- যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমানের বীরপুর কমলপুরের সন্নিকট আমার গ্রাম এলাকার ফাঁকা মাঠে জামগাছে বুধবার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল যুবক- যুবতীর। এলাকার বাসিন্দারা জানান, এদিন সকালে গ্রামে হাট বসেছিল সেই সময়ই ওই দুজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এলাকার মানুষজন। তার কিছুক্ষণ পরেই মাঠে কাজে গিয়ে এলাকার লোক দেখতে পায় ফাঁকা মাঠের মধ্যে জামগাছে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই দুজনকে। খবর দেওয়া হয় বর্ধমান সদর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে দুজনার মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এলাকার মানুষজন জানিয়েছে ওই যুবতী বিবাহিত তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডে জানা গেছে তার বাড়ি মালদা এলাকায়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। গ্রামবাসীর দাবি তারা প্রেমিক- প্রেমিকাই ছিল আত্মহত্যা করেছে। আর ছেলেটির বাড়ি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ঝাড়খণ্ডে, ছেলেটির নাম জানা যায় চুনা রাম মান্ডি, আর মেয়েটির নাম সুকুরমনি হেমব্রম।

কৃষ্ণনগরে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে ধস, বন্ধ যান চলাচল

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে ধসের জেরে বন্ধ যান চলাচল। জানা গেছে, কৃষ্ণনগরে ১২ নং জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে বড়সড় ধস নামে। এর ফলে বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। জানা যাচ্ছে, কৃষ্ণনগরের পিডব্লুডি মোড়ের কাছে জলঙ্গি নদীর উপর নির্মিত দ্বিজেন্দ্র সেতুতে ওঠার ঠিক আগেই সার্ভিস রোডে ধস নামে। ফলে কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুরগামী রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে অন্য লেন দিয়ে যান চলাচল করানো হচ্ছে।

মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বুড়োরাজ মন্দিরে ভক্তবৃন্দদের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের পাটুলির জামালপুর বুড়োরাজ মন্দিরে উপচে পড়া ভক্তবৃন্দদের ভিড়। এদিন বুধবার সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে বহু ভক্তরা বাবা বুড়োরাজের মাথায় জল ঢালার জন্য। বেলা বাড়তেই ভক্তদের ভিড়ের সংখ্যাও বাড়তে থাকে মন্দির চত্বরে, এই প্রসঙ্গে মন্দিরের সেবাইত কৌশিক ব্যানার্জি তিনি বলেন সকাল থেকে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়েছে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের নজরদারিও ছিল চোখে পড়ার মতন, পাশাপাশি কোন ভক্ত যাতে অস্ত্র নিয়ে মন্দির চত্বরে প্রবেশ না করতে পারে সেই কারণে মন্দির কমিটির তরফে প্রচার করা হয়েছে।

E-Tender Notice
N.I.T. No-60/BGP/2024-2025
Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Tied Fund). Last date of online bid submission-**20/02/2025.** For details information contact.
Sd/-Prodhan,
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I, Purba Bardhaman

Office of the
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad
Phone , Fax-03483-230226, Email- bdosuti1@gmail.com
Tender Notice
Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity invites sealed tender for: **1. NIT No:- 27/ 15th FC/24-25/PS., Date: 10.02.2025** under 15 th FC, vide Memo No: 73(38)/Eng./PS., Dated: 10.02.2025, Total No. of Scheme 07 (Seven) nos. Last date of Application : **14.02.2025 upto 6.00 PM**. 2. NIT No:- **27/ 15th FC/24-25/PS., Date: 12.02.2025** under 15 th FC, vide Memo No: 89(38)/Eng./PS., Dated: 12.02.2025, Total No. of Scheme 13 (Eleven) nos. Last date of Application : **20.02.2025 upto 6.00 PM.** Details visit the website **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact
Executive Officer,
Suti – I Panchayat Samity.
Ahiran : Murshidabad

e-N.I.T No-01/WBMIFMP/DPD-VI 2024-25 issued on 13.02.2025
e-N.I.T is invited by Deputy Project Director(Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP,I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9th Floor, Kol-91 from reliable, bonafide & reputed resourceful Agencies for 'Supply and installation of 1. ArcGis Online Service Credits Block of 1000 Credits - 2 units 2. ArcGis Online Creator User Type annual subscription (including pro basic) - 2 units'. Last date of bid submission is - **25.02.2025 up to 15.00 hrs.** All document and details can be obtained from **https://wbiwd.gov.in, https:// wbtenders.gov.in** and also from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91
Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI,
DPMU-II, WBMIFMP
Irrigation & Waterways Dte.

Office of the
MAHALANDI-I GRAM PANCHAYAT
Vill. Mahalandi, P.O.- Mahalandi, PS-Kandi, Dist.- Murshidabad
NIeT No. 09/MHND-I G.P./2024-25
The Prodhan, Mahalandi-I G.P. invites e-tender for total 17(Seventeen)Nos. different works. Source of Fund: 15 th CFC(TIED). Bid submission starting from **07/02/2025 from 11.30 AM up to 17/02/2025 up to 5.00 PM** . Bid opening date for Technical & Financial Proposals on **21/02/2025 at 10:30 AM**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Mahalandi-I Gram Panchayat

বার্ড ফ্লু-র আতঙ্ক, শিলিগুড়িতে কমছে মুরগির মাংসের দাম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন করে আবার বার্ড ফ্লু এর আতঙ্ক চারা দিয়ে ওঠায় আবার শিলিগুড়ির বাজারে কমতে শুরু করেছে মুরগির মাংসের দাম। শিলিগুড়িতে গত সাত দিনে, মুরগির মাংসের দাম অনেকটাই কমে গেছে , প্রায় ৫০ থেকে ৭০ টাকা। দেশি এবং বয়লার দুটি মুরগির মাংসের দামই কমে গেছে অনেকটাই। কমে গেছে ডিমের দামও। হঠাৎ করে কমে যাওয়ায়, বিক্রেতারাও প্রচন্ডভাবে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। এত দাম কমে যাবে চট করে ভাবতে পারেননি কেউই। তবে দাম কমে যাওয়ায় খুশি ক্রেতারা। তারাও জানিয়েছেন , বার্ড ফ্লু এখন আর আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না। তাই দাম কমলে আমাদেরই প্রচন্ড ভালো। শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি মুরগির মাংসের বাজারে মুরগির মাংসের দাম অনেকটাই কমে গেছে। তাই খুশি ক্রেতারাও।

Office of the
DUILA GRAM PANCHAYET
P.O.-Duila, P.S.-Sankrail, Dist - Howrah
Tender
Nit No:-17/DGP/15th/CFC/24-25 dated 12/02/2025
Prodhan Duila Gram Panchayet invites Online tender related to devolopment work at Duila Gram Panchayat area. Last date & time limit of application to participate in tender **13/02/2025 upto 09:00 a.m**. Last date & time limit for receipt of tender upto **20/02/2025 12.00 P.M.** For details visit office notice board and also **www.wbtender.gov.in**
SD/- SRABANI BAG
Pradhan Duila Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No:- **WB/HWH/UNPUR/NIET-8/BDO/24-25, Dt-12/02/2025** for 01 Nos. Scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. Tender ID- **2025_ZPHD_814998_1**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE
Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- **22/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 02)**
- No. of Work:- 2 (Two) nos.
- Last Date of Application:- **19.02.2025 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **20.02.2025 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **25.02.2025 up to 14:00** hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **25.02.2025 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
February 15, 2025	11:00 A.M.	Hangla Restaurant & Banquet, Sandha Math Para, Palpara, Krishnanagar, Nadia, Sonda P, West Bengal - 741103.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd. Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata - 700058

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক ফলাফলের (স্বতন্ত্র এবং সমন্বিত) অ-নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার (টাকা লক্ষে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ অ-নিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৪ অ-নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অ-নিরীক্ষিত	নয় মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ অ-নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অ-নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে আয় (নিট)	১২৭০.৯০	১৪৯১.৭৯	৭৪০.৬৪	৩৪৩৯.১২	২৯৭৪.৬৬	৪২৬৪.৮৯
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	১৭৬.৪৮	১৭১.৪৯	-২৬২.২৯	৪১৮.৬০	১৫৬.৫৭	২৫৯.২৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	১৭৬.৪৮	১৭১.৪৯	-৬২.২৯	৪১৮.৬০	৩৫৬.৫৭	৪৫৯.২৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	১৩১.০১	১৪৭.০২	-১০.৩৭	৩২২.৪৪	৩৬৮.৯৪	৪৫৮.৭৫
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে) জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত	১৮২৭.৬৭	২৬৩৩.১৫	৩৬৭.০০	৪৯১৩.৬৩	৯৫২.১৯	১৩৩০.০১
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩১.৯০	১১৯৪.৪০	১১৯৪.৪০	১৪৩১.৯০	১১৯৪.৪০	১১৯৪.৪০
রিজার্ভ আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৬২০৬.৭৪
শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) মৌলিক	০.৯৭	১.২৩	-০.০৯	২.৫৯	৩.০৯	৩.৮৪
মিশ্র	০.৯৬	১.২৩	-০.০৯	২.৫৭	৩.০৯	৩.৮৪

বিবরণ	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ অ-নিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৪ অ-নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অ-নিরীক্ষিত	নয় সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ অ-নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অ-নিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে আয় (নিট)	১৫৯৩.৯০	১৭৬৬.২৬	১০১১.৯৯	৪২৭৭.২৩	৩৭৪৬.৮৫	৫২৮৭.২১
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	২৬৭.৭৫	২৪৪.৪৭	-৭৫.৪৫	৭০২.৯৬	৬৭৮.০৬	৯৫৩.৫৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	২৬৭.৭৫	২৪৪.৪৭	১২৪.৫৫	৭০২.৯৬	৮৭৮.০৬	৬৭২.২৮
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	২৩৪.২৯	১৯৫.৪২	১২৬.২৫	৫৮২.৯২	৭৬৭.১৯	৫০৬.০১
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে) জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত	১৯৩০.৯৫	২৬৮১.৫৬	৫০৩.৬২	৫১৭৪.১১	১৩৫০.৪৫	১৩৭৭.২৭
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩১.৯০	১১৯৪.৪০	১১৯৪.৪০	১৪৩১.৯০	১১৯৪.৪০	১১৯৪.৪০
রিজার্ভ আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৯০৬৬.৭০
শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) মৌলিক	১.৭৪	১.৬৪	১.০৬	৪.৬৭	৬.৪২	৪.২৪
মিশ্র	১.৭২	১.৬৪	১.০৬	৪.৬৫	৬.৪২	৪.২৪

মন্তব্যঃ উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। উক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বছর সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com/www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ, www.ntcind.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
স্বা/- অভিজিত মাইতি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১০৪৫৬০৫০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

e – Tender Notice
e- Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Improving the illumination level with power saving LED Flood light luminairs by the replacement of existing old conventional HPSV light fittings of High Mast lighting--- All old luminaire of High Mast Lighting, Kolkata site of Vidyasagar Setu under HRBC.
Tender ID -2025_HRBC_815308_1
e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/15/24-25

Last date of submission of bid (online) is **28.02.2025** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.
Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

আমমোক্তারনামা
১) **রজব মিঞা,** পিতা- আজাদ মিঞা, সাং- বানিপুর, পোঃ- মিঞাপুর, ২) **মুসলিমা বিবি,** স্বামী- নেজামুদ্দিন সেখ, সাং- মাসুমনগর, পোঃ- ঘোড়শালা, উভয়ের থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৮ সালে Book-IV, 626 নং **আমমোক্তার দলিল মূলে দুরজাহান শেখ** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১১১ নং উমরপুর মৌজাস্থিত এল, আর. ৪১৭ নং দাগের এল. আর. ১৫০ নং খতিয়ানের মোট ৬ শতক সম্পত্তি হইতেছে।** উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা
মিহির কুমার সাহা, পিতা- মৃত শশাঙ্ক শেখর সাহা, সাং- ও পোঃ- নূতনগঞ্জ, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৭ সালে Book-IV, 108 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **সুকুমার সাহা** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১৪৯ নং বাগপাড়া মৌজাস্থিত এল, আর, ৪৭৬ নং দাগের এল. আর. ৫৪১ নং খতিয়ানের মোট ১৬.৩৩৩৩ শতক** সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা
১) **কাওসার আলি,** পিতা- মজিবুর রহমান, সাং- বৈকুন্ঠপুর, পোঃ- রাজানগর, ২) **আতারুল সেখ,** পিতা- রহিম সেখ, সাং- ও পোঃ- নূতনগঞ্জ, উভয়ের থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৩ সালে Book-I, 18783 &18942 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **১) প্রবীর কুমার সাহা, ২) রেমান সেখ, ৩) আজিজুল হক, ৪) সানাউল্লা হক, ৫) হাবিবুর সেখ** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১৪৫ নং নূতনগঞ্জ মৌজাস্থিত এল. আর. ৯৪৯, ৯৪৯ / ১০০০ নং দাগের এল, আর. ১১৫২, ১১৫৩, ১১৫৪, ১১৫৫, ১৯৪২ নং খতিয়ানের মোট ৫.৫০ শতক** সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

NOTICE INVITING e-TENDER
NIT No. 18 of 2024-25/PO/BCW/JAL, Dt. 11.02.2025
for execution of one no. of community development schemes within the district of Jalpaiguri, Last date of bid submission is **26.02.2025 upto 17.00 hours**. For details, please log-on to **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
P.O-cum- D.W.O.
BCW & TD. Jalpaiguri

উত্তর শ্রীরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রামঃ- উত্তর শ্রীরামপুর, পাটুলি স্টেশন বাজার, পূর্ব বর্ধমান
রেজিস্ট্রেশন নং- ২৩৪৮, তারিখঃ- ১৯.০৪.১৯৫৭
বিশেষ সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা উত্তর শ্রীরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সকল সদস্য / সদস্য গণকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ৩০.০৩.২০২৫ **তারিখ (রবিবার) সকাল ১১ ঘটিকায়** শ্রীরামপুর ভারতী ভবন হাইস্কুলে একটি বিশেষ সাধারন সভার আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত সভায় সকলের সক্রিয় উপস্থিতি একান্ত কাম্য।
আলোচ্য বিষয়ঃ-
পরিচালক মন্ডলীর ৯ (নয়) জন সদস্য/ সদস্যা নির্বাচন [অসংরক্ষিত ০৬ (ছয়), মহিলা সংরক্ষিত ২(দুই) ও তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি ১(এক)]
শেষের লাইনে যোগ হবে সমিতির নোটিশ বোর্ডে, পূর্বস্থলী ২ ব্লক অফিসে, পিলা গ্রাম পঞ্চায়েত এর নোটিশ বোর্ডে।
স্বাক্ষর /-
বিশেষ আধিকারিক
উত্তর শ্রীরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
বি.দ্র. খসড়া ভোটার তালিকা (যা প্রকাশিত হয়েছে ১১.০২.২০২৫ এ), নির্বাচনী নির্ঘন্ট ও নিয়মাবলী উত্তর শ্রীরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হয়েছে সকল সদস্যকে তা দেখে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

হারভাটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রোসেসিং কোং লিমিটেড
সিআইএনঃ এল২৮৯৩৯ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৫০২৩,
রেজি. অফিসঃ ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তল, কলকাতা (পঃবঃ)-৭০০০০৭
অ্যাডমিন অফিসঃ বি-৩৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, সেক্টর-১, নয়ডা (উত্তর প্রদেশ)-২০১৩০১
ওয়েবসাইটঃ www.hepcl.co.in, ইমেলঃ harvatex@yahoo.com, ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের পরিসংখ্যান (মূল্য লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	-	১.০৩	৭৭.২৯
২	মোট ব্যয়	৪.৪৪	৩.৯০	১৪.৩০
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্স এবং ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম আগে	(৪.৪৪)	(২.২৮)	৬৪.১০
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৪.৪৪)	(২.২৮)	৬৪.১০
৫	করের পরের সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	(৪.৪৪)	(২.২৮)	৪৭.০৮
৬	কর পরবর্তী সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৪.৪৪)	(২.২৮)	১১৩.১৯
৭	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৭২.০০	৭২.০০	৭২.০০
৮	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	-	-	১,৮৪৩.১২
৯	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) মৌলিক এবং মিশ্র	(০.৬২)	(০.৩২)	৬.৫৫

মন্তব্যঃ (ক) উপরে এসইবিআই (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি পরিসংখ্যান। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gemscommercial.co.in এবং সিএসই www.cse-india.com-এ উপলব্ধ।
(খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।
(গ) ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি IND-AS নিয়ম অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর-এর জন্য এবং পক্ষে
হারভাটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রোসেসিং কোং লিমিটেড
স্বা/- মোহানান থ্রাইল, ডিরেক্টর
স্থানঃ নয়ডা
তারিখঃ ১২.০২.২০২৫

জেমস্ কমার্শিয়াল কোং লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৫১১০৯ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৫৭৭৭
রেজি. অফিসঃ ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তল, কলকাতা (পঃবঃ)-৭০০০০৭
অ্যাডমিন অফিসঃ বি-৩৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, সেক্টর-১, নয়ডা (উত্তর প্রদেশ)-২০১৩০১
ওয়েবসাইটঃ www.gemscommercial.co.in, ইমেলঃ gemscom@yahoo.com, ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের পরিসংখ্যান (মূল্য লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	-	১.৩৭	৫২২.৭৬
২	মোট ব্যয়	৪.৩১	৫.৫১	৪৩.৭০
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্স এবং ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম আগে	(৪.৬৪)	(৫.৪৫)	৪৭৯.০৭
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৪.৬৪)	(৫.৪৫)	৪৭৮.৯৬
৫	করের পরের সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	(৪.৬৪)	(৫.৪৫)	৩৫৭.১৬
৬	কর পরবর্তী সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৪.৬৪)	(৫.৪৫)	৭০২.৪৩
৭	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০	৬২৩.৫০
৮	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	-	-	১৩,২৪৩.৫২
৯	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) মৌলিক এবং মিশ্র	(০.০৭)	(০.০৯)	৫.৭৩

মন্তব্যঃ (ক) উপরে এসইবিআই (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি পরিসংখ্যান। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gemscommercial.co.in এবং সিএসই www.cse-india.com-এ উপলব্ধ।
(খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।
(গ) ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি IND-AS নিয়ম অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর-এর জন্য এবং পক্ষে
জেমস্ কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড
স্বা/- রাজেন্দ্র সোনি, ডিরেক্টর
স্থানঃ নয়ডা
তারিখঃ ১২.০২.২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/128/058/24-25/BS (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of the sanitary latrine at different places of Vidyasagar Colony and Bankim Pally slum area in Ward No.-128.** Work value: ₹ **2,49,060.12.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **22.02.2025 (up to 11 A.M.).** Tender will be opened on: **24.02.2025 (11 A.M.).** The bid forms and other details are available on and from **13.02.2025 (from 5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/735 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road at Beerpara Lane, J. K. Mitra Road and surrounding areas in Ward No.-3 & 4 under BR-I.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,89,117.95.** Earnest money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **90 days.**
(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/736 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road surface disturbed by W/S Deptt. at different places of J. M. Avenue and Cossipore Road under BR-I.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,94,814.45.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **90 days.**
(3) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/732 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road surface by laying hot mix at Hemanta Bose Sarani, Red Cross Place and surrounding areas of in Ward No.-045 under BR-V.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,93,721.28.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **28.02.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)** and **01.03.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available on and from **18.02.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2)** and **19.02.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 3).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/045/35/2024-2025
Name of the work: **Restoration of asphaltum/stone sets road surface to be disturbed by PU Agency (From 9/A Jackson Lane to the Synagogue ST & BTM Sarani) in Ward No.-045.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,84,898.32.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **25.02.2025 - 11 A.M.** Date and time of opening of tender: **27.02.2025 - 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **12.02.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (E&H), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : EH/MISC/02/2024-25
Name of the work: **Supplying fitting and fixing of "Notice Board" made of G.I. sheet and M.S. angles frame at different places within the K.M.C. area.** Estimated amount: ₹ **4,99,984.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **25.02.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **13.02.2025 (12 Noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply (N), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:
E-NIT No. : KMC/WS/N/24-25/17/47
Name of the work: **Restoration of U.F.W supply 39 J. M. Avenue to 48 J. M. Avenue and 17/1 J. M. Avenue to Jatin Mitra Park (Across J. M. Avenue) in Ward No.-17.** Estimated cost: ₹ **2,49,361.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Time completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **25.02.2025 up to 2 P.M.** The tender will be opened on: **27.02.2025 after 2 P.M.** The bid forms and other details will be available on and from **12.02.2025 after 2 P.M.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), KMC invites e-tender online, two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/CRM/03A/CRR/24-25
Name of the work: **Supply and fixing of different decorative luminary fittings with allied works at Meditation House and Sri Sri Ramkrishnadev Samadhi Prangan of Cossipore Mahasmashan.** Estimate amount: **Open.** Earnest money: ₹ **4,600.00 (L.S).** Period of completion: **8 days.** Last date and time of submission of bid: **22.02.2025 at 5 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **13.02.2025 (5 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, BR-XII, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/270/24-25
Name of the work: **Miscellaneous works to restore defunct fittings and poles along the eastern and western side service road of Baghajatin ROB to VIP Bazar Bypass.** Estimated amount: ₹ **2,42,065.69.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of completion of bid: **28.02.2025 up to 3 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **18.02.2025 from 3 P.M.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender by two bid system for the following work:
NIT No. : LTG/212/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Annual operation and maintenance of Park lighting system at different Parks and other places of Borough-VI areas under LTG, Z-II, KMC.** Estimate amount: ₹ **3,98,649.35.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **27.02.2025 up to 1 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **18.02.2025 (1 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** (1391/24-25)

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড
Leaders in Glass Containers
CIN : L26109WB1946PLC013294
রেজি. অফিস ঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১, ফোন- ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ফোনঃ ০৩৩-২২৫৪৩১০০ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২৫৪৩১৩০
ইমেলঃ cosec@hngil.com , ওয়েবসাইট ঃ www.hngil.com
(ইপিএস ডেটা ব্যতীত লক্ষে)

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২০২৪ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	৪১,৭৩৫	৪৩,৪৪৫	৬১,৭৪৩	১,৪০,৫৪১	১৯৩০৫১	২,৫৫,২৩৫
২.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	(৬৯৩)	১,১৮৮	৪,৪৬৮	৫,১২২	১৯,৬৯১	২৬,৪০৭
৩.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি)	(৬৭১)	১,২১০	৪,৪৫৮	৫,১৮৯	১৯,৬৫৯	১৬,৩৩৭
৪.	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	(৬২২)	১,২৫৯	৪,৪৩৪	৫,৩৩৬	১৯,৫৮৮	১৬,৫৩৪
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্য ২ /-)	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১
৬.	নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো অন্যান্য ইক্যুইটি	-	--	-	-	--	(৮৫,০২০) (৩১.০৩.২০২৪ তারিখের হিসাবে)
৭.	প্রতি শেয়ারে আয় (প্রতিটি ২ /- টাকা) মূল এবং মিশ্র (ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)	(০.৭৫)	১.৩৫	৪.৯৮	৫.৭৯	২১.৯৫	১৮.২৪

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে রেজোলিউশন প্রফেশনালের সভাপতিত্বে পরিচালকদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্তটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com এ পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট যেমন www.hngil.com এও পাওয়া যাবে।
৩. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠন / পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

সঞ্জয় সোমানি
(পরিচালক)
ডিআইএনঃ ০০১২৪৫৩৮
তারিখঃ ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫
স্থানঃ মুম্বাই

গিরিশ শ্রীরাম জুনেজা
(রেজোলিউশন প্রফেশনাল)
স্থানঃ নতুন দিল্লি
তারিখ ঃ ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ঘোষিত নয়া ভারতীয় দল কতটা যুক্তিসঙ্গত?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ঘোষিত হয়েছে ভারতের পরিবর্তিত দল। তবে এই টিম দেখে অনেকেই বলেছেন স্পিনার আর অল রাউন্ডারদের ছড়াছড়ি। শেষ মুহূর্তে বুমরার জায়গায় রানা ও জয়সওয়াল এর জায়গায় বরুণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দলে। প্রশ্ন উঠছে এই দলে নির্বাচন কী ঠিক হল? বুমরার জায়গায় রানা! জয়সওয়াল এর জায়গায় বরুণ কেন? বরুন তো ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে তে খেললেন না এখনও। আবার বড় টুর্নামেন্টের আগে এভাবে কেন তাঁকে দলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল? বিশেষজ্ঞরা অন্য কথা বলছেন এত গুলো অল রাউন্ডার আছে দলে। ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ভারত হা হুতাশ করেছিল টিম-এ অল রাউন্ডার নেই বলে। বিশেষ করে ফাইনালে। মাত্র ৫ জন বোলার নিয়ে নামতে হয়েছিল। তাই নেওয়া হয়েছে হর্ষিতকে। ভারতে মিডিয়াম পেস অল রাউন্ডার যিনি এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান ওয়ান ডে টিম রিপ্রেসেন্ট করতে পারে, হার্দিকের সঙ্গে হর্ষিতই হতে পারেন ভালো অপশন। কারণ নীতীশ রানা আহত। আর দুবাইতে খেলা। স্পিন ডিপার্টমেন্ট ভালো খেলছে। তাই দলে স্পিনার নেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে ৪ জন অল রাউন্ডার টিমে আছে। হার্দিক, জাদেজা, অক্ষর আর সুন্দর। এর মধ্যে প্রথম ৩ জন খেলবে। স্পিন ২ আর পেস ১। তাহলে ৮ নম্বর অবধি ব্যাটসম্যান থাকলো। বাকিদের মধ্যে ২ জন পেস আর ১জন স্পিন নিলেই হবে। টিম ব্যালান্স বজায় থাকবে সুন্দর। এবার দলের আছে ৩ পেস বোলার। শামি অভিজ্ঞতার কারণে অটোমেটিক চয়েস। বাকি প্রশ্ন হর্ষিতকে নিয়ে কারণ সে দিল্লি আর কেকেআর-এর প্লেয়ার! সত্যিই কি এটা কারণ? বিশেষজ্ঞরা বলছেন ছেলেটার মধ্যে ক্ষমতা আছে। পেস আছে, ফাস্ট আর স্লো বলের ভ্যারিয়েশনটা খুব ভালো করে। লাস্ট ২ ওয়ান ডেতে সে তা প্রমাণ করেছে। অনেকে বলতে পারে মার খাচ্ছে? সেতো শামিও ২য় ম্যাচে মার খেয়েছে। সবার সব ম্যাচ সমান যায় না। অর্শদীপকে অপেক্ষা করতে হতে পারে। সে ভালো বোলার। কিন্তু সুইং না হলে সিরাজের মত ও পুরোনো বলে খেই হারিয়ে ফেলে। এটাই তার মাইনাস। এবার ২ স্পিনার এর কথা বলতে গেলে বরুণ এই মুহূর্তে দারুণ ফর্মে। কুলদীপ চোট থেকে ফিরেছে। এখানে ১ স্পিনার কে খেলবে তা সিলেক্ট করা সত্যিই চাপের। একজনের সাথে অন্যায় করা হবেই। আসলে ২ জনেই অফ স্পিনার। তাই কাকে ছেড়ে কাকে নেবে এটা টিম ম্যানেজমেন্টকে নির্ধারণ করতে দিন। রাহুল আর পন্থ এর মধ্যে রাহুল হয়তো বাংলাদেশ আর পাকিস্তান ম্যাচ খেলতে পারে। ওই ম্যাচ গুলোতে পারফরমেন্স না দিতে পারলে কিন্তু পন্থ টিমে ঢুকে যাবে।

মেগা নিলামে অবিক্রিত ক্রিকেটার কেকেআর শিবিরে!

মুম্বই, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ আইপিএল ২০২৫ মেগা নিলামে অবিক্রিত থাকার পরও ভাগ্য পরিবর্তন হল ভারতের ৩৩ বছর বয়সী অলরাউন্ডার শার্দুল ঠাকুরের। এই অলরাউন্ডার এক সময় চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করে নাম করেছিলেন সবার মুখে। কিন্তু এবারের আইপিএল নিলামে তার নামের প্রতি কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি আগ্রহ দেখায়নি, ফলে তাকে কিনতে কেউই প্রস্তুত ছিল না। তবে, দেরি হলেও তার ভাগ্য এখন ঘুরে গেছে, কারণ শার্দুল ঠাকুর এখন আইপিএলের ১৮ তম মরসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দলের সদস্য হতে চলেছেন। শার্দুল ঠাকুর আইপিএল ২০২৪ মরশুমে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সি পরা অবস্থায় দারুণ কিছু মুহূর্ত উপহার দিয়েছিলেন। তার অলরাউন্ড

পারফরম্যান্সে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, বিশেষত দলের বোলিং আক্রমণে। যদিও ২০২৫ সালের মেগা নিলামে শার্দুল ঠাকুর কোনো দলই কেনেনি, তবে তার সাম্প্রতিক ফর্ম যে দলের নজর কাড়তে পারে, তা তার রঞ্জি ট্রফির পারফরম্যান্সে প্রমাণিত হয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্স ফ্রাঞ্চাইজিতে শার্দুল ঠাকুরের পুনরায় অন্তর্ভুক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আইপিএল ২০২৫ মরশুমে তাকে দলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তবে এর আগে তাকে দলে নেয়া হয়েছিল ২০২৩ সালের ট্রেড উইন্ডোতে দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে। কলকাতা নাইট রাইডার্স শার্দুলকে ১০ কোটি ৭৫ লাখ টাকায় দলে নিয়েছিল। তবে সে সময় শার্দুল তার সেরাটা দিতে পারেননি। তবুও, তার সাম্প্রতিক রঞ্জি ট্রফির পারফরম্যান্স তাকে আবারও আইপিএলের মূল দলে স্থান পেতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে কলকাতা নাইট রাইডার্স শার্দুল ঠাকুরকে এনরিক নোকিয়ার চোটের কারণে তার জায়গায় দলে অন্তর্ভুক্ত করছে। নোকিয়ার চোট নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় এবং দ্রুত সেরে উঠতে তার অসুবিধা হওয়ায় শার্দুল ঠাকুরকে নেয়া হচ্ছে দলে। শার্দুল ইতিমধ্যে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাথে সম্পর্কিত হয়েছেন এবং তাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তটি যথার্থ হতে পারে, কারণ তার সাম্প্রতিক অলরাউন্ড ফর্ম দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। শার্দুল ঠাকুর বর্তমানে রঞ্জি ট্রফিতে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন। ব্যাটিং এবং বোলিং দুটি বিভাগেই তার দুর্দান্ত প্রদর্শন তাকে অনেক আলোচনায় নিয়ে এসেছে। তিনি রঞ্জি ট্রফিতে ১টি শতরান এবং ২টি অর্ধ-শতরানের সহিত ৩৯৬ রান করেছেন। এছাড়াও, বল হাতে ৮ ম্যাচে ২৯ উইকেট নিয়েছেন। এছাড়া সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে তার পারফরম্যান্সও নজর কাড়ে। ৯ ম্যাচে তিনি ১৫ উইকেট নিয়েছিলেন, যা তার বোলিং দক্ষতা এবং সামর্থ্যকে ফুটিয়ে তোলে। শার্দুল ঠাকুরের আইপিএল ক্যারিয়ারও যথেষ্ট সফল। ৩৩ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার এখন পর্যন্ত ৯৫টি আইপিএল ম্যাচে ৯২ ইনিংসে ৯৪টি উইকেট নিয়েছেন। তার সেরা বোলিং পারফরম্যান্স ৩৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট ছিল। ব্যাটিংয়েও তিনি ১৩৮.৯১ স্ট্রাইক রেটে ৩০৭ রান করেছেন। তার সবচেয়ে বড় ইনিংস ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ৬৮ রানের ইনিংস। শার্দুল ঠাকুরের আইপিএল ২০২৫ মরসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সদস্য হিসেবে যোগদান তার জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা হতে পারে। তার অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এবং রঞ্জি ট্রফির পারফরম্যান্স থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি এখন একটি দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই সিদ্ধান্তে তার যোগদান দলের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং তার খেলোয়াড়ি দক্ষতা ম্যাচে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

ওডিআই-তেও কাজে দিল না বাজবল

হোয়াইটওয়াশের লজ্জা নিয়ে ভারত ছাড়ল ইংরেজরা

আহমেদাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যে আত্মবিশ্বাসটা ভারতীয় ক্রিকেট দলের দরকার ছিল, সেটা আপাতত চলে এসেছে। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে টিম ইন্ডিয়া ৩-০ ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। সিরিজের শেষ ম্যাচটা আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়েছিল। এই ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেট দল ১৪২ রানে জয়লাভ করে। ২১৪ রানে অলআউট হয়ে গেল ইংল্যান্ড। প্রসঙ্গত, টস জিতে ইংল্যান্ড কেন যে এই উইকেটে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিল, তা নিয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। শুভমান গিলের কাছে এই মোতেরা স্টেডিয়াম আসলে ঘরের মাঠ। ফলে এই উইকেটে তিনি যে জ্বলে উঠবেন, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। হলও তাই। 'প্রিন্স' শুভমানের ব্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটি ঝকঝকে শতরান। এই সিরিজে তিনি যথেষ্ট ভালো ব্যাট করলেন। প্রথম দুটো ম্যাচে তিনি যথাক্রমে ৮৭ এবং ৬০ রান করেছিলেন। অবশেষে সেঞ্চুরিতে হল মধুরেণ সমাপয়েত। এই ম্যাচটা বিরাট কোহলির কাছেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পারথ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে শতরানের পর থেকে তাঁর ব্যাটে আর বড় রান দেখতে পাওয়া যায়নি। হাঁটুর চোটের জন্য তিনি এই সিরিজের প্রথম ম্যাচটা খেলতে পারেননি। দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি মাত্র ৫ রান করে আদিল রশিদের বলে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। তবে বুধবারের (১২ ফেব্রুয়ারি)

ম্যাচে তাঁর হাফসেঞ্চুরি টিম ইন্ডিয়াকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে অনেকটাই স্বস্তি দেবে। আরও একজনের কথা না বললেই নয়। তিনি শ্রেয়স আইয়ার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই ওয়ানডে সিরিজে তাঁর খেলার কোনও কথাই ছিল না। প্রথম ম্যাচে বিরাট চোট পাওয়ার কারণে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন শ্রেয়স। আর এই সুযোগটা তিনি ২০০ শতাংশ কাজে লাগান। এই সিরিজে তিনি যথাক্রমে ৫৯, ৪৪ এবং ৭৮ রান করলেন। সবথেকে বড় কথা, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডেও তিনি নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছেন। ৩৫৭ রানের টার্গেট ইংল্যান্ডের সামনে যে খুব একটা সহজ হবে না, সেটা বলাই বাহুল্য। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের যা আয়তন, সেখানে এই রানটা ব্রিটিশ ব্যাটারদের কাছে যথেষ্ট চাপের হবে, তা আগেই অনুমান করা হচ্ছিল। কিন্তু, ভারতীয় বোলারদের সামনে যে তারা এভাবে নতি স্বীকার করবে, সেটা বোধহয় কেউ কল্পনা করতে পারেননি। ভারতের হয়ে দুটো করে উইকেট শিকার করলেন আর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা, অক্ষর প্যাটেল এবং হার্দিক পান্ডিয়া। এছাড়া একটি করে উইকেট নিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর এবং কুলদীপ যাদব। বুধবার এই সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন আর্শদীপ সিং। মহম্মদ সামিকে বিশ্রাম দিয়ে তাঁকে এই ম্যাচে নামানো হয়। অনেকেই টিম ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্তকে বাঁকা চোখে দেখেছিল। কিন্তু, তিনি জোড়া উইকেট তো শিকার করলেনই, সেটাও আবার প্রথম পাওয়ার প্লে চলাকালীন শিকার করেন। এই পরিস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রথম একাদশে কেমন কম্বিনেশন তৈরি হয়, সেদিকে অবশ্যই সকলে তাকিয়ে থাকবেন। কারণ সামি আর আর্শদীপের মধ্যে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। হর্ষিত রানা ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কাছে অপরিহার্য হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। তিন ম্যাচের এই সিরিজে তিনি মোট ৬ উইকেট শিকার করেন। সবমিলিয়ে ভারতের এই পারফরম্যান্স যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে স্বস্তি বাড়াল, তা বলা যেতেই পারে।

কলকাতা ডার্বিতে গোলের বন্যা! ১১-০ দাপট বাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতা ডার্বি মানেই উত্তেজনা, প্রতিযোগিতা এবং আকর্ষণ। বাদের মাঠে হোক বা ছোটদের, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল মহামেডান এই তিন ক্লাবের উপর নজর থাকে সকলের। তবে, এবারের গল্পটি একটু ভিন্ন। কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসা মোহনবাগান অনূর্ধ্ব-১৩ সাব-জুনিয়র লিগে বুধবার ইতিহাস রচনা করেছে। বাঁশবেড়িয়া কিশোর সঙ্ঘের মাঠে, সবুজ-মেরুনের তরুণ ফুটবলাররা মহামেডান স্পোর্টিংকে ১১-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে। এই জয় মোহনবাগানের যুব দলের উত্থানের প্রতীক। সবুজ-মেরুন শিবিরের বয়সভিত্তিক দলগুলো সেভাবে খ্যাতি লাভ না করলেও, এই মরসুমে তাদের খেলা দেখিয়ে দেয় তারা কতটা শক্তিশালী। বিশেষ করে, একের পর এক জয় তাদের আত্মবিশ্বাসে নতুন মাত্রা যোগ করছে। প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর পর, এবার মহামেডান স্পোর্টিংকে ধ্বংস করে তাদের শক্তির জানান দিল বাগান ব্রিগেড। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখিয়ে খেলতে শুরু করে মোহনবাগান। প্রথম মিনিটেই গোল করে তারা

আগ্রাসী মেজাজে মাঠে নামার সংকেত দেয়। নীরব রায় ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে প্রথম গোলটি করে দলকে এগিয়ে দেন। এরপর ৯ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে তিনি দলের লিড আরও বাড়িয়ে দেন। প্রথমার্ধেই মোহনবাগান মহমেডানকে ৬-০ গোলে পিছনে ফেলে দেয়। রাজ মুদি দুই গোল করার পাশাপাশি, কার্তিক হেমব্রম ও সিদু সোরেন একটি করে গোল করে নিশ্চিত করে দেন শ্বাসরুদ্ধকর জয়। দ্বিতীয়ার্ধে, মোহনবাগান আরও পাঁচটি গোল করে তাদের জয় আরও বিশাল করে তোলে। ৩৫ থেকে ৪৪ মিনিটের মধ্যে তিনটি গোল আসে- সাগ্নিক কুন্ডু, সৈয়দ বাশির আনোয়ার এবং অনুব্রত বাউল দাস প্রতিটি গোল করেন। এরপর অর্চিষ্মান দাস ও জিয়ন হাঁসদা দ্বিতীয়ার্ধে গোল করে নিজেদের দলের পক্ষে ১১ গোলের বিশাল ব্যবধান নিশ্চিত করেন। প্রথম দুটি ম্যাচে মোহনবাগান ৬ পয়েন্ট পেয়ে লিগের শীর্ষস্থানে রয়েছে। তাদের গোল পার্থক্য এখন ১২, যা এই বয়সভিত্তিক লিগে দারুণ গুরুত্ব পাবে। প্রতিপক্ষ দুই প্রধানের বিরুদ্ধে দাপট দেখানোর পর, তাদের এই জয় আরও আলোচিত হয়ে উঠেছে। প্রথম দুটি ম্যাচে মোহনবাগান নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়েছে, বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে একমাত্র সাগ্নিক কুন্ডুর গোলে জয় নিশ্চিত করা পর, এখন মহামেডানকে উড়িয়ে দিয়ে দলটি আরও শীর্ষে অবস্থান করছে।

দেম্বেলের জোড়ায় শেষ ষোলোর পথে পিএসজি, জিতেছে জুভেন্তাস-ডর্টমুন্ডও

গুইনগ্যাম্প, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে প্লে-অফের প্রথম লেগে ৩-০ গোলে জিতেছে প্যারিসের দলটি। ভিতিনিয়ার গোলে শুরুতে এগিয়ে যাওয়ার পর গোল দুটি করেন দেম্বেলে। দোন্নারুম্মার ভুলে ম্যাচের শুরুতেই অবশ্য বিপদে পড়তে বসেছিল পিএসজি। সতীর্থের ব্যাকপাস পেয়ে সামনে ঠিকমতো না দেখেই শট নেন ইতালিয়ান গোলরক্ষক, পোস্ট তখন পুরোই ফাঁকা, ওই সময়ে গোলমুখে ছুটে আসা ব্রেস্তের ফরোয়ার্ড লুদোভিচের মাথায় লেগে বল বাইরে গেলে বেঁচে যায় সফরকারীরা। শুরুতে প্রায় ৮০ শতাংশ সময় পজেশন ধরে রেখে, একটু একটু করে চাপ বাড়াতে থাকে পিএসজি। ২১তম মিনিটে ভিতিনিয়ার সফল স্পট কিকে এগিয়ে যায় তারা। ব্রেস্তের ডি-বক্সে তাদের মিডফিল্ডার লেস-মেলুর হাতে বল লাগলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। দারুণ এক প্রতি-আক্রমণে ৩৫তম মিনিটে প্রথম কর্নার আদায় করে নেয় ব্রেস্ত। ভাগ্য সহায় হলে ওই কর্নারেই সমতায় ফিরতে পারত তারা কিন্তু ফরোয়ার্ড সিমার হেড পোস্টে বাধা পায়। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রেখে, বিরতির একটু আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করে পিএসজি। আশরাফ হাকিমির পাস ধরে দ্রুত আক্রমণে উঠে ডি-বক্সে ঢুকে সামনের একজনকে কোনো সুযোগ না দিয়ে, নিচু শটে কাছের পোস্ট দিয়ে জালে বল পাঠান দেম্বেলে। ইউরোপ সেরার মঞ্চে এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচে জালের দেখা পেলেন ফরাসি উইঙ্গার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর কয়েক মিনিটে বেশ আক্রমণাত্মক খেলে ব্রেস্ত। তৃতীয় মিনিটে দারুণ

একটি সুযোগও পায় তারা, তবে কোনোরকমে জাল অক্ষত রাখেন দোন্নারুম্মা। এর দুই মিনিট পরই প্রতি-আক্রমণে ব্র্যাডলি বার্কোলার পাস বক্সে পেয়ে ফাঁকা জালে বল পাঠান পিএসজির তরুণ ফরোয়ার্ড দিজিরে দুয়ে। তবে বার্কোলা অফসাইডে থাকায় ভিএআরের সাহায্যে গোল দেননি রেফারি। ৬৬তম মিনিটে আবার জ্বলে ওঠেন দেম্বেলে এবং স্কোরলাইন ৩-০ করে জয়ের পথে এগিয়ে যায় পিএসজি। ডি-বক্সে তার নেওয়া শট প্রতিপক্ষের একজনের পায়ে লাগলেও, ঠিকই বল ঠিকানা খুঁজে নেয়। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এই নিয়ে ছয়টি গোল করলেন দেম্বেলে, সবশেষ তিন ম্যাচে, একটি হ্যাটট্রিকসহ। আর ব্রেস্তের বিপক্ষে এই নিয়ে মরসুমে তিন দেখায় একটি হ্যাটট্রিকসহ ৭টি গোল হলো দেম্বেলের। লিগ আঁতে এবার নিজেকে নতুন রূপে মেলে ধরে ফরাসি ফরোয়ার্ড চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত গোল করেছেন ২৩টি, এর ১৮টিই সবশেষ ১০ ম্যাচে। দ্বিতীয়ার্ধে তুলনামূলক ব্রেস্তই গোলের জন্য বেশি শট নিয়েছে। পুরো ম্যাচে দুই দলই সমান ১৬টি করে শট নেয় কিন্তু ফিনিশিংয়ে একদমই কার্যকর হতে পারেনি আয়োজকরা। বড় এই হারের পর ঘুরে দাঁড়ানোর কঠিন চ্যালেঞ্জে আগামী বুধবার পিএসজির মাঠে খেলবে ব্রেস্ত। ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের সহজ জয়ের রাতে স্পোর্তিং লিসবনকে হারিয়েছে একই ব্যবধানে হারিয়েছে জার্মান পরাশক্তি ও চ্যাম্পিয়নস লিগের গত আসরের রানার্সআপ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। হাসি নিয়ে মাঠ ছেড়েছে জুভেন্তাসও। নেদারল্যান্ডসের ক্লাব পিএসভি আইন্দহফেন বিপক্ষে তুরিনের বুড়িদের জয়টা ২-১ গোলে।

ত্রিফলায় ম্লান হলান্ড, রিয়ালের প্রত্যাবর্তনের গল্পে এবার স্তব্ধ সিটি

লন্ডন, ১২ ফেব্রুয়ারিঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বিশাল এক তিফো নিয়ে হাজির ম্যানচেস্টার সিটির সমর্থকেরা। তিফোর এক পাশে রদ্রিগোকে ব্যালন ডি'অরে চুমু দিতে দেখা যাচ্ছে, অন্য পাশে লেখা-'তোমাদের এই কান্না এবার থামাও'। গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে রদ্রি আবার সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করছেন। রিয়াল মাদ্রিদকে উসকানি দিতে আর কী চাই! কিন্তু সিটি সমর্থকদের এই উসকানিমূলক তিফোই হয়তো তাতিয়ে দিল রিয়ালকে। তাদের কোনো পরিকল্পনাই কাজে এল না। ইতিহাদে এর আগে কখনোই ৯০ মিনিটের মধ্যে সিটিকে হারাতে না পারা রিয়াল এবার ঠিকই কাজটা করে দেখাল এবং সেটা 'রিয়ালীয় ঢঙে' কিংবা বলা যায়, 'ওস্তাদের মার শেষ রাতে'র মতো করে। আর্লিং হলান্ডের জোড়া গোলে ৮৫ মিনিট পর্যন্তও ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল রিয়াল। ঘুরে দাঁানোর ডিএনএ বয়ে নিয়ে বেড়ানো দলটা এরপর লিখল প্রত্যাবর্তনের আরেকটি গল্প। বদলি ব্রাহিম দিয়াজ ৮৬ মিনিটে সমতায় ফেরানোর পর শেষ বাঁশি বাজার আগের মুহূর্তে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের পাস থেকে জুড বেলিংহামের গোল। আর প্রথম গোলটা কিলিয়ান এমবাপের। ব্যস, রিয়ালের ত্রিফলার একত্রে জ্বলে ওঠার রাতে নিজেদের ডেরায় পুড়ে ছারখার ম্যানচেস্টার সিটি। ৩-২ গোলের জয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর পথে অনেকটা এগিয়েও গেল কার্লো আনচেলত্তির দল। ১৯ ফেব্রুয়ারি প্লে-অফ পর্বের ফিরতি লেগের ম্যাচটা যে লস ব্লাঙ্কোদের ডেরা সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। বিরতির আগে এগিয়ে গিয়েও চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটি কোনো ম্যাচ হারল প্রায় সাত বছর পর। সর্বশেষ তারা প্রথমার্ধে গোল করেও হেরেছিল ২০১৮ সালের এপ্রিলে লিভারপুলের বিপক্ষে। এর পর থেকে এমন ৩২ ম্যাচে (২৯ জয়, ৩ ড্র) অপরাজিত ছিল পেপ গার্দিওলার দল। আর ঘরের মাঠে দুবার এগিয়ে গিয়েও প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগে কোনো ম্যাচ হারল সিটি। সব ভেন্যু মিলিয়ে এভাবে হারল তৃতীয়বার, প্রতিবারই প্রতিপক্ষ রিয়াল মাদ্রিদ। অথচ ম্যাচের শুরুতে সিটিই দাপট দেখিয়েছে। ১৯ মিনিটে আর্লিং হলান্ডের যে গোলে আয়োজকরা এগিয়ে গিয়েছিল, তা ছিল নিখাঁদ দলীয় সমন্বয়ের ফসল। সতীর্থদের সঙ্গে কয়েকবার বল দেওয়া-নেওয়ার পর হাওয়ায় ভাসানো দারুণ এক পাস বাড়ান জ্যাক গ্রিলিশ। এরপর বক্সে বল পেয়ে ইওস্কো গাভারদিওল বুক দিয়ে বাড়িয়ে দেন পাশেই থাকা হলান্ডের দিকে। বাকি কাজ সারতে ভুল করেননি নরওয়ের তারকা স্ট্রাইকার। এগিয়ে যাওয়ার পর দুবার উদযাপন করেছে সিটির সমর্থকেরা। একবার হলান্ড গোল করার পর, আরেকবার ভিএআর যাচাইয়ের পর। গাভারদিওলের কাছ থেকে বল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

পাওয়ার সময় হলান্ড অফসাইডে ছিলেন কি না, তা যাচাই করতেই মিনিট চারেক লেগে যায় ভিএআরের। পিছিয়ে পড়ার পরপরই গোলের জন্য হন্যে হয়ে ওঠে রিয়াল মাদ্রিদ। ২৫ মিনিটে ভিনিসিয়ুসের শট পোস্টে লেগে ফিরলে হতাশ হতে হয়। ৩০ মিনিটে সিটির জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসে গ্রিলিশের চোট। দারুণ খেলতে থাকা এই উইঙ্গারকে তুলে নিতে বাধ্য হন গার্দিওলা। তাঁর জায়গায় নামেন ফিল ফোডেন। মাঠে নামার কিছুক্ষণের মধ্যে দারুণ এক সুযোগও তৈরি করেন ফোডেন। কিন্তু তাঁর নেওয়া জোরালো শট ডান দিকে ঝাঁপিয়ে রুখে দেন রিয়াল গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া। একটু পরেই সাভিনিওর পাস থেকে হলান্ডের শট কর্নারের বিনিময়ে বিপদমুক্ত করেন রাউল আসেনসিও। প্রথমার্ধে রিয়াল সেরা সুযোগটা পেয়েছিল যোগ করা সময়ে। কিন্তু অরক্ষিত কিলিয়ান এমবাপে সিটির গোলকিপার এদেরসনকে একা পেয়েও বল উড়িয়ে মারেন। বিরতির পর ম্যাচের ৫৪ মিনিটেও সহজ সুযোগ নষ্ট করেন এমবাপে। রদ্রিগোর ক্রস থেকে বল পেয়ে শট নেন এদেরসনের শরীর বরাবর। কিন্তু ৬০ মিনিটে আর ভুল করেননি এমবাপে। ফেদে ভালভের্দের নেওয় ফ্রি কিক সিটির এক খেলোয়াড় আটকে দিলে বল পেয়ে যান দানি সিবায়োস। তাঁর উঁচু করে বাড়ানো বলে শট নেন এমবাপে। যদিও দেখে মনে হতে পারে, শটটা যেভাবে নিতে চেয়েছিলেন, সেভাবে পারেননি। কিন্তু সেটাই ছিল এদেরসনকে ফাঁকি দেওয়ার কৌশল। ম্যাচে ১-১ সমতা। ম্যাচে ফেরার পরের ১৫ মিনিট একরকম দাপিয়ে খেলেছে রিয়াল। কিন্তু সিটি আবার এগিয়ে গেছে খেলার ধারার বিপরীতে। নিজেদের বক্সে ফোডেনকে ফাউল করলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। কোর্তোয়াকে পুরো বিপরীত দিকে পাঠিয়ে ব্যবধান ২-১ করে ফেলেন হলান্ড। ৮০ মিনিটে পিছিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পরেই 'আসল চাল'টা চালেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ৮৪ মিনিটে রদ্রিগোর বদলি হিসেবে নামান ব্রাহিম দিয়াজকে, যিনি ২০১৬ থেকে ২০১৯ মরসুম পর্যন্ত খেলেছেন ম্যানচেস্টার সিটিতে। মাঠে নামার ২ মিনিটের মধ্যে গোল করে বসেন দিয়াজ। তবে গোলটা প্রাক্তন ক্লাবের বিপক্ষে করায় উদযাপন করেননি। এরপর যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আসে রিয়ালের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে বল নিয়ে ছুটে যান ভিনিসিয়ুস। রিকো লুইসকে পেছনে ফেলার পর রুবেন দিয়াজকেও ফাঁকি দেন। তা দেখে এগিয়ে আসেন এদেরসন। সেই সুযোগে ভিনিসিয়ুস বল বাড়ায় বেলিংহামের সামনে। জন স্টোনস আটকানোর চেষ্টা করলেও অরক্ষিত জাল কাঁপিয়ে সিটিকে স্তব্ধ করে দিতে কোনো ভুল করেননি বেলিংহাম।

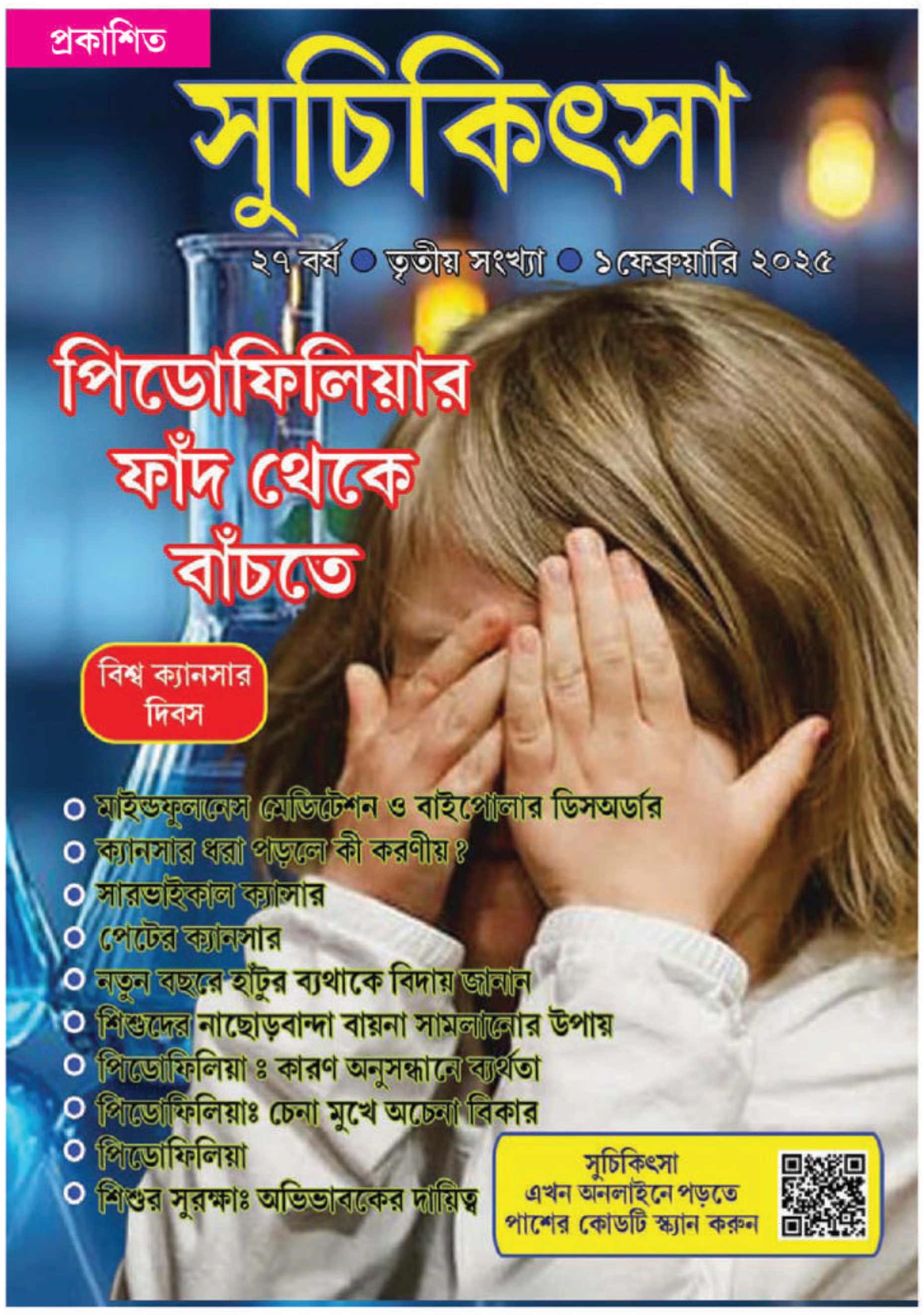

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com